মাসুদ রানা
অনুপ্রবেশ ১
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা-১৬৮

অনুপ্রবেশ-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

পুরনো শত্রু, কোমর বেঁধে নেমেছে এবার
রানার বিরুদ্ধে—ইচ্ছে, শেষ কামড় দেবে। যেমন করে হোক,
শেষ করবে সে এবার মাসুদ রানাকে।
অস্ত্রোপচারের পর দ্রুত আরোগ্যের জন্যে
একটা ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে রানাকে, কিন্তু ওষুধের
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ভোঁতা হয়ে গেছে ওর মাথাটা। অসহায়।
আর সেই সুযোগটাই নিয়েছে শত্রুপক্ষ।
রানার মাথার দাম ধরে দিয়েছে বিশ মিলিয়ন ডলার।
বিশ মিলিয়ন! মাই গড! সত্তর কোটি টাকা!
স্বয়ং লেখকেরই লোভ জাগছে, আর রানার শত্রুদের
কেমন লাগবে ভাবুন একবার! কমপক্ষে
আড়াইশো খুনী বেরিয়ে পড়েছে, খুঁজছে রানাকে।
কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। কাউকে না।

বিশ টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ১৬৮

অনুপ্রবেশ - ১

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

বই লাভার'স পোলাপান (Boi lover's polapan)
facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books)
facebook.com/groups/we.are.bookworms

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)
facebook.com/groups/Banglapdf.net

সেবা প্রকাশনী

অনুপ্রবেশ-১

দুইখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চোপন্যাস

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে অসুবিধে নেই

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-১৬৮

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারতনাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক * মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ংকর * সাগরসঙ্গম * রানা! সাবধান!! * বিস্মরণ * রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক * কায়রো * মৃত্যুপ্রহর * গুপ্তচক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র * রাত্রি অন্ধকার * জাল * অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা * ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দূত * এখনো ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই? * বিপদজনক * রক্তের রঙ * অদৃশ্য শত্রু * পিশাচদ্বীপ * বিদেশী গুপ্তচর * ব্ল্যাক স্পাইডার * গুপ্তহত্যা * তিন শত্রু * অকস্মাৎ সীমান্ত * সতর্ক শয়তান * নীলছবি * প্রবেশ নিষেধ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ * লাল পাহাড় * হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা * হংকং সম্রাট * কুউউ! * বিদায়, রানা * প্রতিদ্বন্দ্বী * আক্রমণ * গ্রাস * স্বর্ণতরী * পপি * জিপসী * আমিই রানা * সেই উ সেন * হ্যালো, সোহানা * হাইজ্যাক * আই লাভ ইউ, ম্যান * সাগর কন্যা * পালাবে কোথায় * টার্গেট নাইন * বিষ নিঃশ্বাস * প্রেতাত্মা * বন্দী গগল * জিম্মি * তুষার যাত্রা * স্বর্ণ সংকট * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা * নিরাপদ কারাগার * স্বর্গরাজ্য * উদ্ধার * হামলা * প্রতিশোধ * মেজর রাহাত * লেনিনগ্রাদ * অ্যামবুশ * আরেক বারমুডা * বেনামী বন্দর * নকল রানা * রিপোর্টার * মরুযাত্রা * বন্ধু * সংকেত * স্পর্ধা * চ্যালেঞ্জ * শত্রুপক্ষ * চারিদিকে শত্রু * অগ্নিপুরুষ * অন্ধকারে চিতা * মরণকামড় * মরণখেলা * অপহরণ * আবার সেই দুঃস্বপ্ন * বিপর্যয় * শান্তিদূত * শ্বেত সন্ত্রাস * ছদ্মবেশী * কালপ্রিট * মৃত্যু আলিঙ্গন * সময়সীমা মধ্যরাত * আবার উ সেন * বুমেরাং * কে কেন কিভাবে * মুক্ত বিহঙ্গ * কুচক্র * হাই সাপ্রিমো

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৯০
রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শরাফত খান
মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
Masud Rana-168
ONUPROBESH-1
By Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর-সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

সেবা প্রকাশনী

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে কিংবা উল্টোপাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতরে আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন। —প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।—লেখক।

এক

লাল আলো জ্বেলে একেবারে শেষ মুহূর্তে সংকেত দিলো মাসুদ রানা, অকস্মাৎ সজোরে ব্রেক কষলো, ই-ফাইভ মোটরওয়ে থেকে সর্বশেষ নির্গমন পথে নামিয়ে আনলো প্রকাণ্ড গাড়িটাকে। ব্রাসেলস-এর খানিক উত্তরে রয়েছে ও, রাস্তা বদলের অন্যতম কারণ রাজধানীসহ বড় শহরগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া। কিছু না, স্রেফ একটু সতর্কতা অবলম্বন।

মাঝরাতের আগে স্ট্রাসবর্গ-এ পৌঁছুতে হলে ব্রাসেলসকে বেড় দিয়ে রাখা রিঙ রোডেই থাকা উচিত ছিলো রানার, তারপর বেলজিয়ান এন-ফোর ধরে যেতে পারতো দক্ষিণে। তবে, এমনকি ছুটির সময়ও, রানা জানে, সতর্ক বা দূরদর্শী হওয়ার প্রয়োজন আছে। ঘুরপথ ধরায় অচিরেই জানা যাবে কেউ পিছু নিয়েছে কিনা, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ই-ফরটি অর্থাৎ সোজা পথে উঠতে পারবে ও।

ইদানীং বি. সি. আই. হেডকোয়ার্টার থেকে সব এজেন্ট ও অফিসারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'প্রতি মুহূর্তে সজাগ ও সতর্ক

থাকতে হবে, এমনকি ডিউটির পরও, বিশেষ করে ছুটির ও বিদেশ ভ্রমণের সময়।'

লণ্ডন থেকে রওনা হয়েছে রানা। সকালের ফেরি ধরে পৌঁচেছে অসটেণ্ড-এ। যথাসময়ে নয়, এক ঘণ্টা দেরি করেছে ফেরি। অর্ধেক পথ এসে থেমে গেল জাহাজ, পানিতে একটা বোট নামানো হলো। বেশ খানিকটা পিছনে চওড়া বৃত্ত রচনা করে কি যেন খুঁজলো ওরা। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর ফিরে এলো বোট, জাহাজ আবার রওনা হবার সময় মাথার ওপর চলে এলো একটা হেলিকপ্টার। খানিক পর গোটা জাহাজে ছড়িয়ে পড়লো খবরটা। জাহাজ থেকে পানিতে পড়ে গেছে দু'জন লোক। যতোদূর জানা গেল, একজন-কেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

'দু'জন তরুণ আরোহী,' বারম্যান বললো। 'বাতাসে ডানা মেলার খেসারত দিতে হয়েছে। কি উদ্ধার করবে? প্রপেলারের গায়ে লাগলে আস্ত থাকে কিছু?'

কাস্টমসের ঝামেলা সারার পর সরু একটা গলির ভেতর এক-বারই থেমেছে রানা। বেণ্টলি মুলসেন টার্বো চালাচ্ছে ও। ড্যাশ-বোর্ডের গোপন খুপরি থেকে নাইন-এমএম এ-এস-পি অটোমেটিক আর স্পেয়ার অ্যামুনিশন ক্লিপ বের করলো, চেক করার পর রেখে দিলো আবার। একই খুপরি থেকে হাতে চলে এলো কনসিলেবল অপারেশনস ব্যাটন। নরম লেদার হোলস্টারে শুয়ে আছে নিরীহ-দর্শন একটা খাটো ছড়ি। গোপন কমপার্টমেণ্ট বন্ধ করার পর কোমরের বেল্ট ঢিল করলো রানা, জায়গামতো হোলস্টারটা বাঁধার পর ব্যাটনটা ঝুলে থাকলো ওর ডান নিতম্বের ওপর।

ব্যাটনটা কালো, লম্বায় পনেরো সেন্টিমিটারের বেশি নয়। ব্যবহার করতে জানলে অস্ত্র হিসেবে ওটা ভয়ংকর।

স্ট্রাসবর্গের পথে রয়েছে রানা, সিটের ওপর নড়েচড়ে বসতে গিয়ে কঠিন ব্যাটনের শক্ত স্পর্শ অনুভব করলো নিতম্বে—ভারি স্বস্তি-কর। গাড়ির গতি কমিয়ে চল্লিশ কিলোমিটারে নামিয়ে আনলো ও। প্রতিটি বাঁক ও মোড় ঘোরার সময় রিয়ার ভিউ মিররে সতর্ক নজর। ঘোরা শেষ করামাত্র প্রতিবার আরো কমিয়ে আনলো গতি। আধ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চিত হলো, কেউ ওকে অনুসরণ করছে না।

ব্যাপারটা কি? নিজেকেই প্রশ্ন করলো রানা। সাধারণত যতোটা সতর্ক থাকে, আজ যেন তার চেয়ে বেশি সতর্ক ও। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিপ-দের কোনো আভাস পেয়েছে? নাকি দু'দিন আগে বস্ রাহাত খানের অদ্ভুত আচরণটাই দায়ী? বুড়ো কি যেন একটা চেপে গেছে, ভাবলো রানা। এর আগেও তিনি ওর সাথে রহস্য করেছেন, কিন্তু এ-ধরনের রহস্যের সাথে রানা পরিচিত নয়। আচরণটাকে কৌতুক বলে মনে হলেও, আসলে যে তা নয়, তা বোঝা গেছে তাঁর চোখের দৃষ্টিতে। বসের চোখে এ-ধরনের অদ্ভুত দৃষ্টি আগে কখনো দেখেনি রানা। সব কথা আবার মনে পড়ে গেল ওর।

সহজ, ছোটো কোনো অপারেশন নয়। জটিল তো বটেই, আবার জরুরীও, দেরি করলে ব্রেন-এর ক্ষতি হতে পারে। গোপনীয়তার কারণে যার অপারেশন তাকেও বিশদ কিছু জানতে দেয়া হয়নি। শুধু বলা হয়েছে ঘাড়ের কাছে, শরীরের ভেতর দিকে কোথাও থেকে একটা টিউমার সরাতে হবে. তা না হলে মস্তিষ্কে রক্ত

সরবরাহ প্রক্রিয়ায় হঠাৎ ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। বড় কোনো অপারেশন করাবার আগে বি. সি. আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের অনুমতি দরকার হয়। কাজেই লণ্ডন থেকে ঢাকার সাথে যোগাযোগ করেছিল রানা।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স একটি এসপিওনাজ সংস্থা, মাতৃভূমির স্বার্থবিরোধী যে-কোনো ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্যে পাল্টা আঘাত হানার গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে ওরা। সংস্থার দুর্ধর্ষ এজেন্টদের মধ্যে মাসুদ রানা একজন। রোমাঞ্চপ্রিয় এই চির-তরুণের মনে রয়েছে শেখার প্রবল আগ্রহ, মাথায় রয়েছে ক্ষুরধার বুদ্ধি, বুকে রয়েছে দুর্দান্ত সাহস। রক্তমাংসের সাধারণ বাঙালী, কিন্তু নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, দেশপ্রেম ও ত্যাগ অজেয় বীরের মহিমা দান করেছে তাকে। সঙ্গত কারণেই রানা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির ডিরেক্টর হতে হয়েছে ওকে। নুমায় রয়েছে অনারারী প্রজেক্ট ডিরেক্ট-রের পদ। ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশনের একজন কমাণ্ডার ও। মাঝে-মধ্যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজ জগতেও বিচরণ করতে হয় ওকে। একদল অফিসারের বেঈমানী ফাঁস হয়ে যাবার পর আক্ষরিক অর্থেই ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস অচল হয়ে পড়ে, ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে বি. সি. আই. তথা রানা এজেন্সি, তথা মাসুদ রানাকে ওদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দিতে হয়। এছাড়াও, আরো অনেক সংগঠন ও সংস্থার সাথে জড়িত রানা। ঠেকায়-বেঠেকায় কে. জি. বি. ও সি. আই. এ.-কেও সাহায্যের আশায় বি. সি. আই. বা রানা এজেন্সির অফিসে ধরনা দিতে হয়।

ঢাকা থেকে অনুমতি পাওয়া গেল, কালবিলম্ব না করে অপারেশন

করাও। সেই সাথে বি. সি. আই.-এর নিজস্ব ক্লিনিকে ফোন করে ডিরেক্টরকে নির্দেশ দিলেন রাহাত খান, 'বিশ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে হবে রানাকে।'

ক্লিনিকের ডিরেক্টর, প্রফেসর আশরাফুল হক, পাল্টা প্রস্তাব দিলেন, 'তু'বার অপারেশন করার দরকার হতে পারে, কাজেই দেড়মাসের মধ্যেও ওকে সুস্থ করে তুলতে পারবো বলে মনে হয় না। তবে, নতুন একটা ওষুধ বেরিয়েছে, ইঞ্জেকশন ; সেটা যদি ব্যবহার করি, পনেরো দিনের মধ্যে সেরে উঠবে রানা। তবে সে-ক্ষেত্রে, সাইড এফেক্টের কথা ভাবতে হবে।'

'কি ধরনের সাইড এফেক্ট?' জানতে চাইলেন রাহাত খান।

'রোগীর মাথা ঠিকমতো কাজ করবে না। মানে, খানিকটা ভোঁতা হয়ে যাবে বুদ্ধিসুদ্ধি। অবশ্য একমাস পর আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কেউ কেউ বাইশ-তেইশ দিনের মাথায় ওষুধের প্রভাব কাটিয়ে ওঠে, নির্ভর করে রোগীর শারীরিক ও মানসিক শক্তির ওপর।'

ঘোর আপত্তি জানালো রানা। অসহায় থাকতে রাজি নয় সে, এমনকি একদিনের জন্যেও নয়। কিন্তু ওর আপত্তি বাতিল হয়ে গেল ওপরঅলার নির্দেশে। শেষ অপারেশনটা মার্চের এক তারিখে সম্পন্ন হলো, সফল অপারেশন। একই তারিখে ইঞ্জেকশনটা দেয়া হলো ওকে। তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলো না রানা, শুধু মাথাটা একটু ভার হয়ে থাকে, কোনো বিষয় নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবতে গেলে কপালের তু'পাশ ব্যথা করে। কিন্তু বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যাবার কোনো লক্ষণ টের পেলো না। প্রশ্নের উত্তরে মৃতু হেসে প্রফেসর

আশরাফুল হক বললেন, 'যখন বুদ্ধির খুব দরকার হবে, তখন হয়তো টের পাবে।'

ক্লিনিকে শুয়ে-বসে দিন কাটছে রানার, দেখতে দেখতে দু'হপ্তা পেরিয়ে গেল। হঠাৎ একজন নার্সের কাছে শুনলো রানা, রাহাত খান নাকি দু'দিন হলো লণ্ডনে রয়েছেন। শুধু যে অবাক হলো তাই নয়, অভিমানও হলো রানার। বসের সাথে প্রায় সার্বক্ষণিক যোগাযোগ সব সময়ই আছে ওর, তিনি ওকে কিছু না জানিয়ে লণ্ডনে চলে এলেন। আসার পর দু'দিন কেটে গেছে অথচ ওকে একবার দেখার জন্যে ক্লিনিকে আসতে পারলেন না।

তিন দিনের দিন রানাকে দেখতে এলেন রাহাত খান, সাথে ক্লিনিকের ডিরেক্টর আশরাফুল হক। রানার বিছানার পাশে বসে প্রথমেই তিনি একটা প্রশ্ন করলেন, 'ইঞ্জেকশনটা গতকাল দেয়া হয়েছে তোমাকে, তাই না? ওষুধের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে একমাস, প্রফেসর?' শেষ প্রশ্নটা ডাক্তার বন্ধুকে করলেন।

প্রফেসর কিছু বলার আগেই রানা ভুলটা ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো, 'না, স্যার। কাল নয়। ইঞ্জেকশনটা আমাকে দেয়া হয়েছে এক তারিখে, চোদ্দ দিন আগে।'

মুহূর্তে ব্যাঘ্রমূর্তি ধারণ করলেন রাহাত খান। 'তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো?' কড়া ধমক লাগালেন রানাকে। 'সত্যি দেখছি ভোঁতা হয়ে গেছো তুমি। হক, তুমি কি বলো, আমার কথাই ঠিক তো? ইঞ্জেকশনটা কাল দেয়া হয়েছে রানাকে, মার্চ মাসের চোদ্দ তারিখে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' শান্তভাবে, রানার চোখে চোখ রেখে সায় দিলেন আশ-

রাফুল হক। 'গতকাল।'

বিছানার ওপর উঠে বসতে যাচ্ছিলো রানা, বস্ ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছেন দেখে আবার শুয়ে পড়লো। ওকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রাহাত খান, ডিরেক্টরকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকলো রানা। মাথার ভেতর তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সব। একবার এমনকি নিজের ওপরও সন্দেহ হলো, সত্যি কাল ওকে ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে? মাথাটা ঠিকমতো কাজ করছে না বলে ভুলে গেছে? হেসে উঠলো রানা, তা সম্ভব নয়। দিবালোকের মতো পরিষ্কার ব্যাপার, এক তারিখে ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে ওকে। ধীরে ধীরে মুছে গেল মুখের হাসি। রহস্যটা কি? রাহাত খান একা নন, যিনি ইঞ্জেকশন দিয়েছেন তিনিও বলছেন কাল দেয়া হয়েছে।

শারীরিক সুস্থতা ফিরে পেয়েছে রানা, কাজেই পরদিন বস্ ওকে দেখতে আসার সাথে সাথে ছুটি চেয়ে বসলো ও।

'এমন নাজুক সময়ে ছুটি চাইছো, রানা,' অসন্তুষ্ট হলেন বস্, তবে বিশেষ গুরুত্ব দিলো না রানা। ছুটি চাইলেই তিনি বিরূপ হয়ে ওঠেন, জানে ও।

'অপারেশনের আগেই আপনাকে বলেছিলাম, স্যার। আপনি রাজিও হয়েছিলেন। তাছাড়া, এক মাসের ছুটি আমার পাওনাও হয়েছে।' এক নিঃশ্বাসে এতো কথা বসের সাথে বলে না রানা, আজ বলতে পারলো রেগে আছে বলে। কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই ওর সাথে রহস্যময় আচরণ করা হয়েছে কাল।

'হুম।' গম্ভীর আওয়াজ করলেন রাহাত খান। 'তোমার সেক্রে-টারী শায়লাও ছুটি নিয়েছে। তার নাকি অনেকদিনের ইচ্ছে ইউ-রোপটা একবার ঘুরে দেখবে। তুমি নিশ্চয়ই ?'

'শায়লার সাথে কোথাও যাচ্ছি কিনা, স্যার ? জী না…।'

'সম্ভবত জ্যামাইকায় যাচ্ছো, তাই না ? নাকি ক্যারিবিয়ানের কোনো দ্বীপে… ?'

'না, স্যার। প্রথমে রোমে যাবো। তারপর কয়েকটা দিন রিভেই-রা ডেই ফিয়োরি-তে কাটিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে অস্ট্রিয়া, রাঙার মাকে আনার জন্যে। বুড়িকে ঢাকায় পৌঁছে দিয়ে…।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' চেহারায় অসন্তোষ আর অনীহার ভাব নিয়ে মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'ভালো কথা, লণ্ডন অফিসে তোমার প্রোগ্রাম সম্পর্কে ডিটেইলস জানিয়ে যেয়ো। কেউ বলতে পারে না কখন তোমাকে আবার দরকার হয়।'

'আজ সকালেই সব জানিয়ে দিয়েছি, স্যার।'

'টেক কেয়ার, এম. আর. নাইন,' অনেক দিন পর রানার কোড নাম্বার উচ্চারণ করলেন রাহাত খান। 'টেক স্পেশাল কেয়ার। কন্টিনেণ্ট ইদানীং ভিলেনদের স্বর্গে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া, বুঝ-তেই পারছো, তোমার শত্রুর অভাব নেই, মাথাও ঠিকমতো কাজ করছে না।' বসের চোখে তীক্ষ্ণ, ইস্পাতের মতো কঠিন দৃষ্টি। তাজ্জব বনে গেল রানা। কোনো সন্দেহ নেই, কিছু একটা গোপন করা হচ্ছে। আজও রানাকে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হলো না। অকস্মাৎ বিদায় নিলেন রাহাত খান, কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার আগে শুধু বললেন, 'আশা করি রাঙার মা ইতিমধ্যে সুস্থ

হয়ে উঠেছে।'

এই মুহূর্তে, রানার ব্যক্তিগত আকাশে রাঙার মা ছাড়া আর কোনো কালো মেঘ নেই। দেশ-বিদেশে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে রানা, কোনো পিছুটান নেই, ভীষণভাবে নিঃসঙ্গ, শুধু রাঙার মা'র কথা মনে পড়লে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো উপলব্ধি করতে পারে ও, ওর-ও একটা ঠিকানা আছে। এই বৃদ্ধা ওর জীবনের সাথে কখন যে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে পড়েছে, আজ আর ভালো করে স্মরণ করতে পারে না রানা। বুড়ির নাম কি, যশোরের কোন্ এলাকায় বাড়ি, সেখানে ওর আপনজন কে কোথায় কি করছে ভুলে গেছে রানা। আজ অনেকদিন হলো দেশে যায় না রাঙার মা। প্রশ্নের উত্তরে হেসে উত্তর দেয়, 'সবাই ভালো আছে, আব্বা। ওদের নিয়ে ভাবি নাকো। সব ছেড়েছুড়ে দে চলে এয়েছি, মাথার ওপরে তিনি আছেন, আমার আব্বার জন্যি তাঁর কাছে দোয়া চেয়ে বাকি ক'টা দিন কেটে যাবে।'

মোখলেস যখন বেঁচে ছিলো, ঠাট্টা করে বলতো, 'রানার মা।' রানা কোন অ্যাসাইনমেন্টে বেরুলেই রাঙার মা'র প্রথম কাজ, বাস ধরে মীরপুরের মাজারে ছোটা। বুড়ির অটুট বিশ্বাস, মাজারে মানত করলে দুনিয়ার কোনো শক্তি নেই তার আব্বার কোনো ক্ষতি করতে পারে।

সেই রাঙার মা গত শীতে দু'দু'বার ব্রংকাইটিসের আক্রমণে বিছানা নিলো। দ্বিতীয় আক্রমণের পর বি. সি. আই.-এর একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখালো রানা। রাঙার মা যেতে চায়নি, তার

ধারণা রানা বিয়ে করে ঘরে বউ না আনা পর্যন্ত মরবে না সে। জোরজার করে রানা নিজেই ডাক্তারের ক্লিনিকে নিয়ে এলো তাকে। এক হপ্তার জন্যে ভর্তি করা হলো ক্লিনিকে। বিদেশে কাজ ছিলো, সব বাতিল করে দিয়ে ঢাকায় থাকতে হলো রানাকে। বারবার টেস্ট করার পর একই ফলাফল পাওয়া গেল, সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। রাঙার মা'র বাম ফুসফুসটার সিরিয়াস ক্ষতি হয়েছে, প্রচুর সম্ভাবনা আছে রোগটা আরো ছড়াতে পারে। কয়েকজন ডাক্তার একমত হয়ে জানালেন, ফুসফুসটা যদি সরানো না হয়, তারপর অন্তত তিনমাস যদি বিশ্রাম না পায়, আর এক বছরও বাঁচবে না রাঙার মা। তাঁরা পরামর্শ দিলেন, অপারেশনটা লণ্ডনের কোনো ভালো ক্লিনিকে হওয়া উচিত।

রানার ব্যাংক ব্যালান্স প্রায় খালি হয়ে গেল। খরচের কথা ভেবে কোনো রকম ইতস্তত করেনি ও। ধার-কর্জ করতে হয়নি, তাতেই খুশি। সবচেয়ে দক্ষ সার্জেনকে দিয়ে অপারেশন করিয়েছে, অপারেশন সফল হবার পর শুশ্রূষা ও বিশ্রাম পাবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে সালজবার্গ-এর পাহাড়ী দক্ষিণে, গুডবাই ক্লিনিকে। সেবা ও শুশ্রূষার জন্যে গোটা ইউরোপে সুখ্যাতি রয়েছে গুডবাই ক্লিনিকের। নিয়মিত টেলিফোন করে রাঙার মা'র খবর নেয় রানা। ওকে জানানো হয়েছে, দ্রুত সেরে উঠছে বুড়ি।

কাল সন্ধ্যায়ও টেলিফোন করেছে রানা। এই প্রথম রাঙার মা'র সাথে সরাসরি কথা হয়েছে ওর। ফোনে কথা বলা অভ্যেস নেই, রিসিভারটা উল্টো করে ধরেছিল বুড়ি, চিঁ চিঁ করছিল গলা। পাশেই ক্লিনিকের একজন ডাক্তার দাঁড়িয়ে ছিলো, রিসিভারটা সিধে করে

দেয় সে। ব্যাপারটা নিয়ে রসিকতা করার চেষ্টা করলেও, উৎসাহ দেয়নি রানা। ক্লিনিকের এবং ডাক্তার ও নার্সদের খুব প্রশংসা করেছে রাঙার মা। তবে দেশে ফেরার জন্যে অস্থির হয়ে আছে। কুঁচো চিংড়ি, লালশাক আর পান্তাভাতের জন্যে নাকি হাঁসফাঁস করছে বুকের ভেতরটা। 'কি সব খেতে দেয় এরা, আমার গা ঘিন ঘিন করে।' তারপরই কান্না। তার পিছনে আব্বার সব টাকা বোধ হয় শেষ হয়ে গেল। আব্বা ঠিকমতো নাওয়া-খাওয়া করেন তো?

ফুয়েল চেক করলো রানা। ই-ফরটি দীর্ঘ পথ, তার আগেই ট্যাংক ভরে নেয়া দরকার। আগেই নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে কেউ পিছু নেয়নি, এবার একটা পেট্রল পাম্পের সন্ধানে থাকলো। হাত ঘড়ির ওপর চোখ বুলালো একবার। সন্ধ্যা সাতটা। রাস্তায় যানবাহন খুব কম। ছোটো দুটো গ্রাম ছাড়িয়ে আসার পর একটা সাইনবোর্ড দেখলো রানা, মোটর চলার উপযোগী পথে থাকতে হলে ডান দিকে বাঁক নিতে হবে। তারপর সরল একটা বিস্তৃতি। ফাঁকা রাস্তা, একধারে নিঃসঙ্গ একটা সাইনবোর্ড দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই পাওয়া যাবে ফিলিং স্টেশন।

জায়গাটা নির্জন বলে মনে হলো। দুটো পাম্প, একটাতেও লোক নেই। খোলা দরজা, ভেতরে ছোট্ট অফিস। অফিসেও কাউকে দেখলো না রানা। একটা নোটিস টাঙানো রয়েছে, পাম্প-গুলো সেলফ-সার্ভিস নয়। কাজেই সুপার পাম্পের কাছে গিয়ে মূলসেন থামালো রানা, বন্ধ করলো এঞ্জিন। গাড়ি থেকে নামার পর, মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙছে, এমন সময় কাচ আর ইঁটের তৈরি ছোট্ট ঘরটার পিছন থেকে দ্রুত নিঃশ্বাস পতনের আও-

য়াজ ভেসে এলো। তারপর আরো একটা শব্দ হলো, কেউ যেন ধাক্কা খেলো গাড়ির গায়ে। তাড়াতাড়ি গাড়ি লক করে ঘরটার কোণ লক্ষ্য করে এগোলো রানা।

অফিসের পিছনে গ্যারেজ। গ্যারেজের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সাদা আলফা রোমিও স্প্রিন্ট। বনেটের ওপর এক মেয়েকে চেপে ধরেছে দু'জন লোক। ড্রাইভারের দরজা খোলা, মাটিতে পড়ে রয়েছে একটা সদ্য ছেঁড়া হাতব্যাগ, ভেতরের জিনিস-পত্র চারদিকে ছড়ানো।

'জলদি!' একজন লোক কর্কশ ফ্রেঞ্চ ভাষায় হিসহিস করে উঠলো। 'জলদি বল। কোথায় রেখেছিস? কিছু টাকা না থেকেই পারে না! বের কর!' সঙ্গীর মতো তারও পরনে রঙচটা জিনস, শার্ট আর স্নীকার। দু'জনেই মাঝারি আকৃতির, তবে কাঁধগুলো চওড়া, পেশীবহুল বাহু। দেখেই বুঝলো রানা, গুণ্ডা। তাদের অসহায় শিকার নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি করছে। দ্বিতীয় লোকটা তাকে মারার জন্যে ঘুসি তুললো।

'স্টপ দ্যাট!' এগিয়ে আসছে রানা, চাবুকের মতো সপাং করে উঠলো ওর কণ্ঠস্বর।

মুখ ফেরালো লোকগুলো, হতভম্ব হয়ে গেছে। পরমুহূর্তে ওদের একজনের ঠোঁটে নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠলো। 'এক ঢিলে দুই পাখি,' নরম সুরে বললো সে, মেয়েটার কাঁধ ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো, ফেলে দিলো গাড়ির কাছ থেকে খানিকটা দূরে।

রানার সামনে দাঁড়ানো লোকটার হাতে বড় একটা রেঞ্চ। রানাকে সহজ শীকার বলে ধরে নিয়েছে সে। খুব বেশি হলে বিশ-

বাইশ বছর বয়স হবে, রাস্তায় মারপিট করে এরইমধ্যে সারা মুখে অনেকগুলো কাটা দাগ সংগ্রহ করেছে। মাথায় এলোমেলো চুল, নাকটা ভাঙা। সামনের দিকে ঝুঁকে লাফ দিলো সে, নিচু করে ধরে আছে রেঞ্চটা। বিশাল একটা বানরের মতো লাফ দিলো ছোকরা, ভাবলো রানা, ডান নিতম্ব থেকে ওর হাতে চলে এলো ব্যাটনটা।

এ. এস. পি. নাইন-এমএম আর এই ব্যাটন একই কোম্পানীর তৈরি। রাবার মোড়া ছোট্ট একটা ছড়ি, দেখে বিপজ্জনক মনে হবার কোনো কারণ নেই। তবে, হোলস্টার থেকে হ্যাঁচকা টানে বের করার সময়, ডান হাতের কব্জিটা সজোরে ঝাঁকালো রানা। রাবার মোড়া হাতল থেকে স্যাৎ করে বেরিয়ে পড়লো আরো পঁচিশ সেন্টিমিটার লম্বা কঠিন ইস্পাত, শ্রুতিমধুর ধাতব শব্দ তুলে জায়গা-মতো লক হয়ে গেল সেটা।

অস্ত্রটা ভোজবাজির মতো হঠাৎ বেরিয়ে আসায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল প্রতিপক্ষ। শক্ত মুঠোয় ধরা রেঞ্চটা মাথার ওপর তুলেছে সে, আঘাত করার আগে এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো। এই সুযোগে ঝট করে বাম দিকে সরে গিয়ে ব্যাটন চালালো রানা। ভোঁতা একটা শব্দ হলো মাংস থেঁতলানোর, বাহু খামচে ধরে গুঙিয়ে উঠলো ছোকরা। হাতের রেঞ্চ ফেলে দিয়ে কুঁজো হয়ে গেল সে, কনুইয়ের ওপর ভাঙা হাড় নিয়ে নিজের ভাষায় গালমন্দ করছে রানাকে।

আবার নড়লো রানা, এবার আগের চেয়ে আস্তে মারলো, ঘাড়ের পিছনে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল প্রতিপক্ষের, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। সগর্জনে দ্বিতীয় ছোকরার দিকে ঘুরলো রানা।

কিন্তু লড়ার কোনো ইচ্ছে তার মধ্যে দেখা গেল না। রানা তার দিকে ফিরতেই ঘুরলো সে, পালানোর জন্যে ছুটলো। তবে খুব জোরে দৌড় দিতে পারলো না, কারণ ব্যাটনের ডগাটা সবেগে নেমে এলো তার বাঁ কাঁধে, সন্দেহ নেই হাড়টা ভেঙে দিয়েছে।

সঙ্গী শুধু গোঙালেও, এ আর্তনাদ করে উঠলো। দু'হাত ওপরে তুলে ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষা চাইলো সে। অসহায় একটা মেয়েকে একা পেয়ে যারা হামলা চালায় তাদের ওপর দয়া দেখাবার কোনো ইচ্ছে রানার নেই। লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো ও, ব্যাটনের ডগা দিয়ে মৃদু, মাপা খোঁচা দিলো তলপেটের ঠিক নিচে। আবার আর্ত-চিৎকার শোনা গেল, বাম কাঁধের ওপর আঘাত করে সেটা থামালো রানা। শেষ মারটাও মাপা, স্রেফ অজ্ঞান হয়ে গেল ছোকরা, আর কোনো ক্ষতি হবে না।

মেয়েটার দিকে এগোবার সময় লাথি দিয়ে রেঞ্চটা সরিয়ে দিলো রানা। ওর পৌঁছুনোর আগেই নিজেকে সামলে নিয়েছে তরুণী, গাড়ির পাশে ছড়িয়ে পড়া জিনিসগুলো তুলছে।

'কোথাও লেগেছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলো রানা, এগোবার সময় খুঁটিয়ে দেখে নিলো মেয়েটাকে। দীর্ঘ, লাল চুল। ঈল মাছের মতো শরীর, নড়াচড়ার মধ্যে ক্ষিপ্র ও পিছলে বেরিয়ে যাবার একটা ভাব। চোখের রঙ খয়েরী, চমৎকার সুন্দর মুখ।

'না। ধন্যবাদ, না।' কথার সুরে কোনো টান নেই। আরো কাছে এসে পায়ের লোফার জোড়া লক্ষ্য করলো রানা। অত্যন্ত দামী, গুইসাপের চামড়া দিয়ে তৈরি। পা দুটো লম্বা, জিনস-এ ঢাকা। গায়ে সিল্ক শার্ট। 'সময়মতো তুমি এসে পড়ায় বেঁচে গেলাম। ওরা

যে শুধু টাকা নিয়ে চলে যেতো তা মনে হয় না। তুমি কি বলো, আমাদের পুলিশ ডাকা উচিত?' মাথাটা সামান্য ঝাঁকালো সে, নিচের ঠোঁট সামনের দিকে বাড়িয়ে ফু দিয়ে চুল সরালো চোখ থেকে।

'পেট্রল নিতে এসেছিলাম।' ঘাড় ফিরিয়ে আলফা রোমিওর দিকে তাকালো রানা। 'কি ঘটেছিল?'

'বলতে পারো আমি ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি।' রানাকে অবাক করে দিয়ে হেসে উঠলো মেয়েটা। এতো তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে ওঠা একটু যেন বেমানান। 'দেরাজ খুলে শুধু হাত দিয়েছে টাকায়, আমিও এসে হাজির। অফিসে উঁকি দিলেই দেখতে পাবে, অ্যাটেনড্যাণ্ট বেহুঁশ হয়ে আছে।'

প্রশ্ন করে ঘটনার বর্ণনা আদায় করলো রানা। গাড়িটাকে আসতে দেখে অফিস থেকে বেরিয়ে আসে গুণ্ডারা, অ্যাটেনড্যাণ্টের ভূমিকায় অভিনয় শুরু করে। মেয়েটাকে জানায়, সামনের পাম্পগুলো কাজ করছে না, গাড়ি নিয়ে পিছন দিকে যেতে হবে তাকে। 'ফাঁদে পা দিই আমি,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো মেয়েটা। 'পেছনে গাড়ি থামাতেই ওরা আমাকে টেনেহিঁচড়ে নিচে নামালো।'

রানা জিজ্ঞেস করলো, 'কি করে জানলে তুমি অফিস ঘরে অজ্ঞান হয়ে আছে অ্যাটেনড্যাণ্ট?'

'ওদের কথাবার্তা শুনে। একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করছিল, খুব জোরে মারিসনি তো, অ্যাটেনড্যাণ্ট যদি মারা যায়?' রানার প্রশ্ন মেয়েটিকে অপ্রস্তুত করতে পারেনি, তার আচরণেও কোনো জড়তা নেই। লম্বা চুল ঠিকঠাক করার সময় তার হাত দুটো লক্ষ্য

করলো রানা, একটুও কাঁপছে না। 'তোমার যদি তাড়া থাকে, এখানে অপেক্ষা করার কোনো দরকার নেই। পুলিশকে আমিই ফোন করবো।'

'নির্জন জায়গা, তোমারও এখানে একা থাকা উচিত নয়,' ক্ষীণ হাসির সাথে বললো রানা। 'ভালো কথা, আমি রানা। মাসুদ রানা।'

'ভারতীয় ? নাকি অ্যারাবিয়ান ?' আবার হেসে উঠলো মেয়েটা। বিনা নোটিসে পুলকের একটা ঢেউ জাগলো রানার বুকে, হাসিটার মধ্যে জলতরঙ্গের মিষ্টি সুর। তারপর মেয়েটা একটা হাত বাড়িয়ে দিলো। 'জিনা, রোজিনা,' রানার আপাদমস্তকে তির্যক দৃষ্টি হানলো সে। 'রোজিনা টরটেলিনি।'

'বাংলাদেশী।'

শেষ পর্যন্ত পুলিশের অপেক্ষায় দু'জনেই ওরা থেকে গেল।

মাথায় আর ঘাড়ে চোট পেয়েছে পাম্প অ্যাটেনড্যাণ্ট, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠানো দরকার তাকে। যতোটুকু পারলো তার সেবা করলো রোজিনা, ফোনের রিসিভার তুলে পুলিশ স্টেশনের সাথে কথা বললো রানা। অপেক্ষার সময়টায় কথা বললো ওরা। ভদ্রভাবে যতোটুকু সম্ভব মেয়েটা সম্পর্কে আরো তথ্য পাবার চেষ্টা করলো রানা, কারণ গোটা ব্যাপারটা ওর মনে একটা খুঁতখুঁতে ভাব এনে দিয়েছে। কি কারণে ঠিক বলতে পারবে না, ওর মনে হলো কি যেন গোপন করে যাচ্ছে মেয়েটা। কিন্তু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যতো কৌশলেই প্রশ্ন করুক, প্রতিবার এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে এমন উত্তর পেলো যে নতুন কিছু জানা গেল না।

শুধু চোখের দেখায় খুব সামান্যই আঁচ করা গেল। নিজের ওপর দৃঢ় আস্থা রয়েছে মেয়েটার, যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিজে-কে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। স্বাধীনচেতা ধনীর দুলালী হতে পারে, লইয়ার বা সোসাইটি গার্ল হওয়াও বিচিত্র নয়, বিশেষ করে বয়স যখন বিশ না বত্রিশ ধরা যাচ্ছে না। তবে চেহারার চাকচিক্য আর অলংকার দেখে বোঝা যায়, আরাম আয়েশে থাকার সঙ্গতি আছে। নেপথ্য কাহিনী যা-ই হোক, মেয়েটাকে আকর্ষণীয়া বলেই মনে হলো রানার। মৃদুকণ্ঠ, মিষ্টি সুর, নড়াচড়ার মধ্যে মাপা একটা ভাব লক্ষ্য করার মতো, প্রয়োজনে নির্লিপ্ত ও গম্ভীর হতেও জানে। ট্রেনিং পাওয়া মেয়ে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো রানার। তবে কি বিষয়ে ট্রেনিং পেয়েছে, আন্দাজ করতে পারলো না।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবিষ্কার করলো রানা, অন্তত তিনটে ভাষায় কথা বলতে পারে রোজিনা টরটেলিনি। টরটেলিনি? উঁহু, কোনো-মতেই ওকে ইটালিয়ান বলে মনে হয় না। তবে টাইটেলটা ইটা-লিয়ান। তারমানে কি বিবাহিতা? নাকি বাবা ইটালিয়ান, মা ইংরেজ, মানুষ হয়েছে ইংল্যাণ্ডে? তিনটে ভাষা জানে, অর্থাৎ লেখাপড়া ভালোই শিখেছে, মাথাটাও ফেলনা নয়। আভাসে জিজ্ঞেস করে জাতীয়তা সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু জানা গেল না। তবে টাইটেলের মতো গাড়িটাও ইটালিয়ান। মাফিয়া পরিবার-গুলোর কথা মনে পড়ে গেল রানার। চর হিসেবে এ-ধরনের মেয়েকে ভাড়া করে ওরা।

সাইরেন বাজিয়ে পুলিশ হাজির হবার আগেই নিজের গাড়িতে ফিরে এলো রানা, লুকিয়ে রাখলো ব্যাটনটা—যে-কোনো দেশেই

এটা একটা অবৈধ অস্ত্র। জেরা করা হলো ওকে, একটা জবানবন্দীতে সই করতে বলা হলো। 'এবার আপনি পেট্রল নিয়ে চলে যেতে পারেন,' পুলিশ অফিসার জানালো। 'তবে চলতি মাসে কোথায় থাকবেন তার ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিয়ে যান, প্লিজ।' লণ্ডনের একটা ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিলো রানা। ঘণ্টা দেড়েক দেরি হয়ে গেল ওর।

অকুস্থল ত্যাগ করলো রানা, রোজিনা টরটেলিনিকে তখনো জেরা করা হচ্ছে। স্থান ত্যাগ করলেও, সারা মন জুড়ে অদ্ভুত একটা অস্বস্তি বোধ করলো রানা। রাহাত খানের ইস্পাত কঠিন দৃষ্টির কথা ভাবলো, মনে পড়ে গেল ফেরির ব্যাপারটা।

মাঝরাতের খানিক পর মেজ আর স্ট্রাসবর্গের মাঝখানে ই-টোয়েনটিফাইভে রয়েছে রানা। ট্যাংকটা আবার ভরে নিয়েছে ও, ফ্রেঞ্চ সীমান্তে দু'কাপ কফি খেয়েছে।

রাস্তা প্রায় খালিই বলা চলে, তাই চার কিলোমিটার দূরে থাকতেই সামনের গাড়িটার পিছনের লাল আলো দেখতে পেলো রানা। স্পীড বাড়িয়ে ওটাকে পাশ কাটালো ও। ঘণ্টায় একশো দশ কিলোমিটারে ছুটছে মুলসেন। সাদা, প্রকাণ্ড বি-এম-ডব্লিউ-র গতি ঘণ্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার, রাস্তার কিনারা ঘেঁষে যাচ্ছে।

পাশ কাটাবার আগে, অভ্যেসবশতঃ গাড়িটার নাম্বার প্লেটের ওপর চোখ বুলালো রানা। প্রথমে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাজ ডি, তারপর সংখ্যা। ডি মানে গাড়িটা জার্মান।

এক কি দেড় মিনিট পর সতর্ক হয়ে উঠলো রানা। বি-এম-ডব্লিউ স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে, সরে আসছে সেন্ট্রাল লেন-এ, তবে

যতোটা সম্ভব কাছাকাছি থাকছে মুলসেনের। দূরত্ব বারবার কমবেশি হলো, পাঁচশো মিটার থেকে একশো মিটারের মধ্যে। নিঃসন্দেহ হবার জন্যে মুলসেনের গতি বাড়িয়ে দিলো রানা।

একশো ত্রিশ। একশো চল্লিশ। তারপরও দুটো গাড়ির মাঝখানে দূরত্ব বাড়ছে না। ঘণ্টায় একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার তুললো রানা। তারপরও তিনশো মিটার পিছনে লেগে থাকলো বি-এম-ডব্লিউ।

শুরু হলো কপালের দু'পাশে বিরক্তিকর ব্যথা। প্রফেসর আশরাফুল হকের কথাটা মনে পড়ে গেল, সংকটে পড়লে টের পাবেন।

স্ট্রাসবর্গ কাছে চলে এসেছে, আর মাত্র পনেরো কিলোমিটার দূরে। এই সময় আরো একজোড়া হেডলাইট দেখতে পেলো রানা। প্রথম লেনে রয়েছে গাড়িটা, সরাসরি ওর পিছনে। ঝড়ের বেগে কাছে চলে আসছে।

মুলসেনকে একশো পঞ্চাশে ধরে রাখলো রানা। বি-এম-ডব্লিউ তিনশো কি সাড়ে তিনশো মিটার পিছনে। তৃতীয় গাড়িটা দ্রুত এগিয়ে আসছে।

মাঝখানের লেনে সরে এলো রানা, ঘন ঘন তাকাচ্ছে সামনের রাস্তা আর রিয়ার-ভিউ মিররে। আগের চেয়ে একটু পিছিয়ে পড়লো বি-এম-ডব্লিউ। ওটার পিছন থেকে রকেট গতিতে ছুটে এলো জোড়া হেডলাইট। ছোট্ট কালো গাড়িটা স্যাৎ করে পাশ কাটালো বেন্টলিকে, সামান্য ঝাঁকি খেলো সেটা। সন্দেহ নেই, একশো সত্তর কিলোমিটার স্পীডে ছুটছে কালোটা। মুলসেনের আলোয় গাড়িটার নাম্বার প্লেট মাত্র পলকের জন্যে দেখতে পেলো

রানা, শুকনো কাদা লেগে ঢাকা পড়ে আছে। মনে হলো সুইস নাম্বার। এক নিমেষে দূরে সরে গেল কালো গাড়ি, তবে রানা প্রায় নিশ্চিত যে রিয়ার প্লেটের ডান দিকে একটা টিসিনো ক্যান-টন শীল্ড দেখেছে ও। যদিও গাড়িটা কি দেখার সময় হলো না।

ওর পিছনে মাত্র কয়েক মুহূর্ত থাকলো বি-এম-ডব্লিউ। গতি কমে যাচ্ছে, পিছিয়ে পড়ছে দ্রুত। তারপর রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ ধাঁধানো লাল আগুন বিস্ফোরিত হতে দেখলো রানা, ওর ঠিক পিছনে, মাঝখানের লেনে। শক ওয়েভে ঝাঁকি খেলো বেণ্টলি মুলসেন। আয়নায় চোখ রেখে বি-এম ডব্লিউ-এর আগুন ধরা বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে হাইওয়ের ওপর নাচানাচি করতে দেখলো ও। দৃশ্যটা শ্বাসরুদ্ধকর হলেও, সামনেও একটা চোখ রেখেছে রানা। ইতিমধ্যে রহস্যময় কালো গাড়িটার টেইল লাইটও অদৃশ্য হয়েছে। রাস্তার সরল বিস্তৃতির দু'দিকে যতোদূর দৃষ্টি চলে, বেণ্টলি মুলসেনই একমাত্র সচল গাড়ি।

স্পীড কমিয়ে এনেছিল, আবার বাড়ালো রানা। রাতের এই সময়, বিশেষ করে নির্জন রাস্তায়, থামার কোনো ইচ্ছে নেই ওর। তারপর, হঠাৎ করেই উপলব্ধি করলো, আজ সারাদিন ব্যাখ্যাহীন ঘটনা-দুর্ঘটনা ওকে নার্ভাস করে তুলেছে। ওর চারপাশে একের পর এক এ-সব কি ঘটছে, ওর কোনো ধারণা নেই। নাকি বোঝার মতো যথেষ্ট সূত্র থাকলেও, মাথায় ঢুকছে না? সত্যিই কি তাহলে ভোঁতা হয়ে গেছে মাথাটা? অন্তত কপালের দু'পাশে ব্যথাটা কমেনি।

রাত একটা এগারোয় স্ট্রাসবর্গে পৌঁছুলো রানা। প্লেস সেইন্ট-

পিয়েরে-ল-জিউন-এর কাছাকাছি এসে লক্ষ্য করলো, টহলপুলিশের একটা গাড়ি ওর ফেলে আসা পথের দিকে যাচ্ছে, গতি মন্থর। হোটেল ক্রিলন-এর বাইরে থামলো রানা। একজন দারোয়ান গাড়ির দরজা খুলে দিলো, পোর্টার এগিয়ে এসে বের করে নিলো ব্যাগেজগুলো। লবিতে রিসেপশনিস্ট ছাড়া আর মাত্র দু'জন লোক বসে আছে, তিনজনই ঝিমুচ্ছে। চোখ কচলে রিসেপশনিস্ট হুঁ-হ্যাঁ করলো শুধু। সোফায় বসা লোক দু'জন সম্ভবত কারো জন্যে অপেক্ষা করছে। রানা তাদের দিকে বার দুয়েক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেও, ওর উপস্থিতি সম্পর্কে দু'জনের একজনকেও সচেতন বলে মনে হলো না। রিসেপশনিস্ট জানালো, হ্যাঁ, মঁশিয়ে রানার জন্যে একটা স্যুইট রিজার্ভ করা আছে। চাবি নিয়ে সরাসরি নিজের স্যুইটে গেল না রানা, বেরিয়ে এসে নিজেই প্রাইভেট পার্কিং-এ রেখে এলো গাড়িটা।

আবার যখন লবিতে ঢুকলো রানা, দেখলো সোফায় বসা দু'-জনের মধ্যে একজন নেই। বার-এর দরজাটা খোলা, উঁকি দিয়ে সেখানেও কাউকে দেখলো না ও। প্রৌঢ় পোর্টার ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, রানাকে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে চোখে প্রশ্ন নিয়ে সে-ও রিসেপশনিস্টের দিকে বার দুয়েক তাকালো, তবে রিসেপশনিস্ট ইতিমধ্যে আবার চোখ বুজে ঝিমাতে শুরু করেছে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছে রানা, সামনে পোর্টার। কি ভেবেছে কে জানে, ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে একবার তাকালো লোকটা। প্রশ্ন করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো রানা।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা থাকার জন্যে স্যুইটটা অসম্ভব বড় বলে মনে

হলো ওর। সিটিংরুমে ঝুড়ি ভর্তি আপেল আর আঙুর দেখে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো। ছোট্ট একটুকরো কাগজে লেখা রয়েছে, হোটেল ম্যানেজারের তরফ থেকে উপহার। সতর্ক হওয়া উচিত, নাকি খুশি, ঠিক বুঝতে পারলো না রানা। হোটেল ক্রিলনে আগে কখনো ওঠেনি ও। মোটা বখসিস পেয়ে হাসলো প্রৌঢ় পোর্টার। ফিসফিস করে বললো, 'ঘটনাটা সত্যি অদ্ভুত, মঁশিয়ে রানা।'

'তাই?' রানার মুখে নরম হাসি। 'ঠিক কি ঘটেছে?'

'আমাকে দু'বার ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক, আপনি পৌঁচেছেন কিনা,' বললো পোর্টার, 'কিন্তু আপনি আসার পর হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। যেন পালিয়ে গেলেন।'

'বোধহয় আমাকে দেখেনি।'

'হতে পারে,' তাড়াতাড়ি বললো প্রৌঢ়। 'তা হতে পারে।' চেহারায় অপ্রস্তুত ভাব নিয়ে বিদায় নিলো লোকটা।

দরজা বন্ধ করে পায়চারি শুরু করলো রানা। এটাও কি কাকতালীয় একটা ব্যাপার? বুঝতে পারছে, কাল আবার রওনা হতে হলে রাতটুকু ঘুমানো দরকার। তার আগে অবশ্য কয়েকটা কাজ সারতে হবে। প্রথম কাজ ক্লান্তি দূর করা। শাওয়ার সেরে রুমসার্ভিসকে ডেকে ভদকা দিতে বললো ও। খুব কড়া কিছু না হলে চলবে না। অন্তত কপালের ব্যথাটাকে তাড়ানো দরকার।

আবার পায়চারি শুরু করে ভাবছে রানা। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো বুড়োর ওপর। কিছু একটা ঘটছে। সবটা যদি না-ও হয়, অনেকটাই তিনি জানেন। অথচ বিন্দু-বিসর্গ কিছুই ওকে জানাননি। ওর ওপর এটা একধরনের অন্যায়। ওকে সম্পূর্ণ অন্ধ-

কারে রাখার কোনো মানে হয় না।

তিন মিনিটের মাথায় নক হলো দরজায়। এক হাতে দরজার হাতল ধরলো রানা, নাইন-এমএম ধরা অপর হাতটা থাকলো পিছনে। দরজা খুলে দেখলো, হাতে ট্রে, চোখে ঘুম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রুম-সার্ভিস। প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশংকা করছে ও, মেয়েটাকেও সন্দেহ হলো। রুম সার্ভিস এতো সুন্দরী আর অল্পবয়েসী কেন?

দরজার কাছ থেকে নড়লো না রানা, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেয়েটির প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করলো। নিচু টেবিলে ট্রে-টা নামিয়ে রেখে ঘুরলো সে। সোজা হেঁটে এসে রানার সামনে দাঁড়ালো। 'যখন যা দরকার, একটা ফোন করলেই হবে, মঁশিয়ে,' বললো সে। রানার গম্ভীর চেহারা লক্ষ্য করে হাসতে গিয়েও হাসলো না, মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

ভদকার গ্লাসটা নিয়ে বেডরুমে চলে এলো রানা। দুটো ব্রিফ-কেসের একটা খুলে ভেতর থেকে অত্যাধুনিক স্ক্র্যাম্বলিং ইকুইপমেণ্ট বের করলো, অভ্যস্ত হাতে টেলিফোনের সাথে জোড়া লাগালো সেটা। গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে ডায়াল করলো লণ্ডনে, ইউনি-ভার্সাল ট্রেড সেণ্টারের নম্বরে। বি. সি. আই.-এর লণ্ডন শাখার কাভার ওটা।

ওর কথা ধৈর্য ধরে শুনে গেল ডিউটি অফিসার। তিনটে ঘটনার কথা রিপোর্ট করলো ও। সংক্ষেপে রিপোর্ট দিতে হলো, কারণ লাইনে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে রুম-সার্ভিসকে আবার ফোন করলো রানা। সাড়া দিলো একটি

মেয়েলি কণ্ঠ। সকাল আটটায় ওর ঘুম ভাঙাতে হবে, বলে রিসিভার রেখে দিলো ও।

দিগম্বর হলো রানা। বিছানায় লম্বা হয়ে চাদরটা টেনে নিলো বুকের ওপর। সারাদিন গাড়ি চালিয়ে ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ঘুম দরকার। কিন্তু এক এক করে মনে পড়তে শুরু করলো ঘটনাগুলো। রাহাত খানের চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। তারপর অসটেণ্ড ফেরি থেকে সাগরে পড়ে নিখোঁজ হলো দু'জন লোক। চোখের সামনে ভেসে উঠলো ফিলিং স্টেশনের দৃশ্যটা, দু'জন গুণ্ডা মেয়েটাকে চেপে ধরেছে। কোনো প্রশ্নেরই স্পষ্ট উত্তর দেয়নি রোজিনা। নির্জন রাস্তায় বিস্ফোরিত হলো একটা গাড়ি। হোটেলে পা দিয়েই শুনলো ওর পৌঁছুতে দেরি হচ্ছে দেখে কেউ একজন অস্থিরতায় ভুগেছে। অথচ ওকে আসতে দেখার পর চুপিসারে কেটে পড়েছে লোকটা।

ঘুম হারাম হয়ে গেল রানার। এতোগুলো ঘটনা, কাকতালীয় হতে পারে না। অজানা একটা ভয় কুরে কুরে খেতে লাগলো ওকে।

দুই

সকালের রুটিন অনুসারে ঘেমে নেয়ে উঠলো রানা—ভি-সিটাপ করলো বিশবার, পঞ্চাশবার ওঠ-বস করলো, স্টেশনারি রানিং করলো বিশ মিনিট, হাত দিয়ে পায়ের আঙুল ছুঁলো পঞ্চাশবার।

শাওয়ার সারার আগে রুম সার্ভিসকে ডেকে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলো, পনেরো মিনিট পর পৌঁছুনো চাই। শুধু গমের আটার তৈরি দুই স্লাইস ব্রেড, সাথে মাখন, আর যদি সম্ভব হয় টিপট্রি লিটল স্কারলেট জ্যাম বা কুপার'স অক্সফোর্ড মারমালেড। দুঃখিত, মঁশিয়ে, আমাদের এখানে আপনি কুপার পাবেন না, তবে টিপট্রি আছে। ডি ব্রাই কফি পাওয়া যাবে না ধরে নিয়ে দু'একটা প্রশ্ন করলো রানা, শেষ পর্যন্ত ওদের স্পেশাল ব্লেণ্ড-এ রাজি হলো।

প্রথমে অত্যন্ত গরম, তারপর হিম শীতল পানিতে শাওয়ার সারলো রানা। রাতে ভালো ঘুম হয়নি, তবু ঝরঝরে হয়ে গেল শরীরটা। অভ্যাসের ভক্ত, সাধারণত পরিবর্তন পছন্দ করে না ও, তবে ইদানীং সাবান আর শ্যাম্পুর বদলে ডানহিল ব্লেণ্ড থারটি

ব্যবহার করছে, জিনিসটার পুরুষসুলভ গন্ধটা পছন্দ করে। তোয়ালে দিয়ে গা মোছার পর সারা শরীরে কোলন ঘষলো ভালো করে। সিল্কের ট্র্যাভেলিং হ্যাপি-কোট পরে বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে, এক মিনিট পর নক হলো দরজায়।

ব্রেকফাস্টের সাথে স্থানীয় দৈনিকটাও পৌঁছুলো। বি-এম-ডব্লিউ অর্থাৎ সেটার অবশিষ্ট জঞ্জাল সামনের পাতায় বড় করে ছাপা হয়েছে। হেডলাইনে লেখা হয়েছে: 'অপরাধী চক্রগুলোর এই অঘোষিত যুদ্ধ থামাতে হবে।' খবরটা পড়লো রানা। গত কয়েক হপ্তা ধরে গোটা ফ্রান্সে ব্যাপক বোমাবাজি শুরু হয়েছে, প্রথমে তার একটা বর্ণনা। অপরাধী চক্রের যারা খুন হয়েছে তাদের একটা তালিকা দিতেও ভুল করেনি রিপোর্টার। তারপর লিখেছে, এভাবে চলতে দিলে শান্তিপ্রিয় সাধারণ নাগরিকদের বেঁচে থাকা দুষ্কর হবে। সবশেষে কাল রাতের বিস্ফোরণ সম্পর্কে লেখা হয়েছে। তেমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িটা পিটার ব্রনসনের নামে রেজিস্ট্রি করা। ভদ্রলোক একজন জার্মান ব্যবসায়ী, ফাইবার্গ-এর বাসিন্দা।

গাড়িতে মাত্র একজনই ছিলো, ড্রাইভার। হের পিটার ব্রনসনের বাড়িতে খোঁজ নেয়া হয়েছে। ভদ্রলোক নিখোঁজ রয়েছেন। গাড়ির পুড়ে যাওয়া লাশটা সম্ভবত তাঁরই, তবে সনাক্ত করার কোনো উপায় নেই। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে। রহস্যময় কালো গাড়ি বা বেণ্টলি মুলসেন সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

দৈনিকটা পড়া শেষ করার সময় দু'কাপ কালো কফি খেলো রানা, চিনি ছাড়া। সিদ্ধান্ত নিলো, জার্মানীতে ঢোকার পর আজ

ওর ফ্রাইবার্গ শহরটাকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। আবার সীমান্ত পেরুবে ব্যাসলে। সুইটজারল্যাণ্ডে ঢোকার পর সরাসরি টিসিনো ক্যানটন-এর লেক ম্যাগিওর-এ যাবে, রাত কাটাবে লেকের সুইচ প্রান্তে ছোট্ট ট্যুরিস্ট ভিলেজে। তারপর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ইটালিতে ঢুকবে ও, অটোস্ট্রাডাস ধরে পৌছুবে রোমে।

অজয় আর সুপ্রিয়ার চেহারা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। সুখী একটা দম্পতি, ওদেরকে দেখলেই ঈর্ষা হয় রানার। যদিও শুধু অজয়ের সাথেই বন্ধুত্ব রানার, সুপ্রিয়াকে পছন্দ করলেও তার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ বা ইচ্ছে কোনোটাই হয়নি ওর। অজয়ের সাথে বন্ধুত্বটা আজকের নয়, অনেকদিনের পুরনো। ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিসের এজেণ্ট হলেও, অজয়কে বিশ্বাস করে রানা। তাছাড়া বি. সি. আই.-এর গোপন রিপোর্টেও বলা হয়েছে, অজয় মুখার্জিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়।

ধ্যেৎ, নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলো রানা। প্রিয় বন্ধু সম্পর্কে এ-ধরনের চিন্তা-ভাবনা খানিকটা অপরাধবোধের জন্ম দিলো মনে। অজয় তার বন্ধু, এটাই বড় কথা, তার সম্পর্কে কারো সার্টিফিকেট না পেলেও চলে।

অনেকদিন পর সুযোগ পাওয়া গেছে, অজয় আর সুপ্রিয়াও জেদ ধরেছে, কাজেই রোমে পৌছে ওদের বাড়িতেই উঠবে রানা। প্রসঙ্গ রোম, কাজেই মনে পড়ে গেল বি. সি. আই.-এর রোম প্রতিনিধি ছুটি নিয়ে ঢাকায় গেছে, সম্ভবত আবহাওয়া বদলের কারণে সর্দি লেগে শয্যাশায়ী।

আজকের রাস্তাটা ভালো, দুপুরের পর রওনা হলেও চলে।

আশপাশটা ঘুরে দেখা হবে, খানিক বিশ্রামও নেয়া যাবে। তবে দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো গুডবাই ক্লিনিকে ফোন করে রাঙার মা'র খবর নেয়া।

এক আর নয় ডায়াল করলো রানা, ফ্রান্স থেকে বিদেশে কল করার কোড। এরপর ডায়াল করলো ছয় আর এক, অস্ট্রিয়ান টেলিফোন সিস্টেমের সাথে সংযোগ পাবার জন্যে। সবশেষে গুডবাই ক্লিনিকের নম্বর ঘোরালো।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই লাইনে এলেন ডাঃ হ্যাগেনবাচ। 'গুড মর্নিং, মিঃ রানা। আপনি ভালো তো? বেলজিয়াম থেকে বলছেন, তাই না?'

বিনীত সুরে রানা তাকে জানালো, বেলজিয়াম নয়, ফ্রান্সে রয়েছে ও, কাল থাকবে সুইটজারল্যাণ্ডে, পরদিন ইটালিতে। বলার পর বুঝলো, এতো কথা না বললেও চলতো। মাথাটা যে ঠিকমতো চলছে না, এটা কি তার একটা প্রমাণ নয়? আপনমনে হাসলো রানা।

'লোকে যেমন বলে, প্রচুর রাবার পোড়াচ্ছেন আপনি, মিঃ রানা,' রসিকতার সুরে বললেন ডাঃ হ্যাগেনবাচ। ভদ্রলোক ছোটোখাটো হলে কি হবে, তাঁর কণ্ঠস্বরটা অসম্ভব ভারি আর ভরাট, কথাও বলেন প্রায় চিৎকার করে। ক্লিনিকের ভেতর-রুমে কথা বলেন, বাইরে থেকে তাঁর গলা পাওয়া যায়। কৌতুক করে নার্সরা তাঁর নাম রেখেছে, লাউডস্পীকার।

রাঙার মা'র খবর জানতে চাইলো রানা।

পাল্টা প্রশ্ন করলেন ডাঃ হ্যাগেনবাচ, 'কিছু যদি মনে না করেন,

মিঃ রানা, আব্বা শব্দটার মানে কি বলবেন আমাকে ?'

'বাপ ও ছেলে দুটোই,' হাসিমুখে বললো রানা। 'কেন ?'

'আমার রোগিণী শুধু আব্বা আব্বা করেন। যদি বলি আব্বা ভালো আছেন, সুস্থ হয়ে গেছেন এই দাবি করে উনি বলেন এখুনি আমাকে দেশে পাঠিয়ে দাও। আর যদি বলি, আব্বা একটু অসুবিধের মধ্যে আছেন, চোখে পানি নিয়ে বলেন, এখুনি আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন ডাঃ হ্যাগেনবাচ। 'ওষুধ, পথ্য যাই বলুন, আপনিই তার সব, মিঃ রানা। এমন মেইড-সারভেন্ট গোটা পৃথিবীতে বিরল, বিলিভ মি। বাড়িয়ে বলছি না, বিরল আপনার মতো মনিবও। সত্যি পরস্পরের প্রতি আপনাদের দরদ আছে।'

'রাঙার মা'র কথা আপনারা বুঝছেন কিভাবে ?' মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো রানা। 'ইংরেজি, জার্মান কিছুই তো জানে না সে।'

'এখানে একটু রহস্য করার সুযোগ রয়েছে,' সহাস্যে বললেন ডাঃ হ্যাগেনবাচ, 'তবে তা করবো না। শুনুন তাহলে,' করবেন না বলেও রহস্যের সুরে বলে গেলেন তিনি, 'আমরা একজন অনুবাদক পেয়েছি, যিনি আমার রোগিণীর বাংলা জার্মান ভাষায় তরজমা করে শোনাচ্ছেন আমাদেরকে।'

'ও, আচ্ছা,' বলে রানা জিজ্ঞেস করলো, 'রাঙার মা'র সাথে কথা বলা যাবে, ডাঃ হ্যাগেনবাচ ?'

'এইমুহূর্তে ? দুঃখিত, না। ট্রিটমেন্ট চলছে কিনা, টেলিফোনে কথা বলতে পারবেন না। আজই, পরে এক সময়, আপনি যদি

আবার কল করেন, লাইন দেবো।'

মনে মনে একটা হিসাব করলো রানা। তারপর বললো, 'ঠিক আছে, যদি সুযোগ হয়, সুইটজারল্যাণ্ড থেকে ফোন করবো আবার।' ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার রেখে দিতে যাচ্ছিলো রানা, ডাঃ হ্যাগেনবাচ বাধা দিলেন ওকে।

'একমিনিট, প্লিজ। অনুবাদক ভদ্রমহিলার সাথে কথা বলবেন না? উনি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, মিঃ রানা। নিন, কথা বলুন।' ভদ্রলোকের চাপা হাসির আওয়াজ পেলো রানা।

ওকে অবাক করে দিয়ে অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো অতি পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর। 'স্যার, আমি শায়লা বলছি। কেমন আছেন আপনি?' শায়লা শারমিন, রানার পার্সোনাল সেক্রেটারী।

'তুমি, শায়লা? তুমি গুডবাই ক্লিনিকে কি করছো?'

'কেন,' পাল্টা প্রশ্ন করলো শায়লা, 'বস্ আপনাকে কিছু বলেননি, স্যার? আমিও তো আপনার মতো ছুটিতে আছি। আমার অনেকদিনের স্বপ্ন ইউরোপ ট্যুর করার, তাই বেরিয়ে পড়লাম। সালজবার্গে এসে ভাবলাম, এসেই যখন পড়েছি, রাঙার মা'কে একবার দেখে যাই। বুড়ি খুব ভালো আছে, স্যার। আপনি চিন্তা করবেন না।'

শায়লা খুব উত্তেজিত ও হাসিখুশি। রানা গম্ভীর ও চিন্তিত। 'বলছো ছুটিতে আছো? জিজ্ঞেস করতে পারি, ছুটি নিয়ে তুমি কোথায় যাবে না যাবে সেটা আমাকে বসের কাছ থেকে শুনতে হবে কেন? প্ল্যানটা নিশ্চয়ই অনেকদিনের পুরনো, আমি কেন জানিনি?'

'না, স্যার ! ইচ্ছেটা পুরনো, প্ল্যানটা নতুন। বলতে পারেন, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছি, তাই আপনাকে বলা হয়নি। আপনি ঢাকায় নেই, অফিসেও তেমন কাজ নেই, লম্বা এক মাসের ছুটি পেয়ে গেলাম, তাই··· ।'

খোলা লাইন, সরাসরি কোনো প্রশ্ন করা যায় না। কেউ আড়ি-পেতে শুনছে কিনা কে জানে। 'ক'দিন থাকছো সালজবার্গে ?'

'চারপাশটা ঘুরে ফিরে দেখতে যে ক'দিন লাগে।'

এড়িয়ে যাওয়া উত্তর, ভাবলো রানা। 'তারপর ? নাকি তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো হয়ে যাচ্ছে ?'

'ছি-ছি, কি যে বলেন ! নাক গলানো হবে কেন ! আসলে, স্যার, এখনো কিছু ঠিক করিনি কোথায় যাবো। সুইটজারল্যাণ্ডে যেতে পারি। রোমে তো যাবোই। স্যার, আপনার সাথে আমার দেখা হতে পারে না ?'

'তুমি একা, শায়লা ? নাকি সাথে কোনো বয়-ফ্রেণ্ড আছে ?'

'ন্‌না ! সম্পূর্ণ একা। বলতে পারেন, নিঃসঙ্গ। স্যার, আপনার সাথে··· ।'

• 'বোধ হয়, না। সম্ভবত আমার কাছ থেকে দূরে থাকাই ভালো হবে তোমার জন্যে। শায়লা, সাবধানে থেকো।' ইঙ্গিতে সতর্ক করার চেষ্টা করলো রানা।

'কেন, এ-কথা কেন বলছেন, স্যার ?'

মেয়েটা দেখছি ভারি বোকা, ভাবলো রানা। ইঙ্গিত বোঝে না। 'বলছি এই কারণে যে তোমার মতো সুন্দরী একটা মেয়ে ইউরোপিয়ান রোমিওদের চোখে পড়ে যেতে পারে।'

'আমি ভয় পাবার মেয়ে নই, স্যার। আপনি জানেন, নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় শেখা আছে আমার। শুনুন, আসল কথা-টাই বলা হয়নি। রাঙার মা আমাকে নিজের হাতে বেগুন দিয়ে শুঁটকি রান্না করে খাইয়েছে। ইস, কি যে মজা লাগলো! স্যার, ক্লিনিকে কবে আসছেন আপনি?'

এবার এড়িয়ে গেল রানা, 'ঠিক নেই।' তারপর বিপদের আভাস দেয়ার জন্যে বললো, 'রাস্তাঘাট বিশেষ সুবিধের নয়, পৌঁছুতে দেরি হয়ে যেতে পারে। তোমাদের ওদিকের সব খবর ভালো তো?'

'আমাদের···হ্যাঁ, ভালো।'

রাঙার মা'কে দেখতে গেছে বলে শায়লাকে ধন্যবাদ জানালো রানা, তারপর আরেকবার সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়ে রিসি-ভার নামিয়ে রাখলো। সালজবার্গে শায়লার আকস্মিক উপস্থিতি, বলতে চাও এটাও একটা কাকতালীয় ঘটনা? যেন নিজেকেই চ্যালেঞ্জ করলো রানা। বুড়োর অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকানোর সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই?

মাথা ঘামিয়ে কোনো ফায়দা হচ্ছে না বুঝতে পেরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সব ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো রানা। ব্রিফকেস গুছিয়ে রেখেছে ও। খোলা জানালা পথে উজ্জ্বল, মিষ্টি রোদ ঢুকছে কাম-রায়। চারপাশটা একবার ঘুরে দেখে নিলে মন্দ হয় না, ভাবলো ও। গাড়িটাও চেক করা দরকার। তারপর এক কাপ কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়বে। লবিতে নামার সময় উপলব্ধি করলো রানা, ছুটিটা কি রকম দরকার ছিলো ওর। সারাটা বছর শরীরের ওপর দিয়ে

সাংঘাতিক ধকল গেছে। তারপর অপারেশন। তবে সিদ্ধান্তটা সঠিক হয়েছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছে না এখনো, ঢাকা থেকে অল্প দূরে কোথাও ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় কোনো গ্রামে গেলেই হয়তো ভালো করতো।

লবিতে নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করলো ওর। পরিচিত লাগলো একটা মুখ, চোখের কোণে ধরা পড়েছে। সময়মতো নিজেকে সামলে নিতে পারলো রানা, আচরণে কোনো পরিবর্তন ঘটলো না। লবির মাঝখান দিয়ে এগোলো ও। লবির ভেতর পাশাপাশি কয়েকটা দোকান, কাঁচ ঘেরা জানালার সামনে দাঁড়ালো। রিসেপশন ডেস্কের কাছাকাছি বসা লোকটার প্রতিচ্ছবি পরিষ্কার দেখতে পেলো।

রানাকেও সে দেখেছে কিনা ভাব দেখে বোঝা গেল না। সোফার ওপর বসে আছে, চোখের সামনে মেলে ধরা গতকালের হেরাল্ড ট্রিবিউন। লোকটা বেঁটে, টেনেটুনে চার ফুট দু'ইঞ্চি হতে পারে। অত্যন্ত দামী, নিখুঁতভাবে কাটা স্যুট পরে আছে সে। দুনিয়ার প্রায় সব খাটো লোকদের চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ছাপ থাকে, এর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বেঁটে লোকদের প্রতি এক ধরনের সমীহ আছে রানার, সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করে। সাধারণত বুদ্ধিমান এবং একরোখা হয় ওরা, কেউ কেউ নির্দয়। অনেককেই রানা দেখেছে, নিজেদের উপস্থিতি ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্যেই যেন বেঁচে আছে।

জানালার কাঁচে লোকটাকে দেখে পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হলো রানা। দোকানের সামনে থেকে সরে এলো ও। সরু মুখটা শকুন-

সুলভ, চোখে হিংস্র জানোয়ারের চঞ্চল দৃষ্টি। কিন্তু, ভাবলো রানা, দা র‍্যাট ওরফে আলডো বেলি স্ট্রাসবর্গে কি করছে?

বছর কয়েক আগে ছড়ানো একটা গুজবের কথা মনে পড়ে গেল রানার। আমেরিকান সরকারী এজেন্সির মিথ্যে পরিচয় দিয়ে কে. জি. বি. একবার নাকি আলডো বেলিকে ব্যবহার করেছিল নিউ ইয়র্কে।

আণ্ডারগ্রাউণ্ডে তার পরিচয় দা র‍্যাট, এনফোর্সার। এনফোর্সার মানে কিলার, খুনী। ভাড়াটে তো বটেই, তবে শুধুমাত্র নিউ ইয়র্কের একটা মাফিয়া পরিবারের হয়ে ভাড়া খাটে। দুনিয়ার প্রায় সব ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি ও পুলিশ হেডকোয়ার্টারে তার ফটো আর রেকর্ড আছে। এ-ধরনের মুখ চিনে রাখা রানার পেশার একটা অংশ, যদিও যতোটা না এসপিওনাজ জগতে তারচেয়ে বেশি ক্রাইম জগতেই বিচরণ করে আলডো বেলি। কুখ্যাত এই খুনীটার স্ট্রাসবর্গে উপস্থিতিও কি আরেকটা দৈব-দুর্ঘটনা?

লবি থেকে বেরিয়ে পিছন দিকে একবারও তাকালো না, পার্কিং এরিয়ায় চলে এলো রানা। খুঁটিয়ে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চেক করলো বেণ্টলি মুলসেন। ডিউটিরত লোকটাকে বললো, আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়িটা নিতে আসবে ও। হোটেলের কোনো লোক যেন ওটা না সরায়। সত্যি কথা বলতে কি, হোটেল স্টাফদের মধ্যে ওকে নিয়ে বিরূপ গুঞ্জন উঠেছে। গাড়ির চাবি ডেস্কে রেখে যেতে রাজি হয়নি ও।

হোটেল থেকে বেরুবার সময় কুৎসিতদর্শন কালো গাড়িটা রানার চোখ এড়ালো না। হোটেলের সামনে পার্ক করা হয়েছে, ভেতরে

বা আশপাশে কাউকে দেখা গেল না। তিন নম্বর সিরিজের পোর্শে নাইন-ওয়ান-ওয়ান টার্বো। পিছনের প্লেটে শুকনো কাদা থাকলেও, টিসিনো ক্যানটন ডিস্ক পরিষ্কার দেখা গেল। বি-এম-ডব্লিউ বিস্ফোরিত হবার সামান্য আগে মোটরওয়েতে যে-ই ওকে ওভার-টেক করে থাকুক, লোকটা এখন হোটেল ক্রিলনে রয়েছে। স্ট্রাস-বর্গ ত্যাগ করার সময় হয়েছে, উপলব্ধি করলো রানা। ভীতিকর ছোট্ট কালো মেঘটা আকারে আরো একটু বড় হয়েছে।

হোটেলে ফিরে এসে লবিতে আলডো বেলিকে দেখলো না রানা। কাল রাতে সোফায় বসে থাকা লোকটার সাথে কি কোনো সম্পর্ক আছে বেলির? কারো ওপর নজর রাখার জন্যে একাধিক লোক দরকার হয়।

নিজের স্যুইটে ফিরে এসে লণ্ডনে, ইউনিভার্সাল ট্রেড সেণ্টারে আবার ফোন করলো রানা, এবারও স্ক্র্যাম্বলার ইকুইপমেণ্ট ব্যবহার করলো। এমনকি ছুটির সময়ও, দা র‍্যাটের মতো কুখ্যাত একজন খুনীর উপস্থিতি রিপোর্ট করা ওর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বিশেষ করে, নিজের বিচরণক্ষেত্র ছেড়ে হায়েনাটা যখন এতো দূরে চলে এসেছে।

বিশ মিনিট পর। ছুটছে বেণ্টলি। হুইল ধরে বসে আছে রানা। জার্মান সীমান্তের দিকে যাচ্ছে ও। রাস্তায় অনেক গাড়ি, কেউ পিছু নিয়েছে কিনা বোঝা গেল না। সীমান্ত পেরুলো ও, কিছুই ঘটলো না। ফ্রাইবার্গের কিনারা ঘেঁষে ছুটলো গাড়ি। ওর সাথেই আরো তিনটে গাড়ি সীমান্ত পেরিয়ে জার্মানীতে ঢুকেছে। সবচেয়ে কাছে, ওর পাঁচশো মিটার পিছনে, একটা জাপানী গাড়ি। চালাচ্ছে এক

বৃদ্ধা। তারপর একটা আমেরিকান গাড়ি. সীমান্তে অপেক্ষা করার সময় আরোহীদের দেখেছে রানা, প্রৌঢ় এক মার্কিন দম্পতি। একেবারে পিছনে রয়েছে একটা ফরাসী গাড়ি, সিত্রোঁ। কে চালাচ্ছে, ক'জন আরোহী, রানার কোনো ধারণা নেই।

বিকেলে আবার সীমান্ত পেরুলো রানা, ব্যাসল-এ। ইতিমধ্যে পিছনের তিনটে গাড়িই অদৃশ্য হয়েছে। তবে নতুন আরো ক'টা গাড়ি রয়েছে সামনে ও পিছনে। কেউ ওর ওপর নজর রাখছে কিনা, বলা কঠিন।

আরো কয়েক ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে সেণ্ট গটহার্ড পাস পেরুবার জন্যে কার ট্রেনে চড়লো রানা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, লোকার্নো-র রাস্তা ধরে লেকের ধারে পৌঁছে গেল বেণ্টলি। এরপর আস-কোনা পেরিয়ে এলো রানা। পেশাদার ও সৌখিন, দু'দল শিল্পীর জন্যেই আসকোনা স্বর্গবিশেষ। তারপর ছোট্ট কিন্তু অপরূপ সুন্দর একটা গ্রাম, ব্রিসাগো।

পাহাড়গুলোর গায়ে সবুজ ঘাস যেন মখমলের মতো, রোদ লেগে ঝলমল করছে। একজোড়া পাহাড়ের মাঝখানে যথেষ্ট ফাঁকা সমতলভূমি, একটা পাহাড়ও খুব বেশি খাড়া নয়, যদিও কোনো কোনোটা এতো উঁচু যে মনে হয় আকাশ ছুঁয়েছে। পাহাড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকে সুইস গ্রাম। ছোট্ট জলাশয়, তারই পাশে রঙচঙে ঘর-বাড়ি, যেন পটে আঁকা ছবি। যতোই দক্ষিণে গেল রানা, অদ্ভুত এক পুলকে দেহ-মন ছেয়ে গেল ওর, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভুলিয়ে দিলো সমস্ত উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা। কাল ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো কেমন যেন তাৎপর্য হারিয়ে ফেললো, আজ স্ট্রাসবর্গে দেখা মাফিয়া

পরিবারের ভাড়াটে খুনীটাকে মনে হলো অতীত স্মৃতি।

তবে, লেক ম্যাগিওর-এর দিকে যতোই এগোলো রানা, ওর মনে হতে লাগলো একটা মেয়ে, তার নাম রোজিনা টরটেলিনি, মাত্রা ছাড়ানো আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়ে ওর অহমিকায় খোঁচা দিয়ে গেছে। অন্যায় আশা কিনা জানে না, কিন্তু ওর ব্যক্তিত্ব মেয়েটাকে মোটেও আকৃষ্ট করতে পারেনি বলে মনের কোণে একটা ক্ষোভ অনুভব করলো ও। একটা মেয়ে এতো নির্লিপ্ত হয় কি করে? গুণ্ডাদের হাত থেকে তাকে বাঁচালো রানা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে তার বাধলো কোথায়? রোজিনা হেসেছে বটে, ধন্যবাদও দিয়েছে, কিন্তু সে-সব অন্য প্রসঙ্গে।

লেকের ধারে লাল আর খয়েরী রঙের ছাদ নিয়ে বাড়ি-ঘর দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে আসতে আপনমনে হেসে উঠলো রানা। মনের বিষণ্ণ ভাবটুকু আবার মুছে গেল নিঃশেষে। মন আর মেজাজের এই ঘন ঘন পরিবর্তন লক্ষ্য করলো রানা, তবে উদ্বিগ্ন হলো না। নতুন ওষুধের সাইড এফেক্ট কতো রকমই তো হতে পারে।

স্টেরিও প্লেয়ারে একটা কমপ্যাক্ট ডিস্ক ঢোকালো রানা। প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাথে প্রিয় গানের সুর আনন্দিত করে তুললো ওকে। ও জানে, আনন্দময় মুহূর্তগুলোই জীবনের সঞ্চয়, বাকি সব অর্থহীন জঞ্জাল।

এই দেশটায় ওর প্রিয় অংশগুলো ছড়িয়ে আছে জেনেভার চারদিকে, তাসত্ত্বেও ইটালির সাথে কাঁধ মিলিয়ে থাকা সুইটজার-ল্যাণ্ডের এই প্রান্তটুকুও ভালো লাগে রানার। অনেক বছর আগের কথা, তবু যেন মনে হয় এই তো কাল—লেক ম্যাগিওরের চারদিকে

হাঁটাহাঁটি করে অলস সময় কাটিয়েছে ও, লোকার্নো-তে খেয়েছে জীবনের শ্রেষ্ঠ খাবার, তারপর একদিন, চাঁদের রূপালি আলো ঝরা এক রাতে, মাঝিদের কুপির আলো আর জেলে নৌকার আনাগোনায় জ্যান্ত হয়ে ওঠা পানির কিনারায়, মিলিত হয়েছিল এক ইটালিয়ান কাউন্টেসের সাথে। সে মধুর অভিজ্ঞতা ভোলার নয়।

হোটেলটাও চেনা রানার, খানিক পর গাড়ি নিয়ে যেখানে পৌছুবে। চার্চের নিচে, সাইপ্রাস গাছ ঘিরে রেখেছে, পরিবেশটা নিতান্তই ঘরোয়া। হোটেলের কাছেই জেটি, প্রতি ঘণ্টায় স্টীমার ভেড়ে।

সুইটজারল্যাণ্ডে কেউ একবার এলে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে, ট্যুরিস্টরা কেন এতো ভিড় করে এখানে। আহা, বাংলাদেশে যদি এরকম সুন্দর লেক তৈরি করা যেতো! আমেরিকা আর ইউরোপ যদি সব পেয়েছির দেশ হয়, বাংলাদেশকে বলতে হবে সব হারানোর দেশ। কি নেই আমাদের, ভাবলো রানা। আছে সবই, কিন্তু সাজানোর গরজ নেই কারো। রয়েল বেঙ্গল টাইগার শুধু সুন্দরবনেই পাবে তুমি। দুনিয়ার দীর্ঘতম সাগরসৈকতও পাবে বাংলাদেশে। সাগর, নিঃসঙ্গ দ্বীপ, পাহাড়, সমতল মাঠ, সবই তো আছে আমাদের। আসলে, থেকেও নেই। স্বাধীনতার পর আশা করা হয়েছিল, সব হারানো সম্পদ খুঁজে নেবো আমরা। তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ছিলো গণতন্ত্র। লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে, সেই আসল কাজটিই আমরা করতে পারিনি। বাংলাদেশ যেন লুটের মাল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুবিধা ভোগীর ভাগ-বাঁটোয়ারা আর

নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি দেখতে হচ্ছে নিরুপায় দেশবাসীকে। বিদেশীরা যেভাবে লুট-পাট করেছে, ঠিক তেমনি ভাবে লুট-পাট করছে এখন স্বদেশী কয়েকজন। কবে যে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে সেকথা কেউ বলতে পারে না। বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘ-শ্বাস বেরিয়ে এলো রানার। দেশের দুর্দশার কথা মনে হলে নিজেকে বড় অসহায় লাগে ওর।

হোটেলের বয়স্ক পোর্টার পুরনো বন্ধুর মতো অভ্যর্থনা জানালো ওকে। কেই দ্য ইয়েদেত, এই হোটেলেই কাউণ্টেসকে নিয়ে উঠে-ছিল রানা। পুরনো সেই স্যুইটটাই খালি পাওয়া গেল, ছোট্ট ঝুল-বারান্দা থেকে সামনের উঠন আর জেটি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে দাঁড়িয়ে, সূর্যোদয় দেখতে দেখতে পুলকে শিউরে উঠলো কাউণ্টেস, দৃশ্যটা পরিষ্কার মনে করতে পারলো ও।

ব্রিফকেস খুলে কিছু বের করার আগে গুডবাই ক্লিনিকে ফোন করলো রানা। হের ডিরেক্টর এই মুহূর্তে জরুরী কাজে ব্যস্ত, কথা বললো একজন জুনিয়র ডাক্তার। ভাব বিনিময়ে ভাষা একটা বাধা সৃষ্টি করতে পারতো, কারণ তরুণ ডাক্তার ইংরেজি জানে না, তবে রানা মোটামুটি ভালোই জার্মান জানে। রাঙার মা'কে ডেকে দিতে বললো রানা। ডাক্তার সবিনয়ে জানালো, রাঙার মা ক্লান্ত, ঘুমাচ্ছে, কাজেই তার সাথে কথা বলা যাবে না। কি রকম ক্লান্ত? কেন ক্লান্ত? উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো রানা। না, ওকে আশ্বস্ত করলো ডাক্তার, চিন্তার কিছু নেই। এক ভিজিটর এসেছিলেন, তার সাথে অনেক-ক্ষণ কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছেন আর কি। কেন যেন রানার মনে হলো, ডাক্তার সত্যি কথা বলছে না। ওর উদ্বেগ বেড়ে গেল।

'ভিজিটরের নাম কি মিস শ্যারল ?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'হ্যাঁ, হের রানা। এক ভদ্রমহিলা।'

'ঠিক আছে, ডাক্তার, তাকে ডেকে দিলেও চলবে।'

'দুঃখিত, হের রানা। তিনি এই খানিক আগে চলে গেছেন।'

এক সেকেণ্ড পর রানা বললো, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন না, সালজবার্গে কোথায় উঠেছেন তিনি ?'

জানে না। 'শুনেছি কাল আবার তিনি আমাদের রোগিণীকে দেখতে আসবেন, হের রানা।'

ধন্যবাদ জানিয়ে রানা বললো, আবার ফোন করবে সে। শাওয়ার সেরে কাপড় বদলাতে চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো। লেকের ওপারে, মাউন্ট টামারো-র গা থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিলো গোলাপি রোদ। লেকের কিনারা ঘেঁষে একটা দুটো করে আলো জ্বলে উঠলো।

হোটেলের অনেক অতিথিই বাইরে বেরিয়ে সামনের উঠনে বসলো। ওয়েটাররা ওখানেই তাদেরকে পানীয় পরিবেশন করছে। তবে বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়, একটা দুটো করে উড়ে আসতে শুরু করেছে পোকারা। খানিক পর অতিষ্ঠ হয়ে উঠে পড়লো তারা, রয়ে গেল শুধু একটা দম্পতি। নাকে নাক ঠেকিয়ে প্রেমালাপে মগ্ন ওরা।

নিজের স্যুইট থেকে বেরিয়ে নিচে নামছে রানা, রেস্তোরাঁর কোণে বার-এ যাবে। এই সময় তিন নম্বর সিরিজের কালো একটা পোর্শে নাইন-ওয়ান-ওয়ান টার্বো প্রায় নিঃশব্দে এসে থামলো সামনের উঠনে, নাকটা তাক করা থাকলো লেকের দিকে।

নিচে নামলো গাড়ির আরোহী, তালা দিলো দরজায়, তারপর মাপা পদক্ষেপে সোজা হেঁটে চললো ফেলে আসা পথ ধরে, চার্চের দিকে।

দশ মিনিট পর। শুধু বাইরে বসা দম্পতিটি নয়, রেস্তোরাঁ আর বারে বসা অতিথিরাও শুনতে পেলো চিৎকারটা। সে এমনই আর্তচিৎকার, বুকের রক্ত পানি হয়ে গেল সবার। বাইরের অটুট নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে দিলো আওয়াজটা। একবার নয়, বারবার। রেস্তোরাঁ আর বারে থেমে গেল অনুচ্চ গুঞ্জন, প্রথম কয়েক সেকেণ্ড কেউ এমনকি নড়ার শক্তিও পেলো না। এ-ধরনের আতংকিত চিৎকার সাধারণত সিনেমায় শুনতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে হরর ছবিতে। তারপর একজন নড়ে উঠলো—রানা। ওর দেখাদেখি বাকি সবাই।

সবার আগে নড়ে উঠলেও, প্রথমে যারা বাইরে বেরুলো তাদের সামনে থাকলো না রানা। ইচ্ছে করেই একটু পিছিয়ে পড়লো ও। খারাপ একটা কিছু ঘটে গেছে, সেটাকে উল্টে দেয়ার ক্ষমতা নেই ওর। এমনও তো হতে পারে, কেউ আশা করছে সবার আগে ও-ই বেরিয়ে আসবে?

লেকের ধারে হাঁটাহাঁটি করছিল কয়েকটি দম্পতি, হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো অনেকে—সবাই এদিক ওদিক তাকাচ্ছে শব্দের উৎস বোঝার জন্যে। পোর্শেটা প্রথমে চোখে পড়লো রানার। তারপর চার্চের দিকে একটা মেয়েকে দেখতে পেলো।

তার মুখ সাদা, চুল পিছনে উড়ছে, অসম্ভব বড় হাঁ হয়ে আছে গাল, ফাঁকের ভেতর থেকে বিরতিহীন চিৎকার বেরিয়ে আসছে।

হাত দুটো মুহূর্তের জন্যে থেমে নেই—নিজের মুখ খামচে ধরলো, তারপর ঠিক যেন বাতাসকে কাপড়ের মতো ধরে নিঙড়ালো, পর-মুহূর্তে আঁকড়ে ধরলো নিজের মাথাটা। চার্চের সি ড়ি বেয়ে ঝড়ের বেগে নেমে আসছে সে। আরো কাছে চলে আসার পর চিৎকারটা বোঝা গেল।

'অ্যাসাসিনিয়ো। অ্যাসাসিনিয়ো!' তারমানে খুন।

রানার সামনে পাঁচ-সাতজন লোক, সিঁড়ি বেয়ে উঠলো ওরা। সিঁড়ির মাথা থেকে শুরু হয়েছে কাঁকর ছড়ানো রাস্তা, রাস্তার শেষ মাথায় চার্চ। চওড়া রাস্তার ওপর গোল হয়ে দাঁড়ালো সবাই, মাঝ-খানে ঠিক যেন একটা কাপড়ের পোঁটলা পড়ে রয়েছে। কারো মুখে কথা নেই, দৃশ্যটা হতভম্ব করে তুলেছে ওদেরকে। যে-কোনো মৃত্যুই দুঃখজনক, তবে কারো প্রাণ কেড়ে নেয়া হলে তার চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু হতে পারে না।

কাঁধের মৃদু ধাক্কায় ভিড় ঠেলে সামনে বাড়লো রানা। একা শুধু ওর মনেই কোনো দুঃখবোধ জাগলো না। অলডো, দা র‍্যাট, বেলি পথের ওপর পিঠ দিয়ে পড়ে আছে, ভাঁজ করা হাঁটু দুটো বুকের কাছে, একটা হাত বাইরের দিকে প্রসারিত, মুচড়ে আছে মাথাটা, মাত্র একটা কোপ খেয়ে প্রায় দু'ভাগ হয়ে গেছে গলাটা। শুষে নিতে দেরি করছে, পাথুরে মাটিতে পুকুর তৈরি হয়েছে রক্তের।

ভিড় ঠেলে নিচে নেমে এলো রানা, লেকের কিনারা ধরে হাঁটছে। দৈব-দুর্ঘটনায় কোনো কালেই বিশ্বাস নেই ওর। প্রথম থেকেই জানে ও, পানিতে পড়ে ডুবে যাওয়ার ঘটনা, ফিলিং স্টেশনের নাটক, মোটরওয়েের বিস্ফোরণ, আলডো বেলির আবির্ভাব; এসব

একই সুতোয় গাঁথা। লক্ষ্য বা উপলক্ষ্য খুব সম্ভব সে, কারণ তাকে ঘিরেই যতো কাণ্ড। ওর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে ভেতরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলছে। কারা ওরা ? কি চায় ? শিকেয় উঠলো ছুটি। লণ্ডনে ফোন করতে হবে ওকে, রিপোর্ট পাঠিয়ে নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে।

হোটেলে ফিরে এলো রানা। এখানে ওর জন্যে আরেক বিস্ময় অপেক্ষা করছে। রিসেপশন ডেস্কের একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, খাটো নীল লেদার আউটফিট-এ একাধারে লোভনীয় ও বিপজ্জনক লাগছে তাকে। চেহারাতে হাসিখুশি ভাব, আত্মবিশ্বাসেরও কোনো কমতি নেই। আপনমনে একটু হাসলো রানা। রোজিনা টরটেলি-নিকে দেখে একটুও অবাক হয়নি ও।

তিন

'মাসুদ রানা।' উল্লাসটুকু নির্ভেজাল বলেই মনে হলো, তবে সুন্দরী মেয়েদের কথা কিছুই বলা যায় না।

'বহাল তবিয়তে,' বললো রানা, এগিয়ে আসছে। এই প্রথম ভালো করে দেখার সুযোগ হলো চোখ জোড়া—বিশাল, খয়েরির ওপর বেগুনী ফুটকি, ডিম্বাকৃতি, পাতা জোড়া ধনুকের মতো বাঁকা। এমন এক জোড়া চোখ, ভাবলো রানা, একজন পুরুষের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে, আবার তাকে নতুন জীবনও দান করতে পারে। গায়ে নিখুঁতভাবে ফিট করেছে লেদার আউটফিট, নারীসুলভ বক্ষসৌন্দর্য তাতে শুধু মোড়া গেছে, লুকানো যায়নি। সে তার নিচের ঠোঁটটা সামনে বাড়ালো, কপাল থেকে চুল সরাবার জন্যে, ঠিক যেমন আগের দিন করেছিল।

'আশা করিনি আবার আমাদের দেখা হবে।' মুখে চওড়া, উষ্ণ, আন্তরিক হাসি। 'সত্যি ভারি খুশি হয়েছি। কাল তোমাকে ঠিক-মতো ধন্যবাদ জানানোর সুযোগ হয়নি আমার।' স্কুলছাত্রীর

ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গি নিলো সে, কৃত্রিম বিনয়ের সাথে কুঁজো হলো, গলা বিকৃত করে বললো, 'মিঃ রানা, এমনকি হয়তো প্রাণ দিয়েও আমি আপনার ঋণ শোধ করতে পারবো না। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। আই মীন, ভেরি মাচ।'

রিসেপশন ডেস্কের একধারে সরে এলো রানা, যাতে রোজিনা ছাড়াও বড় দরজাগুলোর ওপর চোখ রাখা যায়। ওর মন বলছে, কাছেই কোথাও বিপদ রয়েছে। রোজিনা টরটেলিনির কাছাকাছি থাকাটাও বিপদ হতে পারে।

বাইরে এখনো থামেনি শোরগোল। ইতিমধ্যে আশপাশের গ্রাম থেকে কৌতূহলী লোকজন চলে এসেছে। সাইরেন বাজিয়ে পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্সও পৌঁচেছে। রানা জানে, এখন থেকে প্রতি মুহূর্তে ওর পিঠ থাকা উচিত একটা দেয়ালের দিকে। কি ঘটেছে, জিজ্ঞেস করলো রোজিনা।

রানা ব্যাখ্যা করার পর সে বললো, 'জীবনের বেশিরভাগ সময়টা যেখানে কাটিয়েছি, সেখানে এ-সব রোজকার ব্যাপার। যেদিন দু'একটা মানুষ খুন হয় না, রোমকে সেদিন অচেনা লাগে। তবে এখানে, সুইটজারল্যাণ্ডে, ঠিক এ-ধরনের ব্যাপার কেউ আশা করে না।'

যেচে-পড়ে তথ্য দিচ্ছে ? বলতে চাইছে বেশিরভাগ সময় রোমে কাটিয়েছে ? 'আজকাল সবখানে ঘটছে এ-সব,' বলে ভুবনভোলানো নিজস্ব হাসিটুকু উপহার দিলো রানা। 'কিন্তু তুমি এখানে কি করছো, মিস টরটেলিনি ? নাকি মিসেস, অথবা সিনোরা ?'

নাক কুঁচকে দুষ্টামি করার ঢঙে হাসলো রোজিনা। ভুরু জোড়া

কপালে তুললো। 'আনুষ্ঠানিক হতে চাইলে আমাকে কাউন্টেস বলে সম্বোধন করতে হবে।'

ভুরু নাচালো রানা। 'কাউন্টেস টরটেলিনি।' আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে বাউ করলো ও।

'জিনা,' প্রশস্ত হাসি নিয়ে বললো সে, বিশাল চোখ জোড়ায় শিশুসুলভ সারল্য, তবে একেবারে যে বিদ্রূপ-শূন্য দৃষ্টি তা বলা যাবে না। 'আমাকে তুমি অবশ্যই জিনা বলবে, মিঃ রানা। রোজিনা অনেক বড় হয়ে যায়। প্লিজ।'

'তারমানে কি বলতে চাইছো, তাতে কাউন্ট ভদ্রলোক কিছু মনে করবেন না?' নিরীহভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো রানা।

গলা ছেড়ে হেসে উঠতে গিয়ে মুখে হাতচাপা দিলো রোজিনা, কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'এইমাত্র একজন লোক খুন হয়েছে এখানে, আর তুমি আমাকে এভাবে হাসাতে চেষ্টা করছো। অন্যায়, ভারি অন্যায়। তবে,' মুখভঙ্গি গম্ভীর হলো তার, 'কাউন্টকে তোমার ঈর্ষা করা উচিত নয়। সত্যি, একদম উচিত নয়।'

এই সময় রোজিনার বুকিং সম্পন্ন করার জন্যে সবিনয়ে তাগাদা দিলো রিসেপশনিস্ট। রোজিনাকে তার পুরো নাম, টাইটেলসহ, লিখতে দেখে আড়ষ্ট হাসি দেখা দিলো রানার মুখে। ব্যাপারটা কৃত্রিম তো থাকলোই না, কৌতুককরও থাকলো না।

'আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি,' বললো রানা। 'এখানে তুমি কি করছো?' রোজিনার আরো কাছে সরে এসেছে ও, যাতে কেউ ওদের কথা শুনতে না পায়।

'উত্তরটা কি ডিনারে বসে পেলে হয় না?' পাল্টা প্রশ্ন করলো

রোজিনা টরটেলিনি। 'অন্তত এইটুকু ঋণ আমার হয়েছে।'

রানা মুখ খুলতে দেরি করছে দেখে সুঠাম একটা হাত বাড়িয়ে ওর কব্জিটা স্পর্শ করলো সে। রানা যেন বিদ্যুতের ধাক্কা খেলো। 'প্লিজ, আমাকে বঞ্চিত করো না!' প্রত্যাশায় ব্যাকুল দৃষ্টি তুলে রানার চোখে তাকালো সে।

রানার সারা শরীরে পুলক, কিন্তু মাথার ভেতর ঝন ঝন শব্দে বাজতে শুরু করেছে বিপদসংকেত। কোনো ঝুঁকি নিয়ো না, ভাবলো ও, ভুলেও কারো ফাঁদে পা দিয়ো না। বিশেষ করে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই বিষবৎ এড়িয়ে যাবে। অফিশিয়াল নির্দেশগুলো একটাও ভোলেনি ও।

তবে অফিস যখন ওকে সাহায্য করছে না, নিজের চেষ্টাতেই তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। মেয়েটাকে এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো লাভ দেখছে না ও, বরং কাছাকাছি থাকলে ওর ওপর একটা চোখ রাখা যাবে। 'একজন কাউন্টেস আমাকে ডিনার খাওয়াতে চাইছে, এ তো সৌভাগ্যের ব্যাপার,' বললো ও, তার আগে আবার জিজ্ঞেস করলো, লেক ম্যাগ্গিওর-এ কি করছে সে।

'আমার ছোট্ট গাড়িটা অচল হয়ে পড়েছে। এখানকার গ্যারেজের লোকজন বলছে, কোথাও মারাত্মক কোনো গোলমাল আছে, যার অর্থ সম্ভবত এই যে ওরা শুধু প্লাগ বদলাবে। তবে জানিয়ে দিয়েছে, সারাতে কয়েকটা দিন লেগে যাবে।'

'আসলে তুমি যাচ্ছো কোন্‌দিকে?'

'রোম, স্বভাবতই।' আবার রোজিনা ফুঁ দিয়ে চুল সরালো।

'খুশির খবর। কি অদ্ভুত মিল!' আবার বাউ করলো রানা।

'আমি যদি তোমার কোনো উপকারে লাগি… ।'

পলকের জন্যে ইতস্তত করলো রোজিনা। 'লাগবে, আমি জানি লাগবে। তবে আমি তোমার কোনো উপকারে লাগবো কিনা এই মুহূর্তে ঠিক বলতে পারছি না।' মুখে হাতচাপা দিয়ে হেসে উঠলো সে। 'প্লিজ, কাউন্টের প্রসঙ্গ তুলো না যেন আবার।'

'তাহলে… ।'

'আধঘণ্টা পর এখানে আমাদের আবার দেখা হচ্ছে।'

'আমি অপেক্ষা করবো, কাউন্টেস।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে পোর্টারের পিছু নিলো রোজিনা। রানার মনে হলো, ও যেন দেখলো, ঘুরে দাঁড়াবার ঠিক আগের মুহূর্তে নাক কুঁচকে জিভের ডগা বের করলো মেয়েটা, দুষ্টু স্কুলছাত্রীরা যেমন করে।

নিজের স্যুইটে ফিরে এসে আবার লণ্ডনে ফোন করলো রানা, আলডো বেলির পরিণতি রিপোর্ট করার জন্যে। স্ক্র্যাম্বলার ইকুইপ-মেণ্ট ফিট করে নিয়েছে, হঠাৎ চিন্তাটা মাথায় খেলে যেতে নিজেদের ও ইন্টারপোলের কমপিউটরে একটা নাম চেক করে দেখতে বললো ও—কাউন্টেস রোজিনা টরটেলিনি। ডিউটি অফি-সারকে জিজ্ঞেস করলো, বি-এম-ডব্লিউ-এর মালিক হের ব্রনসন সম্পর্কে ওরা কিছু জানতে পেরেছে কিনা। এখনো কিছু জানা যায়নি, বলা হলো ওকে, তবে আজ বিকেলে কিছু কাগজ-পত্র বি. সি. আই. চীফের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সবশেষে ডিউটি অফিসার বললো, 'গুরুত্বপূর্ণ হলে নিশ্চয়ই শুনতে পাবে। হ্যাভ আ

নাইস হলিডে।'

ব্যাটা একটা ভাঁড়, ভাবলো রানা। স্ক্র্যাম্বলার খুলে ব্রিফকেসে ভরে রাখলো ও। এটা একটা সি-সি ফাইভ হানড্রেড, দুনিয়ার যে-কোনো টেলিফোনে ব্যবহার করা যায়, এর সাহায্যে শুধুমাত্র যাকে ফোন করা হয়েছে সে-ই পরিষ্কার রিসিভ করতে পারবে কথা-বার্তা। প্রতিটি সি-সি ফাইভ হানড্রেড আলাদাভাবে প্রোগ্রাম করা থাকে, যাতে আড়িপাতা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কেউ যদি ওদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করে, অর্থহীন শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পাবে না সে। ছুটিতে থাকো আর ডিউটিতে, বি. সি. আই. নতুন আইন করেছে, বিদেশে গেলে প্রত্যেক এজেন্ট ও অফিসারকে একটা করে সি-সি ফাইভ হানড্রেড সাথে রাখতে হবে। অ্যাকসেস কোড প্রতিদিন বদলানো হয়।

রোজিনার সাথে দেখা করার আগে দশ মিনিট সময় রয়েছে হাতে। যদিও সময়মতো মেয়েটা আসবে কিনা সন্দেহ আছে রানার। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুলো ও, হাতে আর চুলে কোলন ঘষলো। শার্টের ওপর নীল সুতী জ্যাকেট পরলো। নিচে নেমে এসে চার-দিকটা ভালো করে দেখে নিলো, হন হন করে চলে এলো পার্কিং এরিয়ায়। চার্চের উঠনে এখনো ভিড় লেগে রয়েছে, পুলিশরাও খুব ব্যস্ত। রানা দেখলো, লাশটা যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে আলো জ্বালার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গাড়ির ভেতর ঢুকে কার্টিসি লাইট না নেভা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো রানা। মেইন প্যানেলের একটা বোতামে চাপ দিলো ও, সাথে সাথে উন্মুক্ত হলো নিচের একটা গোপন খুপরি। জ্যাকেটের

ভেতর নাইন-এমএম এ. এস. পি. আগেই ঢুকিয়ে নিয়েছে রানা, কমপ্যাক্ট হোলস্টারসহ। গোপন খুপরি থেকে ব্যাটন হোলস্টার বের করে বেল্টে গুজে নিলো এবার। ওর চারপাশে যা কিছু ঘটছে, সবই বিপজ্জনক। এরইমধ্যে অন্তত দু'জন লোক মারা গেছে—সম্ভবত আরো বেশি—এবং পরবর্তী লাশ হবার কোনো ইচ্ছে ওর নেই।

হঠাৎ রানার মনে হলো, কি কারণে যেন অস্বস্তি বোধ করছে ও। আড়াল থেকে কেউ ওর ওপর নজর রাখছে? সাথে নিতে ভুলে গেছে কিছু? তারপর নিচের ঠোঁট কামড়ে গম্ভীর হলো ও। সেই ব্যথাটা, কপালের দু'পাশে। আবার শুরু হয়েছে, তবে খুবই সামান্য, মনে পড়ার পরই কেবল টের পাওয়া গেল।

হোটেলে ফেরার পর অবাকই হলো রানা, এরইমধ্যে বার-এ পৌঁছে গেছে রোজিনা টরটেলিমি।

'দেখো, অপেক্ষা করিয়ে রেখেছো আমাকে, তবু তোমার ওপর আমি রাগিনি। আর অপেক্ষা করার সময়, ডিউটিফুল পার্টনার হিসেবে, কিছুর অর্ডারও দিইনি।'

'ডিউটিফুল পার্টনার আমি পছন্দ করি। তবে আমরা পার্টনার কিনা, কে তার মীমাংসা করবে?'

'সময়।'

উঁচু টুলে বসলো রানা, রোজিনার পাশে। বসার আগে টুলটা একটু ঘুরিয়ে নিলো যাতে সামনের কাচ লাগানো দরজা দিয়ে কেউ ঢুকলে দেখতে পায়। 'বলো, কি পছন্দ করো তুমি?'

'আরে না, আজ রাতে তুমি আমার অতিথি। আমার সম্মান

বাঁচানোর জন্যে তোমার সম্মানে, রানা।' আবার রোজিনার আঙুলগুলো রানার হাত স্পর্শ করলো, আগের মতোই বৈদ্যুতিক ধাক্কা অনুভব করলো রানা।

মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে আত্মসমর্পণ করলো রানা। 'আমি শুধু একটা সোডা নেবো।'

কোনো প্রশ্ন নয়, তবে উৎসাহিত হয়ে উঠলো রোজিনা। 'আমিও মদ্যপান করছি না। আমার জন্যেও সোডা ওয়াটার।'

'কেন, তোমাদের বাইবেলে তো লেখা আছে, মুখ দিয়ে যা ভেতরে ঢোকে তা অন্তর স্পর্শ করতে পারে না, শুধুই পেটে যেতে পারে। স্পর্শ করতে না পারলে নাপাকও করতে পারে না, কাজেই মদ খাওয়া হারাম নয়।'

'প্রশ্নটা হারাম-হালালের নয়, রানা,' কৃত্রিম গাম্ভীর্যে থমথমে হয়ে উঠলো রোজিনার চেহারা। 'আমি ভুলিনি তোমার সম্মানে ডিনার খেতে বসেছি আমরা।'

'তাহলে বলতেই হয়, হ্যাম-এ আমার কোনো রুচি নেই। কিন্তু মদ আমি মাঝেমধ্যেই খাই। যদিও আজ খাবো না।'

'আমিও না। হ্যামও বাদ।'

ওদের হাস্য-কৌতুকে যোগ দিলো ওয়েটার, হাতে মেনু। 'আপনাদের হাসির সাথে আরেকটা আয়ুবর্ধক মেডিসিন যোগ করতে চাই আমি, কাউন্টেস—ভেজিটেবল।'

'হ্যাঁ,' দু'জনে ওরা একযোগে রাজি হলো।

'আর চপ, মশলার সামান্য ঝাঁঝ যদি থাকে?' ওয়েটারের চোখে চকচকে দৃষ্টি। 'রসুন না হয় একটু কম করে দেবো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে রোজিনা বললো, 'তবে গ্রীন সালাডে যেন অ্যাল-কোহল না থাকে।'

সোডা ওয়াটার শেষ করে টেবিলে বসলো ওরা। সময় নষ্ট না করে ভ্রমণবিলাসে রোজিনাকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিলো রানা। 'সকালে আমি বেরিয়ে পড়বো। রোমে যাচ্ছি। তোমাকে একটা লিফট দিতে পারলে খুশি হতাম। তবে সাধারণ একজন লোক তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে দেখে কাউণ্ট যদি কিছু মনে করেন…।'

ফুঁ দিয়ে কপালের চুল সরালো রোজিনা। 'কিছু মনে করার অবস্থানে নেই সে। কাউণ্ট এগনিচ টরটেলিনি গত বছর মারা গেছেন।'

'আমি দুঃখিত, সত্যি আমি…।'

ট্রাফিক পুলিশের মতো হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিলো জিনা টরটেলিনি। 'দুঃখিত হয়ো না। তাঁর বয়স হয়েছিল তিরাশি, আশি যোগ তিন। দেড় বছরের বিবাহিত জীবন আমাদের। সুযোগ অনুসন্ধানের ফসল ছিলো ব্যাপারটা, এই আর কি।' গম্ভীর হলো না, ব্যাপারটাকে তরল করারও চেষ্টা করলো না।

'চাহিদা মেটানোর জন্যে বিয়ে?'

'তা-ও বলতে পারো। ভালো জিনিস আমি পছন্দ করি। তাঁর ছিলো টাকা। আমি সুন্দরী। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ। রাতে সঙ্গ দেয়ার জন্যে তাঁর একটা সুন্দরী মেয়ে দরকার ছিলো। বাইবেলের কথা বললে, তাহলে, নিশ্চয়ই পড়েছো—কিং ডেভিড একটা মেয়েকে নেননি—আবিশাগ-কে—উষ্ণ হবার জন্যে?'

'সবটুকু পড়া নেই,' হার মানলো রানা।

'আমি তাই ছিলাম—রোজিনা টরটেলিনি আবিশাগ। আমাকে পেয়ে তিনি সুখী হয়েছিলেন, এখন আমি তার টাকা পেয়ে সুখী হয়েছি।'

'ইটালিয়ান হিসেবে চমৎকার ইংরেজি বলো তুমি।'

'বলা উচিত। কারণ আমি ইংরেজ।' ঠোঁট টিপে হাসলো রোজিনা, তারপর শব্দ করে, যেন টুংটাং করে উঠলো জলতরঙ্গ।

'তাহলে ইংরেজ হিসেবে চমৎকার ইটালিয়ান বলো তুমি।'

'এবং ফ্রেঞ্চ, এবং জার্মান। কালই তোমাকে বলেছি, তাই না, তুমি যখন কৌশলে আমাকে জেরা করছিলে, আমার সম্পর্কে জানার আগ্রহ নিয়ে?' হাত বাড়িয়ে রানার কব্জি ধরলো সে। 'ভয় পেয়ো না, রানা। আমি ডাইনি নই। তবে কে আমাকে কি জিজ্ঞেস করছে, বুঝতে পারি। নানদের কাছে শিখেছি, তারপর টরটেলিনি-রাও নেহাত কম শেখায়নি।'

'নান্?'

'কনভেন্টে পড়া মেয়ে আমি, রানা। ছাত্রীও ভালো ছিলাম। কনভেন্টে পড়া কোনো মেয়ের সাথে পরিচয় আছে তোমার?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'বেশ কয়েকজনের সাথে।'

ছোট্ট করে আবার ঠোঁট বাঁকালো রোজিনা। ওখানে আমার ব্রেনটা ওয়াশ করা হয়। ফটকাবাজারে দালালি করতো বাবা। একটা পরিবারে যা যা থাকার কথা সবই ছিলো—শহরে বাড়ি, গ্রামে ছোট্ট খামার, দুটো গাড়ি, দু'চারটে দুর্নাম, একটা কলংক। জাল চেক নিয়ে ধরা পড়লো বাবা, পাঁচ বছরের জন্যে জেল হয়ে

গেল। কনভেন্টের পাঠ শেষ করে অক্সফোর্ডে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছি মাত্র।'

'কিন্তু সে প্রশ্ন আর উঠলো না।'

'কিন্তু সে প্রশ্ন আর উঠলো না। টাইমে একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম। একজন ন্যানি দরকার, একগাদা সুযোগ-সুবিধে দেয়া হবে। অভিজাত টরটেলিনি পরিবার, কাউন্ট এগনিচ মৃত্যুর প্রহর গুণছেন, তবে শুয়ে আছেন টাকার পাহাড়ে। দিলাম একটা আবেদন ঠুকে।'

'এবং ন্যানির চাকরিটা পেয়ে গেলে।'

'এবং পেয়ে গেলাম।'

টরটেলিনিরা ইংলিশ ন্যানিকে পরিবারের একজন হিসেবে গ্রহণ করলো। বৃদ্ধ কাউন্ট টরটেলিনি দ্বিতীয় জনক হয়ে উঠলো রোজিনার। তাঁর প্রতি অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মালো ওর মনে, আর তাই তিনি যখন বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, নির্দয় হতে পারলো না সে। প্রস্তাবটা গ্রহণ করার পিছনে নির্দিষ্ট কিছু 'জ্ঞান'-এরও ভূমিকা ছিলো, স্বীকার করলো রোজিনা। তবে, যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে, বিয়ের আগেই একটা ব্যাপার ফয়সালা করে নিলো সে—বিয়েটা যেন কাউন্টের তুই ছেলেকে তাদের বৈধ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত না করে।

'ওরা যে খানিকটা বঞ্চিত হয়নি তা নয়,' বললো রোজিনা। 'তবে তু'জনেই ওরা যার যার ব্যবসায়ে সফল, এতো আছে যে বাবার টাকা না পেলেও ক্ষতি ছিল না। সুখের কথা, ওরা কোনো আপত্তি তোলেনি। বনেদী ইটালিয়ান পরিবারগুলো সম্পর্কে তুমি

জানো ? পুরনো মুল্যবোধ এখনো ত্যাগ করেনি—পাপা'র সুখ বড় কথা, পাপাই ঠিক, পাপাকে সম্মান করো·· ।'

তুই ছেলের সাফল্য অর্জিত হওয়ার পিছনে রহস্যটা কি, জিজ্ঞেস করলো রানা। জবাব দিতে গিয়ে এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো রোজিনা, তারপর সপ্রতিভভাবে বললো 'কেন, ব্যবসা। কোম্পানী ইত্যাদি আছে ওদের। আর, হ্যাঁ, রানা, আমাকে রোমে পৌঁছে দেয়ার তোমার প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

বাচ্চা ভেড়ার মাংস তখনো শেষ হয়নি, তাড়াহুড়োর সাথে এগিয়ে এলো ওয়েটার। নতমস্তকে কাউন্টেসের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলো সে, ঝুঁকে রানার কানে ঠোঁট নামিয়ে বললো, জরুরী একটা টেলিফোন এসেছে। বার-এর দিকে ইশারা করলো সে, একটা হুকের সাথে ঝুলছে রিসিভার।

'রানা,' রিসিভারে বললো ও।

'রানা, তোর আশপাশে কেউ নেই তো ?' গলাটা সাথে সাথে চিনতে পারলো রানা। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল ওর। ভয়ানক কোনো ব্যাপার না হলে সোহেল আহমেদ ওকে ফোন করবে না, বিশেষ করে রানা যখন ছুটিতে রয়েছে। খানিকটা স্বস্তিবোধও করলো রানা। আশা যায় ডিউটি অফিসার বা অন্যান্য বি. সি. আই. কর্মকর্তাদের মতো সোহেল অন্তত ওর সাথে লুকোচুরি খেলবে না। পরস্পরের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ওরা।

'আশপাশে কেউ আছে ? ' প্রায় ধমকের সুরে আবার প্রশ্ন করলো সোহেল। 'তুই একা ?'

'না। ডিনার খাচ্ছি। লণ্ডন থেকে বলছিস তুই, সোহেল?'

'হ্যাঁ। দিস ইজ আর্জেণ্ট। কোনো প্রশ্ন করবি না। ভেরি আর্জেণ্ট। তুই কি...?'

'অবশ্যই।' রিসিভার নামিয়ে রেখে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে রোজিনার কাছে ফিরে এলো রানা। 'খুব বেশি সময় নেবো না।' রাণ্ডার মা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ব্যাখ্যা করলো রানা, ক্লিনিক থেকে পার্টটা ফোন করার অনুরোধ করা হয়েছে ওকে।

নিজের স্যুইটে ফিরে এলো রানা। টেলিফোনে সি-সি ফাইভ হানড্রেড লাগিয়ে লণ্ডনের সাথে যোগাযোগ করলো। সাথে সাথে লাইনে এলো সোহেল। 'কি ব্যাপার বলতো...?'

'কিছু বলবি না, রানা, শুধু শুনে যা। নির্দেশগুলো সব বসের। শুনছিস তো?'

সোহেল যদি বলে বসের পক্ষ থেকে নির্দেশ দিচ্ছি, সে-নির্দেশ যতো কঠিনই হোক, শুনতে তো হবেই, মানতেও হবে রানাকে।

'হ্যাঁ।'

'যেখানে আছিস সেখানেই থাকতে হবে তোকে,' সোহেলের গলায় উদ্বেগ। 'আর সম্ভাব্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।'

'কিন্তু কাল আমার রোমে যাওয়ার কথা। আমি...।'

'আমার কথা মন দিয়ে শোন, রানা। রোম নিজেই তোর কাছে আসছে।' সোহেলের এই কথাটা বুঝতে দু'সেকেণ্ড দেরি হলো রানার। ওকে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে বলে চলেছে সে, 'তুই, আই রিপিট, তুই, ভয়ংকর বিপদের মধ্যে পড়েছিস। বিপদ

মানে জেনুইন ডেঞ্জার। লণ্ডন বা আর কোথাও থেকে তোর কাছে সময়মতো কাউকে আমরা পাঠাতে পারছি না, কাজেই নিজের পিঠ নিজেকেই তোর রক্ষা করতে হবে। তবে যেখানে আছিস সেখা-নেই মাটি কামড়ে পড়ে থাক, চোখ-কান খোলা রাখ, কোনো ঝুঁকি নিবি না। বুঝতে পারছিস?'

বি. সি. আই.-এর রোম প্রতিনিধি ঢাকায়, কাজেই সোহেল যখন বলছে যে রোম নিজেই তোর কাছে আসছে, তখন ধরে নিতে হবে অজয় মুখার্জির কথা বলছে সে। রানার মনে পড়লো, অতী-তেও এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তখনো অজয়কে রোম প্রতিনিধি বলে সম্বোধন করেছিল সোহেল। সোহেল বা রানার সাথে অজ-য়ের শুধু যে গভীর বন্ধুত্ব আছে তাই নয়, তাকে বি. সি. আই.-এর একজন উপকারী সুহৃদ হিসেবেও গণ্য করা হয়। অজয় যে প্রলো-ভন জয় করতে পারে, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবু রানা জিজ্ঞেস করলো, 'রোম প্রতিনিধি ছাড়া আর কেউ সময়মতো আমার কাছে পৌঁছুতে পারবে না কেন?'

'বলেছি না, কোনো প্রশ্ন করবি না!' রেগে উঠলো সোহেল। 'পৌঁছুতে পারবে না, কারণ পৌঁছুবার উপায় নেই।'

অশুভ একটা চিন্তা জাগলো রানার মনে। সম্ভবত আর কাউকে না পেয়ে বাধ্য হয়ে অজয়কে পাঠানো হচ্ছে ওর কাছে। তাহলে কি ইউরোপের অন্যান্য বি. সি. আই. বা রানা এজেন্সির প্রতি-নিধিদের অচল করে দেয়া হয়েছে? ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে কেউ? রাহাত খানের মতোই রহস্যময় আচরণ করছে সোহেল, কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি নয়। 'রোম কেন

আসছে?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্যে। সে তোকে ব্রিফ করবে। চেষ্টা করবে তোকে বের করে আনার।' অপরপ্রান্তে সোহেলকে হাঁপাতে শুনলো রানা। 'রানা, দোস্ত, বিপদটা কতোটুকু ভয়ংকর, বুঝিয়ে বলার ভাষা আমার নেই। ভুল বুঝিসনে, ভাই।' আবার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার, সোহেলকে কখনো এমন অসহায় সুরে কথা বলতে শোনেনি ও, আগে কখনো ভাই বলেও সম্বোধন করেনি। 'তুই লণ্ডন ছাড়ার আগেই ব্যাপারটা সন্দেহ করেছিলেন বস্। কিন্তু নিরেট তথ্য পেয়েছি আমরা মাত্র এক ঘণ্টা আগে। বস্ জেনেভায় গেছেন। জেনেভার পথে রয়েছে অজয়ও। ওখান থেকে বসের নির্দেশ নিয়ে সরাসরি তোর কাছে যাবে সে। আশা করছি, কাল লাঞ্চের আগেই তোর সাথে দেখা হবে তার। মাঝখানের এই সময়টা কাউকে বিশ্বাস করবি না। ফর গডস সেক, রানা, নিজেকে চারদেয়ালের ভেতর বন্ধ করে রাখ।'

'এই মুহূর্তে আমি রোজিনা টরটেলিনির সাথে রয়েছি। কথা দিয়েছি রোম পর্যন্ত লিফট দেবো ওকে। ওর ব্যাপারে কিছু জানিস?' তীক্ষ্ণ প্রশ্ন রানার।

'সমস্ত তথ্য এখনো আমাদের হাতে আসেনি, তবে মেয়েটার কানেকশন যথেষ্ট ক্লিন বলেই মনে হয়। অন্তত অশুভ কোনো চক্রের সাথে যোগাযোগ করতে দেখা যায়নি কখনো। তাতে অবশ্য কিছুই প্রমাণ হয় না। কাজেই, ওর ব্যাপারেও সাবধান থাকতে হবে তোকে। ও যেন তোর পিছনে যেতে না পারে।'

'আমিও ওর সামনে থাকার কথাই ভাবছিলাম,' রানার মুখে

নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটলো।

সোহেল ওকে পরামর্শ দিলো, 'মেয়েটা যাতে হোটেলেই থাকে, তার ব্যবস্থা কর। রোমের ব্যাপারটা পিছিয়ে দে, তবে এমন কিছু বলবি না যাতে সতর্ক হয়ে ওঠে। তুই সত্যি আসলে জানিস না কে বন্ধু বা কে শত্রু। রোম তোকে কাল সব জানাবে।'

'দুপুরের আগে আমরা রওনা হতে পারবো বলে মনে হয় না,' টেবিলে ফিরে এসে রোজিনাকে বললো রানা। 'এইমাত্র আমার বিজনেস পার্টনারের সাথে কথা হলো, বুড়ী হাউজকীপারকে দেখতে গিয়ে ফোন করেছে। কাল দুপুরের আগে এদিক দিয়ে যাবে সে, দেখা করার এই সুযোগ ছাড়া যায় না।'

হালকাভাবেই নিলো রোজিনা। খুব বেশি হালকাভাবে কি, ভাবলো রানা। 'কাল আমি একটু বেলা করে ঘুমাবো ভেবেছিলাম, ভালোই হলো।'

রোজিনার গলার সুরে কি আমন্ত্রণ?

গল্প-গুজবে সময় বয়ে চললো। কফি খেলো ওরা। ইটালিয়ান ওয়েট্রেস আর জার্মান ওয়েটার দূর থেকে ওদের দিকে ঘন ঘন তাকালো, চোখ নাচিয়ে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলছে, সম্ভবত ওদেরকে প্রেমিক-প্রেমিকা ধরে নিয়ে জোড়া কেমন মিলেছে তা-ই নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে।

'ওদের হাবভাব দেখে ছেলেমানুষ হয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে আমার,' এক সময় রসিকতার সুরে বললো রোজিনা। 'মানে, সত্যি প্রেম করতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'গো অ্যাহেড!' ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে সম্মতি জানালো

রানা।

'কিন্তু ভুলি কি করে যে আমি একজন কাউন্টেস! স্বামী মারা গেছেন; কিন্তু টাইটেলটা তো আছে। বললেই তো প্রেম করতে পারি না। আমাকে এমনকি প্রেমে পড়তে হলেও, আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে সারতে হবে কাজটা।' মাথা নাড়লো রোজিনা। 'হুট করে কিছু করা যাবে না।'

'তোমাকে আমি সহজে কাছছাড়া হতে দিচ্ছি না, কাজেই আনুষ্ঠানিকতা সারার যথেষ্ট সময় পাবে।'

'চলো, বাইরে গিয়ে বসি। অন্ধকার আমার ভালো লাগে, বিশেষ করে পাশে যদি কোনো সমর্থ পুরুষ থাকে।'

তাড়াতাড়ি অজুহাত দেখালো রানা। 'মশার জ্বালায় এক মিনিটও বসতে পারবে না। আমি চাই না তোমার এতো সুন্দর চামড়া নষ্ট হোক।'

রোজিনা জিজ্ঞেস করলো, বাংলাদেশী মাসুদ রানার ব্যবসাটা কি? কাঁধ ঝাঁকিয়ে, হাত নেড়ে এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট সম্পর্কে দু'-চারটে কথা বললো রানা, টাকা প্রসঙ্গে কোটির নিচে নামলো না। চেহারা দেখে মনে হলো, নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছে রোজিনা। দু'-জনেই গেছে, এমন শহর সম্পর্কে মত বিনিময় হলো। আলাপ হলো ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান আর জার্মান খাবার সম্পর্কে। রোজিনা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা নাকি নিষ্ফল একটা স্বাধীনতা পেয়েছো?'

'বাংলাদেশ সম্পর্কে সম্ভবত কোনো রাজাকার তোমাকে এই জ্ঞান দিয়েছে,' মন্তব্য করলো রানা। 'তবে একথা ঠিক যে এখনো আমরা চলনসই একটা সিস্টেম চালু করতে পারিনি।'

'পাল্টা ডিনার রোমে, কেমন?' বললো রোজিনা।

'শুধু আমি নই, দেখা যাচ্ছে তুমিও আমাকে কাছছাড়া করতে চাও না!'

'চাই না-ই তো! ঘনিষ্ঠতা না জন্মালে বুঝবো কিভাবে কেমন পুরুষ তুমি? আমার হাত ধরার শক্তি তোমার আছে কিনা?'

সন্ধ্যাটা ভালো লাগছে রানার, যদিও সোহেলের ফোন পাবার পর থেকে হাসতে হচ্ছে জোর করে। আজ রাতটা কিভাবে কাটবে, ওর কোনো ধারণা নেই।

হাত ধরাধরি করে ওপরতলায় উঠে এলো ওরা, রোজিনাকে তার স্যুইটে পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব দিলো রানা। দরজার কাছে পৌঁছে বুঝতে পারলো ও, এরপর কি ঘটতে যাচ্ছে। সহজেই রোজিনাকে নিজের আলিঙ্গনের ভেতর পেলো রানা, কিন্তু চুমো খেতে গিয়ে দেখলো মেয়েটা সাড়া দিচ্ছে না—ঠোঁট শক্ত করে চেপে রেখেছে, শরীর আড়ষ্ট। আচ্ছা, ভাবলো রানা; বোঝা গেল কোন্ জাতের মেয়ে। যতোভাবে সম্ভব প্ররোচিত করে পুরুষদের, কিন্তু ধরতে গেলেই পিছলে বেরিয়ে যেতে চায়। এক ধরনের খেলা। অনেক মেয়ের মধ্যেই স্বভাবটা আছে, অত্যন্ত নিন্দনীয়। আবার চেষ্টা করলো রানা, কেননা মেয়েটাকে কাছে রাখার জন্যে শক্ত একটা বাঁধন দরকার। এবার নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো রোজিনা, আস্তে করে একটা আঙুল রাখলো রানার ঠোঁটে।

'আমি দুঃখিত, রানা। কিন্তু, না।' আড়ষ্ট হাসলো রোজিনা। 'আদর্শ কনভেন্ট গার্ল, মনে আছে? তবে সেটাই একমাত্র কারণ নয়। সত্যি যদি তুমি সিরিয়াস হও, ধৈর্য ধরো। আপাততঃ

বিদায়, শুভরাত্রি। চমৎকার একটা সন্ধ্যা উপহার দেয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

'আমারই ধন্যবাদ দেয়া উচিত, কাউন্টেস,' স্মিত হেসে বললো রানা।

রোজিনাকে দরজা বন্ধ করতে দেখলো ও, তারপর ধীর পায়ে ফিরে এলো নিজের স্যুইটে। দরজা বন্ধ করে ঘুম তাড়ানিয়া ট্যাবলেট খেলো একজোড়া। তারপর তৈরি হলো রাত জাগার জন্যে।

চার

বিশালদেহী পুরুষ অজয় মুখার্জি। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। দাড়ি আছে, যদিও সেটা ফ্রেঞ্চকাট, তবু রসিকতা করে সুপ্রিয়া তার স্বামীকে 'ছাগল দেড়ে মুষিক' বলে রাগায়। কৌতুকরসের ড্রাম বলা যেতে পারে রানার বন্ধু পত্নীটিকে, সবকিছু অন্যরকম করে দেখা এবং উল্টে বলা তার একটা স্বভাবও বটে, যেমন হাতিকে শুঁড় বিশিষ্ট ইঁদুর। অজয় মুখার্জি অকপট ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সাধারণত এ-ধরনের লোককে কোনো ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের গুরুত্ব-পূর্ণ পদে দেখা যায় না।

জানালার আধ-খোলা শাটারে চোখ রেখে নিচে তাকিয়ে আছে রানা। ভাড়া করা গাড়ি থেকে নেমে হোটেল এন্ট্রান্সের দিকে এগিয়ে আসছে অজয়। হোটেলে ঢোকার মুহূর্তে প্রকাণ্ড মাথাটা ঘুরিয়ে দেখে নিলো চারদিক। বিশালদেহী, তবে নিরীহ ভালো-মানুষের সমস্ত লক্ষণ ফুটে আছে তার হাবভাবে। কয়েক সেকেণ্ড পর ফোন বাজলো। লবি থেকে জানানো হলো একজন ভিজিটর

এসেছেন, নাম অজয় মুখার্জি। ওপরে পাঠিয়ে দিতে বললো রানা।

টোকা দেয়ার আওয়াজটা তখনো বোধহয় বাতাসে মিলিয়ে যায়নি, অজয় ভেতরে ঢোকার পর দরজায় তালা পড়েছে এরইমধ্যে। ভেতরে ঢুকে সাথে সাথে কথা বললো না সে, সোজা হেঁটে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, শাটারে চোখ রেখে খুঁটিয়ে দেখলো হোটেলের সামনের উঠন, তারপর দৃষ্টি ছুটে গেল জেটির দিকে, ওখানে এইমাত্র একটা স্টিমার ট্যুরিস্টদের নিয়ে নোঙর ফেলেছে। শুধু লেক-এর সৌন্দর্যেই ভ্রমণবিলাসীদের দম বন্ধ হয়ে আসে, কিন্তু আজ এতোটা দূর থেকেও ঝগড়াটে এক ইংলিশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সম্ভবত স্বামীকে তিরস্কার করছে, 'এ কোথায় নিয়ে এসেছো তুমি আমাকে, এখানে তো দেখার কিছুই নেই, ডার্লিং।'

নাক দিয়ে আওয়াজ করলো রানা, 'হুঁহ্!' ক্ষীণ হাসলো অজয়, দাড়ির ভেতর দেখা যায় কি যায় না। রানার অবশিষ্ট ব্রেকফাস্টের দিকে তাকালো সে, তারপর নিঃশব্দে খেতে শুরু করে জিজ্ঞেস করলো, 'জায়গাটা পরিষ্কার তো?'

'রাতে সার্চ করার পর বাইরে বেরুইনি। টেলিফোনে বা অন্য কোথাও কিছু পাইনি।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকালো অজয়। 'তুমি যখন খুঁজে পাওনি, আমিও পাবো না।'

প্রথমেই রানা জানতে চাইলো, বি. সি. আই. জেনেভাকে কেন ওর কাছে পাঠায়নি।

'কারণ, জেনেভার নিজের সমস্যা আছে,' বললো অজয়। রানার বুকের দিকে একটা আঙুল তাক করলো সে, 'তবে, দোস্ত,

তোমার সমস্যার তুলনায় ওরটা নস্যি।'

'আর সবাই?'

'ওদের সবার সামনে ব্যারিকেড।'

'মাই গড! ব্যারিকেড··· কার।?'

'ব্যারিকেড সরানোর চেষ্টা চলছে, চিন্তা করো না।'

"সব আমাকে শোনাও, অজয়,' নির্দেশের সুরে বললো রানা, ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার প্রতিকৃতি যেন, অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেছে ও। 'আমার বসের সাথে দেখা হয়েছে তোমার? তিনি তোমাকে ব্রিফ করেছেন?'

'হ্যাঁ। আমার দ্বারা যতোটুকু সম্ভব, করছি, রানা। জেনেভা ব্যাপারটা পছন্দ করছে না, তবে গুরু-র নির্দেশে আমার দু'জন লোক তোমার ভালো-মন্দ দেখার জন্যে এখানে আসছে, এতোক্ষণে ওদের পৌঁছে যাওয়ার কথা।' রাহাত খানকে গুরু বলে সে। 'গুরু তোমাকে লণ্ডনে চাইছেন—যদি সম্ভব হয়, অক্ষত অবস্থায়।' ম্লান হাসলো সে।

'তারমানে আমার কাছে পৌঁছুতে চাইছে ওরা, আমার রক্ষাব্যূহ ভেদ করে অনুপ্রবেশ করতে চাইছে,' নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো রানা, তবে বিস্ফোরিত গাড়ি আর আলডো বেলির লাশটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। 'ওরা কারা?'

ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসলো অজয়, ফিসফিস করে শুরু করলো, 'না, ওরা নয়, রানা। সবাই। একজন বা একটা দল তোমার পিছু লাগেনি। দুনিয়ার সমস্ত টেরোরিস্ট গ্রুপ, এসপিওনাজ নেটওঅর্ক, ফ্রি-ল্যান্সার স্পাই, ভাড়াটে খুনীদের সংগঠন,

ক্রিমিনাল গ্যাং, শত্রুভাবাপন্ন ও এমনকি বন্ধুভাবাপন্ন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস, মাফিয়া পরিবারগুলো—সবাই তোমাকে জবাই করার জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। জবাই, আই রিপিট। আক্ষরিক অর্থে। তোমার মাথার জন্যে একটা চুক্তিতে সই করেছে সবাই ওরা। বড় অদ্ভুত একটা চুক্তি। কেউ একজন এমন একটা প্রস্তাব রেখেছে, প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য কারো নেই।'

'ঠিক আছে,' কঠিন, আধো-হাসি ফুটলো রানার ঠোঁটে। 'ধীরে-সুস্থে বলো আমাকে। কতো দাম ধরেছে ওরা আমার?' হঠাৎ টের পেলো ও, কপালের দু'পাশ ব্যথা করছে।

'না, উঁহুঁ। সবটুকু ওরা চায় না। শুধু তোমার মাথাটা।'

ধীরে ধীরে পুরো কাহিনীটা ব্যাখ্যা করলো অজয় মুখার্জি। রানা ছুটি নেয়ার হপ্তা দুই আগে প্রথম আভাস পান রাহাত খান। জেল ভেঙে বের করার চেষ্টা করা হয় গ্যারি রুবিনকে। প্ল্যানটা ছিলো ওয়াণ্ডার নামে একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড অর্গানাইজেশনের, ওরাই সাউথ লণ্ডনের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। হাই সিকিউরিটি প্রিজনে ছিলো গ্যারি রুবিন, লণ্ডন আণ্ডারওয়ার্লডের কুখ্যাত এক ড্রাগ ব্যবসায়ীকে খুন করার দায়ে যাবজ্জীবন খাটছিল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড জানে, আরো অন্তত বারোটা খুন করেছে গ্যারি রুবিন, যদিও প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। সংক্ষেপে, খুনের পেশায় গ্যারি রুবিন সেরা মিস্ত্রী, ভাড়াটে খুনী হিসেবে জুড়ি নেই তার।

'জেল ভেঙে গ্যারিকে বের করে আনে ওরা ঠিকই, কিন্তু পেছনে পুলিশ লেগে যায়, ফলে তাকে ওরা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে পারেনি। ভাগ্যই বলতে হবে, লণ্ডনের বি. সি. আই. এজেন্টরা

তার হদিস বের করে ফেলে। ওদের হাতেই ধরা পড়ে রুবিন। ধরা পড়ার পর গ্যারি একটা চুক্তিতে আসার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু বি. সি. আই. এজেন্টরা তার প্রস্তাব শুনতে রাজি হয়নি। গ্যারি তখন তোমাদের ইন্টেলিজেন্স-এর কোনো অফিসারের সাথে দেখা করতে চায়। বলে, তাতে তোমাদের উপকার হবে।'

তার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়, তবে তখুনি তাকে পুলিশের হাতে তুলে না দিয়ে সব কথা জানানো হয় রাহাত খানকে। বি. সি. আই.-এর সবচেয়ে দক্ষ ইন্টারোগেটর-কে পাঠান তিনি। একটা সেফ হাউসে গ্যারি রুবিনকে জেরা করা হয়। গ্যারির বক্তব্য: তাকে জেল থেকে বের করা হয়েছে এমন একটা কাজ করার জন্যে, যেটা করলে বি. সি. আই. ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জিনিসটা সে যদি ওয়াণ্ডার অর্গানাইজেশনের কথামতো নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে, তাহলে যে টাকা পাবে তা নাকি ওদেরকে অর্ধেক দেয়ার পরও সারা জীবন ধরে দু'হাতে ওড়ালেও শেষ হবার নয়।

ধীরে ধীরে, একঘেয়ে সুরে দুঃস্বপ্নের বর্ণনা দিচ্ছে অজয়, চেহারায় অদ্ভুত এক নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছে রানা। তার জানা আছে, নিরেট তথ্যের বিনিময়ে আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে দেয়ার দাবিও মেনে নেবেন বস্, তবে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবেন সোর্স-কে যতোটা কম দিয়ে পারা যায়। আরো দু'জন ইন্টারোগেটরকে পাঠালেন তিনি। তারা দীর্ঘক্ষণ কথা বললো গ্যারির সাথে। তারপর রাহাত খান স্বয়ং লণ্ডনে চলে এলেন চুক্তি করার জন্যে।

'সব কথা খুলে বললো গ্যারি রুবিন?' অবশেষে নিস্তব্ধতা

ভাঙলো রানা।

'অংশবিশেষ। বাকিটা সে বলবে, হাতে স্বর্গ পাবার পর—ক্যারিবিয়ানের একটা দ্বীপ কিনে দিতে হবে তাকে, নগদ টাকা দিতে হবে বিশ লাখ ডলার, তার সাথে চাই প্লাস্টিক সার্জারীর খরচ, নতুন পরিচয়-পত্র, ইত্যাদি।' অজয়ের চেহারা কঠিন, প্রায় হিংস্র হয়ে উঠলো। 'গুরুর সাথে দেখা হওয়ার পরদিন, সেফ হাউস থেকে পালাতে গিয়ে, রাস্তায় খুন হয়ে গেল গ্যারি রুবিন। ছ'টা বুলেটই বুকে লেগেছে।'

বাইরে থেকে বাচ্চাদের শোরগোল ভেসে আসছে, জেটির ধারে খেলাধুলা করছে তারা। একটা বোট ভট ভট আওয়াজ করছে লেকে। দূর থেকে ভেসে আসছে অস্পষ্ট হেলিকপ্টারের শব্দ। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'গ্যারি রুবিন কি বলে গেল?'

'বললো যে এই অদ্ভুত কন্ট্রাক্টের টার্গেট হলে তুমি, মাসুদ রানা। এ এক ধরনের প্রতিযোগিতা।'

'প্রতিযোগিতা?'

'কিছু নিয়ম ঠিক করা হয়েছে, সব ক'টা নিয়ম বলে যায়নি গ্যারি। যে গ্রুপটা রূপোর প্লেটে করে তোমার মাথাটা প্রস্তাবক বা অর্গানাইজারদের হাতে তুলে দিতে পারবে, তারাই জিতবে। যে-কোনো বোনাফাইড ক্রিমিনাল, টেরোরিস্ট বা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে প্রস্তাবকদের অনুমতি নিতে হবে। প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে চারদিন আগে। সময়সীমাও ঠিক করে দেয়া হয়েছে, তিন মাস। বিজয়ীকে দেয়া হবে দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।'

'কে, কারা···?' কথাটা বলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো রানা।

'চব্বিশ ঘন্টাও হয়নি উত্তরটা জানতে পেরেছেন গুরু, লণ্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের সাহায্যে।' এক হপ্তা আগে সাউথ লণ্ডনের কয়েকজন গ্যাংল্যাণ্ড চীফকে ধরে আনা হয়, রাহাত খানের নেতৃত্বে একদল বি. সি আই. এজেণ্টের হাতে তুলে দেয়া হয় তাদের। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কোনো রকম ইতস্তত না করেই সব রকম সহযোগিতা করছেন তাঁর সাথে, অবশ্য কারণও আছে। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস অচল হয়ে পড়ার পর তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বি. সি. আই.-কে দিয়ে করিয়ে নিতে হচ্ছে। গ্যাংল্যাণ্ড চীফদের কি দাওয়াই দিয়েছে বঙ্গশার্দুলরা অজয় জানে না, তবে জানে আতংকিত চারজন চীফ চব্বিশ ঘন্টার প্রতি মুহূর্তের জন্যে প্রোটেকশন চেয়ে আবেদন জানায়। প্রোটেকশন যে ওদের দরকার, সেটা বোঝা গেল গ্যাংল্যাণ্ড চীফদের পঞ্চম ব্যক্তি পালিয়ে যাবার পর। অজয় বললো, 'শুনেছি কাল তাকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। হ্যাঁ, উদ্ধার করেছে। শরীরের অবস্থা কহতব্য নয়।'

সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলো অজয়, লোকটা কি রকম কষ্ট পেয়ে মারা গেছে। এমনকি রানাও শিউরে উঠলো। 'ওহ্, গড!'

'ফরেনসিক থেকে বলা হয়েছে, মরার জন্যে অযৌক্তিকভাবে বেশি সময় নেয় ব্যাটা।'

'লোকটা বোধহয় পালিয়ে যায়নি, তাকে চলে যাবার সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল,' বললো রানা। 'বস্ বোধহয় পাঁচজনের মধ্যে চারজনকে আটকে রেখে বাকি একজন ছেড়ে দিলে কি হয় দেখতে চেয়েছিলেন?'

‘ঠিক ধরেছো।’ চকচক করে উঠলো অজয়ের চোখ।

‘এরপর স্বভাবতই বাকি চারজন মুখ খুলতে রাজি হয়, প্রোটেক-শনের বিনিময়ে?’

‘রাইট।’

‘তাহলে কে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে?’

‘এমনকি প্রতিযোগিতার একটা নামও দেয়া হয়েছে,’ গম্ভীর সুরে বললো অজয়। ‘নামটা হলো, হেড হান্ট। তবে কোনো সান্ত্বনা পুরস্কার রাখা হয়নি, পুরস্কার ওই একটাই। গুরুর ধারণা, স্টার্টিং গেট থেকে কমপক্ষে ত্রিশজন প্রফেশনাল কিলার বেরিয়ে এসেছে।’

‘পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে কে?’

‘তোমার পুরনো এক বন্ধু, হার্মিসের বর্তমান চেয়ারম্যান। ইতি-মধ্যে আমি জেনেছি, উ সেন-এর ইউনিয়ন কর্স নাম পাল্টে হার্মিস হয়েছে। গুরু আমাকে জানিয়েছেন, বর্তমান চেয়ারম্যানের সাথে তোমার নাকি একবার পাঞ্জা কষা হয়ে গেছে…।’

‘পিয়েরে দ্য মালিন। কর্নেল পিয়েরে দ্য মালিন।’

‘যে কিনা তিন কি চার মাসের মধ্যে স্বর্গীয় পিয়েরে দ্য মালিনে পরিণত হবে। সেজন্যেই সময়সীমা।’

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো রানা। পিয়েরে দ্য মালিন কতো-টুকু বিপজ্জনক হতে পারে সে-সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ও। রানার হাতে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হার্মিস মুখ থুবড়ে পড়ার পর ধারণা করা হয়েছিল, কুখ্যাত ফরাসী অপরাধী চক্রটি আর বোধহয় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না, কারণ নেতৃত্ব দেয়ার মতো লোক তাদের

ছিলো না। তারপর, সংগঠনের অনেক নিচের স্তর থেকে, প্রায় ধূমকেতুর মতো উঠে আসে একজন—পিয়েরে দ্য মালিন। এমনকি প্রায় বিধ্বস্ত হার্মিসের চীফ এক্সিকিউটিভ হওয়াও সহজ কথা নয়। এক হাজার একটা কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে তাকে। প্রমাণ করতে হয়েছে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড রণক্ষেত্রে সে একজন দক্ষ সমরনায়ক। লোকটার চেহারাটা রানার মানসপটে ভেসে উঠলো—গায়ে গাঢ় রঙের চামড়া, পেশীবহুল, গোটা অস্তিত্ব থেকে যেন বিপুল শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটছে। পিয়েরে মালিন আন্তর্জাতিক অর্থে মহাশক্তিশালী একজন লিডার, তার নিষ্ঠুরতার কোনো তুলনা হয় না।

মালিনকে শেষ কোথায় দেখেছে, মনে পড়ে গেল রানার। জেনেভার ওপর, প্যারাস্যুট নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। লিডার হিসেবে দ্য মালিনের বৈশিষ্ট্য হলো, সে যুদ্ধ পরিচালনা করে সামনের সারি থেকে। শেষবার দেখার একমাস পর রানাকে আবার খুন করার চেষ্টা করে সে। তারপর তাকে খুব কমই দেখা গেছে। তবে রানা বিশ্বাস করে, এ-ধরনের নৃশংস প্রতিযোগিতা শুধু বোধহয় দ্য মালিনের মাথা থেকেই বেরুতে পারে। 'তুমি কি বলতে চাইছো, সময় ফুরিয়ে এসেছে লোকটার? সে মারা যাচ্ছে?'

'কিছু দিন আগে নাকি হঠাৎ করে তার প্যারাস্যুট নিয়ে পালাবার দরকার হয়?' রানার চোখের দিকে তাকালো না অজয়।

'হ্যাঁ।'

'শুনেছি, ল্যাণ্ডিঙের সময় মেরুদণ্ডে আঘাত পায় সে। এই আঘাতের দরুন ফুলে ওঠে একটা টিউমার, নাগালের মধ্যে পেয়ে যায় স্পাইনাল কর্ড-কে। ছ'জন স্পেশালিস্ট দেখেছে তাকে।

কোনো আশাই নাকি নেই। চারমাসের মধ্যে পিয়েরে দ্য মালিন পটল তুলবে। তার আগে সে তার শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করতে চায়।'

'হামিস ছাড়া আর কারা জড়িত?'

কালো দাড়ির ওপর একটা হাত বুলালো অজয়। 'জানার চেষ্টা করছেন গুরু। বলাই বাহুল্য, তোমার পুরনো শত্রুদের অনেকেই আছে। কয়েকজনের নাম বলতে পারি আমি। কে. জি. বি.-র গুস্তাফের কথা মনে আছে তোমার? তারপর ধরো, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের গা ঢাকা দিয়ে থাকা তিনজন অফিসার—রবসন, ডানহিল, হুইসপার। মোসাডের কথা না-ই বা বললাম, ওরা গোটা একটা গ্রুপকে পাঠিয়েছে। সি. আই. এ.-র অন্তত দু'জন এজেন্টের কথা জানি, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। পশ্চিম জার্মান ইন্টেলিজেন্স-এর দু'জন। আর আছে পরিচিত টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনগুলো, রেড বিগ্রেড থেকে শুরু করে সবগুলো। দশ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার, বহু রথী-মহারথীকে আকৃষ্ট করেছো তুমি।'

'আণ্ডারওয়ার্লডের কারা আছে?'

অধৈর্য হয়ে একটা হাত ঝাঁকালো অজয়। 'বলো কারা নেই। ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, অন্তত তিনটে মাফিয়া পরিবার··· ।'

'হুম।'

বিশাল দেহ নিয়ে চেয়ার ছাড়লো অজয় মুখার্জি। আকৃতির তুলনায় তার অনায়াস ক্ষিপ্রতা রীতিমতো বিস্ময়কর। বসে থাকা আর দাঁড়িয়ে রানার কাঁধে হাত রাখার মধ্যে সময়ের ব্যবধান বোধহয় এক সেকেণ্ডের কম। 'জানি, রানা, জানি—তোমার জন্যে এটা একটা চরম পরীক্ষা। মন খারাপ করে লাভ নেই, বুদ্ধি দিয়ে

টিকে থাকতে হবে।' এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো সে। 'হেড হান্ট সম্পর্কে আরেকটা কথা তোমার জানা দরকার···।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাতটা নামিয়ে দিলো রানা। অজয়ের কথা ভালো করে শুনতে পাচ্ছে না ও। ইউনিয়ন কর্স, উ সেন, সও মং আর হামিসের কথা ভাবছে। ইউনিয়ন কর্স অর্থাৎ হামিসের সাথে আগেও পাঁচ-সাতবার যুদ্ধ করতে হয়েছে ওকে। উ সেন মারা গেল, বেশ কয়েক বছর পর উ সেনের ছদ্মনাম সও মং ধারণ করে রানাকে খুন করার প্ল্যান করলো বাননা বেলাডোনা। তারও মৃত্যু হয়েছে। শেষবার রানাকে খুন করার চেষ্টা করলো পিয়েরে দ্য মালিন। রানার ধারণা ছিলো, হামিসের সব নেতৃস্থানীয় অপরাধী সহ মালিনও মারা গেছে। এখন দেখা যাচ্ছে তা নয়। আবার ওরা ওকে খুন করার প্ল্যান করেছে। এবারের প্ল্যানটা, সন্দেহ নেই, তুলনাহীন। দশ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার পাবার জন্যে যদি বিশ লাখ লোক রানার মাথা কাটতে ছুটে আসে, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। 'কিসের আরেকটা কথা?' ঝাঁঝের সাথে, প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো রানা। 'খুব ভালো করেই বোঝাতে পেরেছো, কাউকে বিশ্বাস করতে পারবো না। এমনকি তোমাকেও কি আমি বিশ্বাস করতে পারি, অজয়?'

শেষ কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ, তিক্ততার সাথে, ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলো রানা। সত্যি, কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। অজয়-কে তো নয়ই, কারণ সে এমনকি বি. সি. আই. বা রানা এজেন্সির এজেন্টও নয়, স্রেফ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী। কিন্তু মাথার দাম যেখানে দশ মিলিয়ন ডলার, সেখানে বন্ধুত্বের বাঁধন কতোটুকু শক্ত থাকবে

বলা সত্যি ভারি কঠিন। রানা এজেন্সি বা বি. সি. আই. এজেন্ট-দের অনেককেই নিজের হাতে গড়ে পিটে তৈরি করেছে রানা, এই চরম সংকটে তাদেরও কি পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়? বাকি সবাই—সোহেল, জাহিদ, সলীল, আনিস, যারা পুরনো? মনে মনে হাসলো রানা। ওদেরকে যদি বিশ্বাস করতে না পারে, নিজের ওপরও বিশ্বাস রাখার কোনো মানে হয় না। তবে নতুন এজেন্ট-দের সম্পর্কে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় কি?

'তোমার সমস্যাটা আমি বুঝতে পারছি, রানা,' শান্ত গলায় বললো অজয়। 'না, আমাকেও তুমি বিশ্বাস করতে পারো না। নিজেকে ছাড়া আর যাকেই বিশ্বাস করবে, চরম মূল্য দিতে হতে পারে তোমাকে। এটাই বাস্তব পরিস্থিতি, এটাকে মেনে নিয়েই আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে।'

মাথার চুলে আঙুল চালালো রানা।

'যে-কথা বলছিলাম,' আবার শুরু করলো অজয়। 'হেড হাণ্ট প্রতিযোগিতার একটা নিয়ম—প্রতিটি সংগঠন থেকে মাত্র একজন লোক অংশগ্রহণ করতে পারবে। শেষ তথ্য পাওয়া গেছে...।'

'কিন্তু তুমি বললে ইসরায়েল গোটা একটা গ্রুপকে পাঠিয়েছে? তারপর বললে...।'

'তাহলে ব্যাখ্যা করতে হয়। মোসাড একটা গ্রুপই পাঠিয়েছে, তবে সদস্যরা এক একজন এক একটা সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছে। ইসরায়েলি মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স, মোসাড, সিক্রেট পুলিশ, গেরিলা ও কমাণ্ডো ইউনিট, সবগুলো থেকে একজন করে পাঠানো হয়েছে। সি. আই. এ., কে. জি. বি. বা অন্যান্য টেরো-

রিস্ট অর্গানাইজেশন সম্পর্কেও এ-কথা সত্যি। যা বলছিলাম,' থেমে একটা সিগারেট ধরালো অজয়, রানা লক্ষ্য করলো তার হাত দুটো একটুও কাঁপলো না। 'সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, এরই-মধ্যে প্রতিযোগীদের চারজন নৃশংসভাবে খুন হয়েছে, গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে—একজন আমরা যেখানে বসে আছি সেখান থেকে কয়েক শো মিটার দূরে।'

'পিটার ব্রনসন। আলডো বেলি। বাকি দু'জন অসটেণ্ড ফেরির আরোহী।'

'রাইট। ফেরির আরোহীরা দুটো আই আর এ টেরোরিস্ট গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করছিল। পিটার ব্রনসন ছদ্মবেশী ইসরায়েলি এজেন্ট। আর আলডো বেলিকে ভাড়া করে পাঠিয়েছে একটা মাফিয়া পরিবার।'

চারজনই মারা গেছে, ভাবলো রানা, ওর কাছাকাছি আসার পর। কি করে এটাকে কাকতালীয় ঘটনা বলা যায়? তবে অজয়-কে কোনো প্রশ্ন করলো না ও, অজয়ও ওকে কোনো আভাস-ইঙ্গিত দেয়ার চেষ্টা করলো না। রানা জানতে চাইলো, 'বসের নির্দেশ কি?'

'যতো তাড়াতাড়ি পারো লণ্ডনে ফিরে যেতে হবে তোমাকে। আগেই শুনেছো, তুমি যাতে বি. সি. আই. বা রানা এজেন্সির সাহায্য না পাও তার ব্যবস্থা করেছে ওরা। সমস্ত এজেন্টের পথে কোনো না কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমার ওপর নজর রাখার জন্যে যথেষ্ট ম্যান পাওয়ার গুরুর হাতে নেই। তবে, লণ্ডনে পৌঁছুতে পারলে, উনি তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা

করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন। বিশ্বাসের প্রশ্ন তুলো না, কারণ বিশ্বাস করি বলেই ওদের দু'জনকে বেছে নিয়েছি আমি—ওরা তোমাকে সবচেয়ে কাছের একটা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে। পৌঁছে দেবে মানে তুমি নিরাপদে পৌঁছুলে কিনা দেখবে। তুমি প্লেনে ওঠার পর তোমার গাড়িটার একটা ব্যবস্থা করবে ওরা…,'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো রানা। 'গাড়ির ব্যবস্থা যা করার আমি করবো। আমার হয়ে ওটার ব্যবস্থা আর কেউ করবে না—ঠিক আছে?'

কাঁধ ঝাঁকালো অজয়। 'তোমার ব্যাপার। তবে গাড়িটা তোমাকে চিনিয়ে দেবে।'

জিনিস-পত্র এরইমধ্যে গুছিয়ে নিতে শুরু করেছে রানা, কামরার এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করছে দ্রুত, যদিও এক পলকের জন্যেও অজয়ের ওপর থেকে দৃষ্টি বা মনোযোগ হারাচ্ছে না। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না: এমনকি অজয়কেও সে বিশ্বাস করতে পারে না। 'তোমার দু'জন লোক?' প্রশ্ন করলো ও। 'চেহারার বর্ণনা?'

'বাইরে অপেক্ষা করছে ওরা। নিজেই দেখো না।' ইঙ্গিতে জানালাটা দেখিয়ে দিলো অজয়। তারপর এগিয়ে গিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালো। প্রকাণ্ডদেহীর ঠিক পিছনে দাঁড়ালো রানা।

পিছনে ওর উপস্থিতি টের পেয়ে অজয়ের কাঁধ দুটো কি একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো?

'ওই তো,' বললো অজয়, 'হৃৎপিণ্ড আকৃতির পাথরটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন, নীল শার্ট। গাড়িগুলোর শেষ মাথায়

আরেকজন, সিলভার রেনল্ট-এর পাশে।'

গাড়িটা রেনল্ট টোয়েনটিফাইভ ভি-সিক্স-আই, রানার প্রিয় গাড়িগুলোর একটা নয়। ইচ্ছে করলে লোক দু'জনকে অনায়াসে ফাঁকি দিতে পারবে ও। 'আরেকজন সম্পর্কে তথ্য চাই আমি,' পিছিয়ে কামরার মাঝখানে চলে এসে বললো রানা। 'ইটালিয়ান টাইটেল, মেয়েটা ইংরেজ...।'

'টরটেলিনি?' ঠোটের কোণ বাঁকা হয়ে উঠলো অজয়ের।

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'প্রতিযোগিতায় সে আছে বলে গুরু মনে করেন না। তবে টোপ হওয়া খুবই সম্ভব। তিনি বলেছেন, তোমাকে সাবধান থাকতে হবে। ধরে নিচ্ছি, আশপাশেই আছে সে?'

'হ্যাঁ। তাকে আমি রোম পর্যন্ত লিফট দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।'

'ফেলে পালাও।'

'দেখা যাক। ঠিক আছে, অজয়, ধন্যবাদ। আর বোধহয় কিছু বলার নেই তোমার। লণ্ডনের পথে বেরিয়ে পড়ছি আমি। সন্দেহ নেই, জার্নিটা উপভোগ্য হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা হাত লম্বা করে দিলো অজয়, না দেখার ভান করে এড়িয়ে গেল রানা। 'গুড লাক, দোস্ত,' বললো অজয়। 'সাবধানে থেকো। প্রার্থনা করি, ভাগ্য তোমার সহায় হোক।'

'কোনো কোনো ব্যাপারে ভাগ্যে আমি একদম বিশ্বাস করি না। অটুট বিশ্বাস আছে শুধু আমার নিজের ওপর।'

ভুরু কোঁচকালো অজয়, মাথা ঝাঁকালো, তারপর রানাকে তৈরি হবার সুযোগ দিয়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

এক সেকেণ্ড চিন্তা করলো রানা। সব কাজ খুব তাড়াতাড়ি সারা দরকার, তবে এই মুহূর্তে ওর সবচেয়ে বড় উদ্বেগ, রোজিনাকে নিয়ে কি করবে ও। সশরীরে উপস্থিত রয়েছে মেয়েটা, অচেনা, তবু মনে হলো তাকে কোনোভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। জিম্মি হিসেবে, সম্ভবত? কাউন্টেস রোজিনা টরটেলিনি জিম্মি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, এমনকি একটা বর্ম হিসেবেও, যদি রানা যথেষ্ট নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়। যেন টেলিপ্যাথি জানে মেয়েটা, ঠিক এই সময় নিচে থেকে ফোন করলো রোজিনা। রিসিভার তুলতেই রানার কানে জলতরঙ্গের সুর বাজলো, 'ভাবছিলাম, ঠিক কোন্ সময় তুমি রওনা হতে চাও, রানা?'

'তুমি তৈরি হওয়া মাত্র। আমার প্রায় হয়ে এসেছে।'

হেসে উঠলো রোজিনা, মনে হলো কর্কশ ভাবটুকুর অস্তিত্ব নেই। 'আমারও প্রায় হয়ে এসেছে, খুব বেশি হলে আর পনেরো মিনিট লাগবে। তুমি চাও, রওনা হবার আগে এখানে আমরা খেয়ে নেবো?'

রানা বললো, 'রাস্তায় কোথাও থামলে ভালো হয়।' তারপর বললো, 'শোনো, রোজিনা, ছোট্ট একটা সমস্যা হয়েছে। এমন হতে পারে যে আমাদেরকে হয়তো একটু ঘুরে যেতে হবে। রওনা হবার আগে তোমার কাছে আসতে পারি আমি, কথা বলার জন্যে?'

'আমার কামরায়?'

'সেটাই ভালো হয়।'

'কনভেন্টে পড়া একটা মেয়ে তথা একজন কাউন্টেসের জন্যে

ছোট্ট একটা কলংকের বীজ বপনের জন্যে মন্দও হয় না।'

'আমি তোমাকে কথা দিতে পারি, কলংক হবে না। দশ মিনি-টের মধ্যে, ঠিক আছে?'

'এভাবে জেদ ধরলে কি আর করা,' বললো রোজিনা। বিরক্ত হয়নি, তবে আগের চেয়ে একটু যেন সতর্ক বা ফরম্যাল বলে মনে হলো রানার।

ও বললো, 'ব্যাপারটা একটু জটিল। দশ মিনিট পর দেখা হচ্ছে।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছে কি রাখেনি, আবার সেটা ঝনঝন শব্দে বেজে উঠলো।

'মিঃ রানা?' লাউডস্পীকারের কণ্ঠস্বর সাথে সাথে চিনতে পারলো রানা। গুডবাই ক্লিনিকের ডিরেক্টর, ফোনেও তিনি চিৎ-কার করেন। ভদ্রলোককে আতংকিত মনে হলো।

'হের ডিরেক্টর?' দুশ্চিন্তার সুর নিজের গলাতেও টের পেলো রানা।

'আমি দুঃখিত, মিঃ রানা। আমি আপনাকে একটা খারাপ খবর দিচ্ছি...।'

'রাঙার মা!'

'আপনার রোগিণী, মিঃ রানা। তিনি গায়েব হয়ে গেছেন। পুলিস এসেছে, আমার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন অফিসাররা। আরো আগে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি বলে দুঃখিত। আপনার মেইড সারভেন্ট সেই ভিজিটর ভদ্রমহিলার সাথে অদৃশ্য হয়েছেন। তারপর একটা টেলিফোন কল আসে, এবং

পুলিশ আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায়। আপনার রোগিণী-কে, কি যেন বলা হয়, ন্যাপ…!'

'কিডন্যাপ?' দম বন্ধ হয়ে এলো রানার। 'রাঙার মা'কে কিডন্যাপ করা হয়েছে? রাঙার মা আর শায়লাকে?' এক মুহূর্তে হাজারটা চিন্তা ও সম্ভাবনা খেলে গেল রানার মাথায়, মাত্র একটা অর্থবহ মনে হলো। প্ল্যানটা যারই হোক, সে তার হোম ওঅর্ক-এ ফাঁকি দেয়নি। কাকে কিডন্যাপ করলে মাসুদ রানা উদ্ধার করতে আসবে, সে জানে। রাঙার মা'র সাথে শায়লাকেও, তারমানে এক ঢিলে দুই পাখি। রাঙার মা'র প্রতি ওর আন্তরিক দায়িত্ববোধ আছে, আর শায়লা ওর প্রাইভেট সেক্রেটারী, অনেক গোপন তথ্য তার জানা। হেড হান্ট প্রতিযোগীদের কেউ একজন কাছ থেকে নজর রাখতে চায় রানার ওপর, রাঙার মা আর শায়লাকে রানা খুঁজতে বেরুলে তার আশা পূর্ণ হয়।

কি করবে এখন রানা? বসের নির্দেশে লণ্ডনে ফিরে যাবে?

পাঁচ

সমস্ত দিক বিবেচনার মধ্যে রেখে বলতেই হবে, ভাবলো রানা, কাউন্টেস রোজিনা টরটেলিনি অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা প্রকৃতির মেয়ে। কোটটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিলো ও, পরে গুছিয়ে রাখবে, তার-পর লম্বা আয়নার দিকে ফিরে বিবস্ত্র শরীরটার ওপর চোখ বুলালো। যা দেখলো, খুশি হয়ে উঠলো রানা ; মিথ্যে অহমিকা বা আত্মপ্রেম নয়, চোখে লাগার মতো ফিটনেস লক্ষ্য করে—বুক, উরুর পেশী টান টান হয়ে আছে, ফুলে আছে বাইসেপ।

অজয় আসার আগেই শাওয়ার সেরে দাড়ি কামিয়ে নিয়েছে রানা, এই মুহূর্তে কাপড় পাল্টানোর ফাঁকে ভাবছে কিভাবে সাম-লানো যায় রোজিনাকে। স্ল্যাকস্ পরলো রানা, সফ্‌ট্ লেদার মোকাসিন গলালো পায়ে, গায়ে চড়ালো একটা সী আইল্যাণ্ড কটন শার্ট। নাইন-এমএম এ. এস. পি. লুকানোর জন্যে শার্টের ওপর পরলো গ্রে অস্কার জ্যাকবসন আলকানটারা জ্যাকেট। স্যুট-কেস আর ব্রিফকেস দুটো দরজার কাছাকাছি রাখলো, অস্ত্রটা

চেক করলো, তারপর নেমে এলো নিচের লবিতে। রিসেপশন ডেস্কে থেমে নিজের ও রোজিনার বিল মেটালো, আবার ওপর-তলায় উঠে দাঁড়ালো রোজিনার দরজায়।

দরজার পাশে রোজিনার ব্যাগ আর স্যুটকেসগুলো এক লাইনে সাজানো। নক করতেই দরজা খুলে দিলো সে। আজ আবার জিনস পরেছে, তবে শার্টটা কালো সিল্ক।

সামান্য ঠেলা দিয়ে তাকে কামরার ভেতর নিয়ে এলো রানা। রোজিনা প্রতিবাদ করলো না, শুধু বললো রওনা হবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে সে। রানার চেহারা থমথম করছে, দেখে কোমল সুরে জিজ্ঞেস করলো, 'রানা, কি ব্যাপার? খুব খারাপ একটা কিছু ঘটেছে, তাই না?'

'দুঃখিত, জিনা। হ্যাঁ। আমার জন্যে সত্যিই অত্যন্ত খারাপ, এমনকি তোমার জন্যেও বিপজ্জনক হতে পারে…।'

'আমি ঠিক বুঝলাম না…।'

'আমার দু'একটা কাজ তোমার ঠিক পছন্দ হবে না, জিনা। শোনো তাহলে, আমাকে হুমকি দেয়া হয়েছে…।'

'হুমকি দেয়া হয়েছে? কি হুমকি দেয়া হয়েছে?' এখনো পিছিয়ে যাচ্ছে রোজিনা।

'সব কথা খুলে বলার সময় নেই, জিনা। তবে আমার কাছে একটা ব্যাপার পরিষ্কার। শুধু আমার কাছে নয়—আরো অনেকের কাছে, এর সাথে তোমার জড়িত থাকার সম্ভাবনা আছে।'

'আমি? কিসের সাথে জড়িত, রানা? তোমাকে হুমকি দেয়ার সাথে?'

'ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর, জিনা। আমার জীবন-মরণের প্রশ্ন।

একটা কথা তো ঠিক যে আমাদের দেখা হলো রহস্যময় একটা পরিস্থিতিতে।'

'কি! মানে? পরিস্থিতির মধ্যে রহস্য কোথায় দেখলে তুমি? ছোকরা তুই গুণ্ডা বাদে?'

'মনে হলো, ঠিক যেন মাহেন্দ্রক্ষণটিতে উপস্থিত হলাম আমি; ফলে সম্মান হারানোর মহা একটা বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেলে তুমি। তারপর তোমার গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল, ঠিক যেখানটায় নষ্ট হলে ভালো হয়, আমি যেখানে উঠেছি। তোমাকে আমি রোম পর্যন্ত লিফট দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছি। গোটা ব্যাপারটাকে কেউ যদি একটা ফাঁদ বা সেট-আপ হিসেবে দেখে, তাকে তুমি দোষ দিতে পারো না।'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না…।'

'সত্যি দুঃখিত, জিনা! আমি…।'

'তুমি আমাকে রোমে নিয়ে যেতে পারছো না?' চেহারা থমথমে, তবে গলা শান্ত, একটু যেন বেশি শান্ত। 'ঠিক আছে, রানা, ঠিক আছে। আমি বুঝতে পারছি। এ নিয়ে আর ভেবো না। আমি একটা উপায় বের করে নেবো, একটু সমস্যা হয়তো হবে…।'

'তুমি বোঝোনি, জিনা। আমার সাথেই যাচ্ছো তুমি, হয়তো শেষ পর্যন্ত রোমেও যাওয়া হবে। আমার আর কোনো বিকল্প নেই। তোমাকে সাথে রাখতে হবে, দরকার হলে এমনকি জিম্মি হিসেবে। সঙ্গে একটা বীমা থাকা দরকার। তুমিই আমার পলিসি, জিনা।'

থামলো রানা, হজম করার জন্যে সময় দিলো রোজিনাকে, তারপর অবাক হয়ে দেখলো মৃদু হাসি ফুটছে রোজিনার ঠোঁটে।

'বাহ্, চমৎকার! আগে কখনো জিম্মি হইনি, রানা। নতুন একটা অভিজ্ঞতা হবে।' হঠাৎ থেমে গেল সে, চোখ নামিয়ে রানার হাতের আগ্নেয়াস্ত্রটা দেখলো। 'ওহ্, বয়! মেলোড্রামা? ওটা তোমার দরকার নেই, রানা। আছি তো ছুটির মধ্যে, তাই না? তোমার জিম্মি হতে সত্যি আমার কোনো আপত্তি নেই, একান্তই যদি প্রয়োজন বলে মনে করো।' থামলো সে, চেহারায় মুগ্ধ বিস্ময়। 'কে জানে, ব্যাপারটার মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনার খোরাকও থাকতে পারে। তুমি জানো না, একসাইটমেন্টের ভারি ভক্ত আমি।'

'যাদের বিরুদ্ধে আমাকে লড়তে হবে তারা লেজে পা পড়া গোক্ষুরের মতো উত্তেজিত হয়ে আছে, জিনা। আমি শুধু আশা করতে পারি, এখন যা ঘটবে, তাতে যেন তোমার খুব একটা ক্ষতি না হয়ে যায়। সত্যি আমার আর কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বাস করো, এটা কৌতুক বা খেলা নয়। আমি যা বলবো তাই তুমি করবে, করবে সাবধানে, অত্যন্ত ধীরেসুস্থে। এখন থেকেই শুরু হলো—ঘুরে দাঁড়াও, জিনা। মাথার ওপর হাত তুলে ঘোরো।'

দুটো জিনিস খুঁজলো রানা—একটা অস্ত্র, সুচতুরভাবে লুকানো; আরেকটা বিকল্প অস্ত্র, চোখের সামনে থাকলেও সহজে যেটা অস্ত্র বলে চেনা যায় না। রোজিনা তার শার্টের গলার কাছে একটা ক্যামিও ব্রোচ পরেছে। তাকে দিয়ে ব্রোচটা খোলালো ও, ছুঁড়ে দিলো বিছানার দিকে, ওখানে তার শোল্ডার ব্যাগটাও পড়ে রয়েছে। এবার তাকে জুতো জোড়া খুলতে বললো রানা।

ক্যামিও ব্রোচটা নিজের কাছে রাখবে ও। দেখতে জিনিসটা যথেষ্ট নিরাপদ বলেই মনে হয়, তবে ব্যবহার করতে জানলে

অবিশ্বাস্য ক্ষতি করতে পারে। মাত্র এক হাতে সার্চ করলো রানা রোজিনাকে, এ. এস. পি. ধরা অপর হাতটা সতর্কতার সাথে যথেষ্ট পিছনে রাখলো। জুতো বা বেল্টে কিছু পাওয়া গেল না। বিব্রত করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলো রানা, কিন্তু শরীর আর কাপড়-চোপড়গুলো পরীক্ষা না করলেই নয়। দেহ-তল্লাশি করে যদি কিছু না পাওয়া যায়, লাগেজগুলো পরীক্ষা করতে হবে। তবে এখুনি নয়, রাস্তায় কোথাও থামার সুযোগে। তার আগে লক্ষ্য রাখতে হবে ওগুলো যেন রোজিনার নাগালের বাইরে থাকে।

শোল্ডার ব্যাগটা বিছানার ওপর খালি করলো রানা। সাদা চাদরে মেয়েলি জিনিস-পত্র ছড়িয়ে পড়লো, সাথে রয়েছে একটা চেক বই, ডায়েরী, ক্রেডিট কার্ড, নগদ টাকা, টিস্যু, চিরুনি, ট্যাবলেট ভরা ছোটো একটা শিশি, ভিসার কাগজ-পত্র ইত্যাদি।

'আমি জানি, রানা, কাজটা তুমি উপভোগ করছো না,' ম্লানকণ্ঠে বললো রোজিনা। 'যদি উল্টোটা সত্যিহয়, তোমার প্রতি আমার··· ।'

'শ্রদ্ধা কমে যাবে, জানি,' তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো রানা, একটু কঠিন সুরেই।

'না, রানা, জানো না।' হাসলো রোজিনা, দুঃখের হাসি। 'আমি চাই না তোমাকে আমার শ্রদ্ধা করতে হোক। শ্রদ্ধা জিনিসটাকে কে কিভাবে দেখে বলতে পারবো না, তবে আমার মনে হয় একজন মানুষকে দুরে সরিয়ে রাখার জন্যে শ্রদ্ধার একটা জোরালো ভূমিকা আছে। এমন হতে পারে, আসলে হয়তো কেউ আমরা কাউকে সেভাবে শ্রদ্ধা করি না। না, শ্রদ্ধা নয়; তোমার প্রতি

আমার টান কমে যাবে, রানা। কারণ, তোমাকে আমার রুচিশীল পুরুষ বলে মনে হয়েছে।'

'যদিও কাজটা আমি অরুচিকর করছি,' বললো রানা। জানে, রোজিনা হয়তো ওকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করছে। চিরুনি, দিয়াশলাই, সেলাই-এর সরঞ্জাম, সেন্ট স্প্রে, লিপস্টিক আর কম-প্যাক্টটা নিজের কাছে রেখে দিলো ও। স্প্রে, লিপস্টিক আর কম-প্যাক্ট পরে ভালো করে পরীক্ষা করতে হবে। অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, সেন্ট স্প্রে-তে থাকতে পারে বিষাক্ত কেমিকেল, লিপস্টিকে থাকতে পারে ক্ষুরের মতো ধারালো ইস্পাতের ফলা বা এমনকি হাইপডারমিক সিরিঞ্জ, আর পাউডার কমপ্যাক্টটা খুদে রেডিও হওয়া বিচিত্র নয়।

নরম সুরে রোজিনাকে বিবস্ত্র হতে অনুরোধ জানালো রানা, যদিও চেহারাটা থমথমেই থাকলো। যতোটা রাগলো, তারচেয়ে বেশি আড়ষ্ট হয়ে উঠলো রোজিনা। ক্রীম ঢালা কফির মতো তার গায়ের রঙ, ভারি মসৃণ আর কোমল, এ-ধরনের ত্বক শুধু কষ্টকর রৌদ্রস্নানের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব—ধৈর্য, বাছাই করা লোশন, নির্দিষ্ট মাত্রার রোদ আর কাপড় খোলার যথেষ্ট সাহসও দরকার হয়। পুরুষরা এ-ধরনের শরীর স্বপ্নে দেখে, শিল্পীরা তাদের তুলির সাহায্যে আঁকতে চেষ্টা করে। আদর্শ দেহ-সৌষ্ঠব, দেখামাত্র ভাবতে ইচ্ছে করে নির্ঘাৎ মেয়েটা ছটফট করে বিছানায়।

জিনস আর শার্ট সার্চ করলো রানা, নিশ্চিত হলো লাইনিং আর সেলাইয়ের মাঝখানে কিছু নেই। সন্তুষ্ট হবার পর আবার ক্ষমা প্রার্থনা করলো ও, অনুমতি দিলো কাপড় পরার, বললো,

'এবার তুমি পোর্টারকে ডাকতে পারো।'

'সার্চ করা হয়ে গেল?' জিজ্ঞেস করলো রোজিনা, চোখে ধারালো বিদ্রূপ।

তাকিয়ে থাকলো রানা, কিছু বললো না। অপেক্ষা করছে।

'আমি ভাবলাম, আরো কিছু দেখার ও করার আছে তোমার!' ভাবটা যেন নিরাশ হয়েছে রোজিনা।

রানা এবারও কোনো কথা বললো না।

'সত্যি তুমি ভদ্রলোক,' খানিকটা দ্বিধা নিয়ে প্রশংসা করলো রোজিনা। 'তবে, একটা সংকট থেকে বেঁচে গেলাম আমি। মস্ত একটা ঝুঁকি নিতে হতো আমাকে, এমনকি আমি হয়তো তোমার হাতে খুনও হয়ে যেতে পারতাম।'

রানার চোখে প্রশ্ন।

'নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয়, আমার জানা নেই, রানা। আমারই হার হতো, তবু আমাকে তুমি রেপ করার চেষ্টা করলে আমি বাধা দিতাম।' দ্রুত কাপড় পরছে সে।

'পোর্টারকে কি বলতে হবে শুনে নাও,' বললো রানা। 'বলবে, তোমার আর আমার ঘরে ব্যাগেজ তৈরি হয়ে আছে। নিচে নিয়ে গিয়ে সব আমার গাড়িতে তুলতে হবে।'

কথামতো কাজ করলো রোজিনা। রিসিভরাটা নামিয়ে রেখে বললো, 'যা যা বলেছো সব করেছি, রানা। কোনো সন্দেহ নেই, মরিয়া হয়ে উঠেছো তুমি। আর, তুমি যে কোনো না কোনো ধরনের প্রফেশনাল, তা-ও বেশ বুঝতে পারছি। তবে, আমাকে বোকা ভেবো না।'

‘বোকা ভাবলে সার্চ করতাম না।’

‘আসলে তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। কাজেই, যুক্তির মধ্যে হলে যা বলবে সবই করবো আমি। কিন্তু শোনো, সমস্যা একটা আমারও আছে।’ রোজিনার গলা শুধু উদ্বিগ্ন নয়, একটু যেন কেঁপেও গেল, যেন এইমাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনাটা নার্ভাস করে তুলেছে ওকে।

মাথা ঝাঁকালো রানা, সমস্যা খুলে বলার অনুমতি।

‘ক্যানোবিও-তে আমার এক স্কুল-ফ্রেণ্ড আছে, উপকূলের কাছাকাছি…।’

‘হ্যাঁ, জায়গাটা চিনি। খুব বেশি দূরে নয়, ইটালিয়ানদের প্রিয় ট্যুরিস্ট স্পট। প্রকৃতি ওখানে সত্যি ভারি সুন্দর। বেশ, আছে তো কি হয়েছে?’

‘আমি কথা দিয়েছি, যাবার পথে তাকে আমরা তুলে নেবো। ভেবেছিলাম গতরাতে তার সাথে দেখা হবে। ওখানে অপূর্ব সুন্দর একটা চার্চ আছে, তুমি নিশ্চয় জানো। লেকের ধারে; আমাদের জন্যে সেখানে অপেক্ষা করছে সে।’

‘ম্যাডোনা দেলা পিয়েতা,’ চার্চটার নাম বললো রানা।

‘হ্যাঁ, দুপুরের পর থেকে ওখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে সে।’

‘স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, প্রাণচঞ্চল একটা সিংহ?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘ঠাট্টা নয়, রানা। স্বাস্থ্যবতী, সুদর্শনা, প্রাণচঞ্চলা হরিণী।’

‘এড়িয়ে যাওয়া যায় না? টেলিফোনে?’

মাথা নাড়লো রোজিনা। 'নষ্ট গাড়ি নিয়ে পৌঁছুনোর পর তার হোটেলে আমি ফোন করেছিলাম। কাল রাতের কথা। হোটেলে তখনো পৌঁছায়নি সে। ডিনারের পর আবার তাকে ফোন করি, অপেক্ষায় ছিলো সে। হোটেলে কোনো রুম খালি পায়নি, অন্য কোথাও খুঁজে দেখার কথা ভাবছে। তুমি আমাকে বলেছিলে রওনা হতে আমাদের দেরি হতে পারে, তাই তাকে আমি ম্যাডোনা দেলা পিয়েতায় অপেক্ষা করতে বলে দিয়েছি, দুপুরের পর থেকে। ভাবিনি আবার তাকে ফোন করার দরকার হতে পারে...।'

বাধা এলো পোর্টারের তরফ থেকে, ব্যাগেজ নেয়ার জন্যে উঠে এসেছে।

রানা তাকে ধন্যবাদ দিলো, বললো একটু পরই নিচে নামছে ওরা। লোকটা চলে যেতে সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করলো ও। প্ল্যানটা যা-ই হোক, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে ওকে। প্রথম পৌঁছুতে চায় গুডবাই ক্লিনিকে, ওখানে খানিকটা পুলিশ প্রোটেকশন পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়, কারণ রাঙার মা আর শায়লাকে ওরা সাধ্যমতো খুঁজছে। ইটালিতে যাবার কোনো ইচ্ছেই রানার নেই, আর ক্যানোবিও সম্পর্কে যতোটুকু জানে ও, ফাঁদ পাতার জন্যে জায়গাটা আদর্শ। লেকের ধারে রাস্তা আর ম্যাডোনা দেলা পিয়েতার সামনেটায় সারাক্ষণ গিজগিজ করছে লোকজন, কারণ জায়গাটা শুধু ট্যুরিস্ট স্পটই নয়, শিল্পশহরও বটে। চার্চের সামনের চৌরাস্তায়, ভিড়ের ভেতর থেকে, একজন লোক গুলি করে পালিয়ে যেতে পারে অনায়াসে। কিংবা একজন মোটর সাইকেল আরোহী ব্রাশ ফায়ার করে কেটে পড়তে পারে। রোজিনা কি,

জেনে বা না-জেনে, ওখানে কোণঠাসা করার জন্যে নিয়ে যেতে চাইছে ওকে ?

'তোমার স্কুল-ফ্রেণ্ডের নাম কি ?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রানা। অনুভব করলো, কপালের ছু'পাশ সামান্য ব্যথা করছে। ব্যথাটা ভুলে থাকার চেষ্টা করলো ও, ভাবলো, ওষুধের প্রতিক্রিয়া না-ও হতে পারে।

'মলি,' বললো রোজিনা। 'মলি মণ্টানা। সবাই তাকে মলি বলে ডাকে। মণ্টানা পেট্রোকেমিকেলস্, মানে ওর বাবা।'

মাথা ঝাঁকালো রানা, প্রতিষ্ঠানের নামটা ওর পরিচিত। বহু-জাতিক একটা সংস্থা, হেড অফিস লণ্ডনে। 'ঠিক আছে, তোমার বান্ধবীকে তুলে নেবো আমরা, কিন্তু আমার প্ল্যানের সাথে নিজেকে তার খাপ খাইয়ে নিতে হবে।' রোজিনার কনুইটা শক্ত করে চেপে ধরলো রানা, বুঝিয়ে দেয়া দরকার সে-ই কর্তৃত্ব করছে।

রানা জানে, ক্যানোবিও-য় গিয়ে ফিরে আসতে মাত্র এক ঘণ্টা দেরি হবে ওর। সীমান্ত পেরোতে চায় ও, অস্ট্রিয়ায় যেতে হবে। ঝুঁকিটা যদি নেয়, একজনের জায়গায় হাতে চলে আসে ছু'জন জিম্মি। তাতে অনেক লাভের একটা হলো, গাড়িতে ওদেরকে এমন পজিশনে বসাতে পারবে, লক্ষ্যস্থির করা কঠিন হয়ে উঠবে আততায়ীর।

আরেকটা চিন্তা স্বস্তি বয়ে আনলো। পুরস্কার পাবার জন্যে উপযুক্ত বিবেচিত হবে শুধু ওর মাথাটা হাজির করতে পারলে। যে-ই আক্রমণ করুক, কাজটা তাকে করতে হবে রাস্তার নির্জন বিস্তৃতিতে, অথবা রাতে যেখানে থামবে।

একজন মানুষের মুণ্ডু ধড় থেকে আলাদা করা তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়, এমনকি তোমার খুব শক্তিশালী না হলেও চলে। যে কোনো হ্যাক-স' এক মিনিটে কাজটা সারতে পারে। দরকার হবে শুধু বেশ খানিকটা নির্জনতা। ক্যানোবিওর প্রধান চার্চের সামনে ম্যাগিওর লেকের ধারে, কাজটা করার কথা পাগল ছাড়া কেউ ভাববে না।

ওরা কেউ কারো ওপর সন্তুষ্ট নয়—সম্ভবত কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি, তবু রোজিনাকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে বলে ভাবতে পারছে না রানা, আর মুখে যতোই প্রশংসা করুক, সঙ্গত কারণেই রানার ওপর খেপে আছে রোজিনা—তবু বিনয় আর ভদ্রতা দেখাতে কেউ কারো চেয়ে কম গেল না।

'ধন্যবাদ, রানা। বান্ধবীকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারছি, সেজন্যে তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ··· উহ্, লাগছে যে!'

রোজিনার কনুইয়ে মুঠোর চাপ একটু কমালো রানা। 'সত্যি দুঃখিত।'

নিচে নেমে এলো ওরা। সবুজ মুলসেন টার্বোর পিছনে লাগেজ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পোর্টার। চোখের কোণ দিয়ে অজয় মুখার্জির লোকটাকে দেখতে পেলো রানা। হৃৎপিণ্ড আকৃতির পাথরটার কাছ থেকে রওনা হলো, সার সার গাড়ির সামনে দিয়ে নিজেদের রেন-ল্টের দিকে হেঁটে যাচ্ছে সে। লোকটা একবারও পিছন ফিরে রানার দিকে তাকালো না, ভাব দেখে মনে হলো মাটিতে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে এগোচ্ছে। লোকটা লম্বা, গ্রীক মূর্তির মতো শরীরের গড়ন, রোদে পোড়া তামাটে চামড়া।

গাড়ি আর নিজের মাঝখানে রোজিনাকে নিয়ে এগোলো রানা, কাছাকাছি পৌঁছে রোজিনার পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে গাড়ির বুট খুললো। লাগেজগুলো ভেতরে রাখার পর পোর্টারকে মোটা বকশিশ দিলো ও, তারপর রোজিনাকে সামনে নিয়ে গাড়িতে উঠলো।

'আমি চাই, সিটবেল্ট বেঁধে হাত দুটো আমার চোখের সামনে ড্যাশবোর্ডের ওপর রাখো তুমি,' মৃদু হাসির সাথে নির্দেশ দিলো রানা।

গাড়িগুলোর শেষ মাথা থেকে স্টার্ট নিলো রেনল্ট।

বড় করে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে রোজিনা বললো, 'বাঁচ-লাম। আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম তুমি আমার চোখে পট্টি বাঁধবে।'

'রোজিনা, প্লিজ বোকার মতো কিছু করে বসো না। আমার রিফ্লেক্স সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই।' নাকি আছে? 'আমাকে দিয়ে এমন কিছু করিয়ো না যার দরুন কষ্ট পেতে হয়—আমাকে বা তোমাকে।'

জলতরঙ্গের শব্দ তুলে হেসে উঠলো রোজিনা। 'আমি জিম্মি। নিজের পজিশন সম্পর্কে আমি সচেতন। চিন্তা করো না, রানা।'

পিছিয়ে এলো ওরা, র‍্যাম্প বেয়ে উঠলো গাড়ি, সাত মিনিট পর কোনো ঘটনা ব্যতিরেকেই পেরিয়ে এলো ইটালিয়ান সীমান্ত।

'যদি লক্ষ্য করে না থাকো, আমাদের পেছনে একটা গাড়ি রয়েছে,' সামান্য উত্তেজিত কণ্ঠে বললো রোজিনা।

'হ্যাঁ।' গম্ভীর একটু হাসি ফুটলো রানার মুখে। 'ওরা আমাদের

দেখাশোনা করছে। তবে এ-ধরনের প্রোটেকশন আমার দরকার নেই। সময় হলে ওদেরকে আমরা ফাঁকি দেবো।'

মাথা ঝাঁকালো রোজিনা। 'এর মানে কি, নিজের ওপর বিপুল আস্থা?'

উত্তরে কিছু বললো না রানা। একটু পর মলি মণ্টানার কথা তুললো ও। মেয়েটাকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সামলাতে হবে। রোমে যাবার ব্যবস্থা নিজেই করে নিক সে, এ-কথা ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না তাকে। প্রশ্নের উত্তরে জানানো যেতে পারে যে প্ল্যান বদলাতে হওয়ায় তাড়াহুড়োর মধ্যে দিয়ে সালজবার্গে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে। 'সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তার ওপর ছেড়ে দেবে তুমি। দুঃখ প্রকাশ করবে, তবে চেষ্টা করবে ওকে যেন এড়ানো যায়। বুঝতে পারছো তো?'

ম্যাডোনা দেলা পিয়েতায় পৌঁছুলো ওরা। চারদিকে ভিড় আর ব্যস্ততা। ছোট্ট একটা স্যুটকেসের পাশে, লোভনীয় দেহভঙ্গিমা নিয়ে, দাঁড়িয়ে আছে যেন কোনো বিশ্বসুন্দরী। বেশ লম্বা মেয়ে, অমাবস্যার রাতের মতো রঙ তার চুলের, শক্ত খোঁপায় আটকানো। নকশা কাটা সুতী পোশাক পরে আছে, মুহূর্তের জন্যে সেটাকে চেপে ধরলো বাতাস, কাপড়ের বাইরে ফুটে উঠলো সুগঠিত উরু, লম্বা পা, গোল তলপেট আর নধর নিতম্ব। গাড়ি থেকে রোজিনা ডাক দিতে নিঃশব্দে হাসলো মেয়েটা। চিৎকার করে বললো, 'ওহ্, সুপার! বেণ্টলি! আমার অত্যন্ত প্রিয় গাড়ি!'

'মলি, আয় রানার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। জানিস, আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে।' পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলো সে, ঠিক

যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছে রানা।

প্রতিটি মুহূর্ত মলি মন্টানার শান্ত মুখভাব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করলো রানা। লম্বাটেই বলা যায় মুখটা, গাঢ় ধূসর রঙের চোখ দুটো এতো চকচকে, যেন বেরিয়ে আছে সামনের দিকে, চশমার ভেতর থেকে ঝিলিক দিচ্ছে বুদ্ধিমত্তা। চেঁছে তুলে ফেলে, নতুন করে আঁকা হয়েছে ভুরু, রঙটা চুলের সাথে মেলানো, চেহারায় এনে দিয়েছে মিষ্টি একটা ভাব।

'তো কি হয়েছে, প্ল্যান তো বদল হতেই পারে! আমাকে তুই চিনিস না? আমি অ্যাডজাস্ট করার মেয়ে নই?' সহাস্যে বললো মলি মন্টানা, নিচু গলায় টেনে টেনে। 'আসল কথা ছুটি কাটাতে বেরিয়েছি—রোম নাকি সালজবার্গ, সেটা কোনো ব্যাপার না। তোরা আমাকে গুডবাই জানাবি, সেটি হচ্ছে না।'

গাড়ি নিয়ে খোলা জায়গায় রয়েছে, নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছে রানা। ওদের উচ্ছ্বাসে বাধা দিলো ও। 'তুমি আমাদের সাথে আসছো, মলি?'

'অবশ্যই। এই সুযোগ ছাড়ে কেউ!' গাড়ির দরজা খুলে ফেললো মলি, তবে বাধা দিলো রানা।

'বুটে রাখতে হবে লাগেজ,' নিজের অজান্তেই একটু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো ওর কণ্ঠস্বর, তারপর নিচু গলায় রোজিনাকে বললো, 'হাত চোখের সামনে, আগের মতো। সিরিয়াস না হয়ে আমার উপায় নেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ড্যাশবোর্ডের ওপর হাত রাখলো রোজিনা, সাবধানে গাড়ি থেকে নেমে বুটের তালা খুলে দিলো রানা। খোলা

বুটের ভেতর স্যুটকেসটা রাখলো মলি মণ্টানা।

'শোল্ডার ব্যাগটাও, প্লিজ,' বলে ভুবনভোলানো ব্যক্তিগত হাসিটুকু উপহার দিলো রানা।

'রাস্তায় এটা আমার দরকার হবে। কিন্তু কেন···?'

'প্লিজ, মলি, লক্ষ্মী মেয়ের মতো যা বলছি শোনো। সমস্যার কথা বলছিলো না রোজিনা? ওটা সত্যি সিরিয়াস একটা ব্যাপার। গাড়িতে আমি কোনো লাগেজ রাখতে দিতে পারি না। সময় হলে তোমাদের ব্যাগ চেক করবো আমি, তারপর ফেরত দেবো—কেমন?'

মাথাটা পিছিয়ে, সামান্য দূর থেকে রানাকে ভালো করে লক্ষ্য করলো মলি মণ্টানা; কৌতূহল আর কৌতুক চিকচিক করছে চোখে। 'অদ্ভুত তো!' বিড়বিড় করলো সে। আর কিছু বললো না, তবে নির্দেশটা মেনে নিলো।

রানা লক্ষ্য করলো, ওদের খানিকটা সামনে দাঁড়িয়েছে রেনণ্টটা, এঞ্জিন চালু। ভালোই, ভাবলো রানা, ওরা ভাবছে ইটালির ভেতর দিয়ে এগোবার প্ল্যান করেছে সে।

রানার দিকে আরেকবার কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গাড়ির দরজার দিকে এগোতে যাবে মলি, একপাশে সামান্য কাত হয়ে তাকে বাধা দিলো রানা। 'মলি, এইমাত্র দেখা হয়েছে আমাদের, কাজেই তুমি কি করতে চাও বা পারো, আমার কোনো ধারণা নেই—সুতরাং সতর্ক আমাকে হতেই হবে। জানি তুমি বিব্রত হবে, তবে তোমাকে না ছুঁয়ে কোনো উপায়ও নেই আমার,' নিচু গলায় বললো রানা। চারদিকে প্রচুর লোকজন, কিন্তু কাজটা না করলেও

তো নয়। 'ধস্তাধস্তি বা চিৎকার করো না। আমি তোমাকে সার্চ করবো। কথা দিচ্ছি, অন্যায় কোনো সুযোগ নেবো না।'

মলি মণ্টানার শরীরের ওপর দক্ষ হাত বুলালো রানা, শুধু আঙুলের ডগা ব্যবহার করলো চেষ্টা করলো ব্যাপারটা যেন যতোটা সম্ভব কম অস্বস্তিকর হয়। সার্চ করার সময় কথা বলে গেল রানা। 'তুমি আমাকে চেনো না।' নাকি চেনে? 'শুধু এইটুকু জেনে রাখো, আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজেই গাড়িতে যদি ওঠো, তোমারও বিপদ হতে পারে। অচেনা একটা মেয়ে হিসেবে, তুমিও আমার জন্যে বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারো। বুঝতে পারছো তো?'

রানাকে অবাক করে দিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো মলি মণ্টানা। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমার খুব মজা লাগছে। কিছুই বুঝছি না, তবে উত্তেজনা বোধ করছি। কোনো এক সময় এই কাজটা আবার আমরা করবো, কেমন? নিভৃতে।' হাসলো রানা।

গাড়িতে ফিরে এলো ওরা। মলিকে সিটবেল্ট বেঁধে নিতে বললো রানা। গাড়ি খুব জোরে ছুটবে। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে যান-বাহনের মাঝখানে ফাঁক পাবার অপেক্ষায় থাকলো ও। তারপর ঝট করে রিভার্স গিয়ার দিয়ে বেণ্টলির হুইল বন বন করে ঘোরালো, অ্যাকসিলারেটর আর ব্রেকের ওপর সজোরে আঘাত করলো পা দিয়ে, টায়ারের সাথে কংক্রিটের ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলো, সবেগে পিছিয়ে এসে অর্ধবৃত্ত রচনা করলো গাড়ি, তারপর অপেক্ষারত রেনল্টের উল্টো পথ ধরে সগর্জনে ছুটলো। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে তোবড়ানো একটা ফোক্সওয়াগেন আর সবজি ভর্তি

একটা ট্রাকের মাঝখানে চলে এলো বেন্টলি।

আয়নায় চোখ রেখে রেনল্টটাকে দেখতে পেলো রানা। বুঝতে পারলো, আরোহীরা তাজ্জব বনে গেছে। রেসট্রিকটেড জোন ছাড়িয়ে এসে স্পীড বাড়িয়ে দিলো ও, বাঁক আর মোড়গুলো বিপজ্জনক গতিতে পেরিয়ে আসছে।

সীমান্তে পৌঁছে গার্ডদের একটা গল্প বানিয়ে শোনালো রানা। সম্ভবত রাহাজানির উদ্দেশ্য নিয়ে একদল লোক পিছু নিয়েছে ওদের। একটা রেনল্ট নিয়ে আসছে তারা। ডিপ্লোম্যাটিক পাস-পোর্টটা বের করে যতোটা পারা যায় সম্মান ও সুবিধে আদায় করলো রানা, জরুরী পরিস্থিতির জন্যে সব সময় কাছে রাখে ওটা। অত্যন্ত প্রভাবিত হলো গার্ডরা, ওকে এক্সেলেন্সি বলে সম্বোধন করলো, বাউ করলো ভদ্রমহিলাদের উদ্দেশ্যে, কথা দিলো রেনল্ট যদি পৌঁছায় আরোহীদের আটকে রেখে করা হবে।

'তুমি কি সব সময় এভাবে ড্রাইভ করো?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করলো মলি মণ্টানা। 'আমার তাই মনে হয়। তুমি বোধহয় দ্রুত-গামী গাড়ি, টগবগে ঘোড়া আর চঞ্চলা নারীর ভক্ত, তাই না? অ্যাকশন ম্যান, ঝুঁকি নিতে পছন্দ করো।'

কোনো মন্তব্য করলো না রানা। ডেঞ্জার ম্যান, ভাবলো ও; মন দিলো নিজের কাজে। প্রথমে স্কুল-জীবন, তারপর পার্টি আর পুরুষদের নিয়ে গল্পে মেতে উঠলো দুই বান্ধবী।

দীর্ঘ যাত্রাপথে মাঝেমধ্যে সমস্যা দেখা দিলো, বিশেষ করে ওর আরোহীরা যখন একা হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলো। বিকেলের দিকে দু'বার গাড়ি থামাতে হলো রানাকে সার্ভিস এরিয়ায়, দু'-

বারই গাড়িটাকে এমন ভঙ্গিতে দাঁড় করালো ও, যাতে টেলিফোন বুদ আর লেডিস রুমের দরজা পুরোপুরি দেখা যায়। একজন ফিরে এলে তারপর অপরজনকে যেতে দিলো, হাসিমুখে হুমকি দিতে ভুললো না যে বোকার মতো কিছু করে বসলে গাড়িতে বসে থাকা মেয়েটার কপালে খারাবি আছে। রানার নিজের ব্লাডারেও চাপ বাড়ছে, তবে ভুলে থাকার চেষ্টা করলো ও সেটা।

এরপর সামনে দীর্ঘ পাহাড়ী রাস্তা, অস্ট্রিয়ায় পৌঁছুতে হলে ওটা পেরুতে হবে। তার আগে রাস্তার ধারে থেমে একটা কাফেতে ঢুকে কিছু মুখে দিয়ে নিলো ওরা। এই প্রথম ওদের দু'জনকে একা ছেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিলো রানা।

একটু পরই ফিরে এলো ও। দু'জনকেই শান্ত, নিরীহ দেখলো; চেহারায় ষড়যন্ত্রের কোনো ভাব নেই। কফির সাথে রানাকে এক-জোড়া ট্যাবলেট খেতে দেখে বিস্মিত হলো ওরা।

'আমরা ভাবছিলাম...,' শুরু করলো মলি মণ্টানা।

'হ্যাঁ?'

'আমরা ভাবছিলাম, রাতে কোথাও যখন থামবো, শোয়ার আয়োজন কি হবে? মানে, বোঝাই যাচ্ছে, আমাদের তুমি চোখের আড়াল করতে চাইবে না...।'

'তোমরা গাড়িতে ঘুমাবে। আমি ড্রাইভ করবো। কোনো হোটেলে আমরা থামছি না।'

'গাড়িতে ঘুমাবো?' রোজিনার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালো মলি। 'কি রে? তুই কি বলিস?'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো রোজিনা, কথা না বলায়

এটাকেই তার উত্তর বলে ধরে নিতে হলো।

'ঠিক। কারো বলাবলিতে কোনো কাজ হবে না,' বললো রানা। 'আমরা কোথাও থামছি না।'

'কিন্তু আমার যে বালিশ ছাড়া ঘুম আসে না?' মলির গলায় একটু ক্ষোভ, খানিকটা অভিমান। রোজিনার হাতে চিমটি কাটলো সে, উফ্ করে উঠলো রোজিনা। 'এই, জিনা, আমার সাথে সিট বদল করবি? চেষ্টা করে দেখতাম, এই ব্যাটার উরুটা বালিশ হিসেবে ধার পাওয়া যায় কিনা।'

'তওবা!' আঁতকে উঠলো রোজিনা। 'টিপে দেখিনি, তবে জানি—রানার ওটা শক্ত পাথর!'

'আমার ওপর অন্যায় করা হচ্ছে!' ঠোঁট ফোলালো মলি মণ্টানা।

'যতো তাড়াতাড়ি সালজবার্গে পৌঁছুতে পারি, ততোই ভালো,' বললো রানা। 'ওখানে পৌঁছে তোমাদের আমি মুক্তি দিতে পারি। তারপর স্থানীয় পুলিশ দায়িত্ব নেবে।

'কে বলেছে, মুক্তি পাবার জন্যে কাঁদছি আমরা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো রোজিনা।

টেনে টেনে, প্রায় তিরস্কারের সুরে মলি বললো, 'দেখো, রানা, পরস্পরকে আমরা চিনি না বললেই চলে। তবে, তোমাকে বুঝতে হবে, গোটা ব্যাপারটাকে আমরা অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে নিয়েছি। এ-ধরনের ঘটনা বাস্তবে ঘটে না বলেই জানি, শুধু বই-পুস্তকে পাওয়া যায়। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, যদি আমাদের বোধবুদ্ধি ধোঁকা দিয়ে না থাকে, তুমি সম্ভবত শুভশক্তির প্রতিনিধিত্ব

করছো। খুশির কথা! কিন্তু আমাদেরকে সব কথা খুলে বললে ভালো হতো না? সব কথা বলতে যদি বাধা থাকে, দু'একটা কথা? আমাদেরকে অন্ধকারে না রাখলে তোমারই লাভ। আমরা হয়তো তোমার উপকারেও লাগতে পারি।'

'গাড়িতে ফেরার সময় হয়েছে,' মনে করিয়ে দিলো রানা, তারপর বললো, 'ব্যাপারটা যে বিপজ্জনক তা আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি রোজিনাকে। যে-কোনো অ্যাডভেঞ্চারেই ঝুঁকি থাকে। তবে, আমার জন্যে ব্যাপারটা মোটেও অ্যাডভেঞ্চার নয়।' বুঝতে অসুবিধে হলো না, যার হাতে বন্দী হয়েছে তার পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করছে মেয়ে দুটো। ব্যাপারটা নির্মল কৌতূহল হতে পারে, আবার গূঢ় কোনো উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। কিংবা ওরা হয়তো স্রেফ ওকে হাসিখুশি রাখার চেষ্টা করছে। অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে নির্লিপ্ত থাকতে হবে রানাকে, যদিও অত্যন্ত আকর্ষণীয়, সাবলীল ও উদার প্রকৃতির দুটো মেয়ে দু'পাশে থাকায় কাজটা সহজ নয়।

'কি রে,' মলিকে জিজ্ঞেস করলো রোজিনা, 'হাল ছেড়ে দিলি নাকি?'

এবার কথা না বলে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো মলি।

রোজিনা আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলো, রানা নির্দেশ দিলো। 'গাড়িতে চলো।'

এঁকেবেঁকে এগিয়েছে মালোজাপাস, সতর্কতার সাথে গাড়ি চালিয়ে সেন্ট মরিজ-এ পৌছুলো ওরা, অবশেষে ভিনাড়ি-তে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়লো অস্ট্রিয়ায়।

সাড়ে সাতটার খানিক পর, ইনসব্রুক ছাড়িয়ে এসে এ-টুয়েলভ অটোবান ধরে উত্তর-পুবে ছুটলো বেণ্টলি। এক ঘণ্টার মধ্যে পুব দিকে ঘুরে যাবে ওরা, এ-এইট ধরে পৌঁছে যাবে সাল্জবার্গে।

বিরতিহীন মনোযোগের সাথে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। দিনটা সুন্দর, খানিক পরপর প্রাকৃতিক দৃশ্য বদলে যাচ্ছে। ছুটি নিয়ে বেড়ানোর মতো জায়গাই বটে। মনে ক্ষোভ নিয়ে ভাগ্য ও পরিস্থিতিকে অভিশাপ দিলো রানা। এবারের ছুটিটা সত্যি উপভোগ করতে পারতো ও, এমনকি হয়তো স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো ছুটি হতো এটা। সামনের রাস্তাটায় চোখ বুলালো ও, যানবাহনগুলো খুঁটিয়ে দেখলো। পরমুহূর্তে চেক করলো বেণ্টলির স্পীড, ফুয়েল আর এঞ্জিন টেম্পারেচার।

'সিলভার রেনল্টের কথা মনে আছে তোমার, রানা?' প্রায় খোঁচা মারার সুরে জিজ্ঞেস করলো রোজিনা। 'পিছন থেকে খুব জোরে আসছে ওটা।'

'পাহারাদার,' বললো রানা। 'মিত্রপক্ষের সাহায্য।'

'প্লেট একই আছে,' বললো রোজিনা। 'ব্রিসাগোয় দেখেছি, মনে আছে। তবে লোকগুলো বোধহয় বদলেছে।'

রিয়ার ভিউ মিররে তাকালো রানা। হ্যাঁ, একটা রেনল্ট টোয়েনটিফাইভ, সিলভার কালার, ওদের প্রায় আটশো মিটার পিছনে রয়েছে বটে। আরোহীদের ভালো করে দেখতে পেলো না ও। ভাবলো, উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই, অজয়ের লোকই তো ওরা। লেন বদল করে একধারে চলে এলো ও, অফসাইড উইং মিররে একটা চোখ রাখলো।

মেয়ে দুটোর মধ্যে উত্তেজনা, টের পেলো রানা। শিকারকে কোণঠাসা করার মুহূর্তে শিকারীরা যেমন উত্তেজিত হয়ে ওঠে? নাকি শিকারীর উপস্থিতি আঁচ করে শিকার যেমন টেনশনে ভোগে?

রানার পাশে রোজিনা প্রায় হাঁপাচ্ছে।

পিছনের সিটে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে মলি।

গাড়ির ভেতর একটা ভয় ছড়িয়ে পড়লো। সামনের রাস্তা খালি, লম্বা একটা ফিতের মতো, দু'পাশে ঘাস মোড়া ঢাল, পাথুরে পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে, পাহাড় ঢাকা পড়ে আছে গাছপালায়। উইং মিররে আবার চোখ বুলালো রানা। রেনল্টের ড্রাইভারের চেহারা দেখতে পেলো, গভীর মনোযোগের সাথে গাড়ি চালাচ্ছে সে।

ওদের পিছনে লাল থালার মতো সূর্য। সম্ভবত আগেকার দিনের ফাইটার পাইলটদের কৌশল অবলম্বন করছে ড্রাইভার, অকস্মাৎ সূর্য থেকে বেরিয়ে আসবে।

বেন্টলি মৃদু একটা ঝাঁকি খেতেই উইং মিররে কেউ যেন লাল রক্ত ঢেলে দিলো। পরমুহূর্তে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলো রানা, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছে।

সাথে সাথে সাড়া দিলো বেন্টলি মুলসেন, আরোহীদের নিয়ে অনায়াসে সামনে লাফ দিলো। তবে সামান্য দেরি করে ফেলেছে রানা, প্রায় ওদের পাশে পৌঁছে গেছে রেনল্ট, পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে।

মেয়েদের একজন চিৎকার করে উঠলো, পিছনের একটা জানালা খুলে দেয়ায় বাতাসের ধাক্কা অনুভব করলো রানা। এ. এস. পি.-টা টেনে নিয়ে কোলের ওপর ফেললো ও, হাত বাড়ালো সুইচের

দিকে, বোতাম টিপে জানালা খুলবে। চিৎকারটা রোজিনার গলা থেকে বেরিয়েছে, বুঝতে পারলো রানা, সবাইকে মাথা নামাতে বলছে সে। আর নিজের দিকের বোতাম টিপে পিছনের জানালাটা খুলে দিয়েছে মলি।

'মেঝেতে বসো!' নির্দেশ দিলো রানা, বোতামে চাপ দিতেই বাতাসের দ্বিতীয় একটা ধাক্কা লাগলো গায়ে।

পিছন থেকে চিৎকার করলো মলি, 'গুলি করছে! ওরা গুলি করছে!'

একটা পাম্প-অ্যাকশন উইনচেস্টারের ব্যারেল রেনল্টের পিছনের জানালা থেকে বেরিয়ে এলো।

পরমুহূর্তে দুটো গুলির শব্দ হলো। একটা তীক্ষ্ণ, রানার ডান কাঁধের পিছন থেকে। বাদামি ধোঁয়ায় ভরে উঠলো গাড়ির ভেতরটা, নাকে করডাইটের গন্ধ ঢুকলো। দ্বিতীয় আওয়াজটা জোরালো, তবে ভেসে এলো কিছুটা দূর থেকে—বাতাস, এঞ্জিনের আওয়াজ আর কানে তালা লেগে যাওয়ায় কোনো রকমে শুনতে পেলো রানা।

প্রকাণ্ড মুলসেন টার্বো ধাক্কা খেয়ে ডান দিকে সরে এলো, যেন পিছন দিকে কোথাও উন্মত্ত ষাঁড়ের গুঁতো খেয়েছে। একই সাথে ঢপ্ করে একটা শব্দ হলো, যেন পাথর ছোঁড়া হয়েছে। তারপর আরেকটা ধাক্কা খেলো মুলসেন।

রেনল্টটাকে বাঁ দিকে দেখলো রানা, প্রায় ওদের পাশে, পিছন থেকে খানিকটা ধোঁয়াকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বাতাস, ওখানে জানালার ভেতর ওত পেতে রয়েছে কেউ একজন, হাতের উইন-

চেস্টার বেন্টলির দিকে তাক করা।

'নিচু হও, জিনা!' গর্জে উঠলো রানা, ডান হাতটা জানালার ওপর তুললো। নিখুঁতভাবে পরপর দুটো গুলি করলো ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে।

দুটো গাড়ি ঘষা খেলো, বিচ্ছিন্ন হলো আবার, পরমুহূর্তে পিছনে আরেকটা ধাক্কা খেলো মুলসেন।

প্রতি ঘণ্টায় এক শো কিলোমিটার গতিতে ছুটছে ওরা, দিকভ্রান্ত গাড়িটা প্রায় আড়াআড়িভাবে রাস্তা পেরুতে শুরু করেছে। নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার চেষ্টা করছে রানা। ব্রেক স্পর্শ করলো, সামনের চাকা দুটো ঘাস ঢাকা ঢালে উঠতে শুরু করায় অনুভব করলো গতি কমছে। তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো বেন্টলি। 'বেরোও!' চিৎকার করলো রানা। 'আউট! ওপাশে গিয়ে আড়াল নাও!'

গাড়ির আরেক পাশে, খানিকটা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে এসে রানা দেখলো, ওর সাথে একা শুধু ব্রোজিনা এসেছে। তার হাব-ভাব দেখে মনে হলো, মাটির ভিতর সেঁধিয়ে লুকাতে চাইছে।

ওদিকে বুটের পিছনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মলি মন্টানা, সুতী শার্টটা নাভি পর্যন্ত তুলে ফেলায় মোজার ডগা আর সাদা সাসপেণ্ডার বেল্টের অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে। তার স্কার্ট একটা নরম লেদার হোলস্টারের সাথে আটকানো, হোলস্টারটা উরুর ভেতর দিকে তেরছাভাবে ঝুলে আছে। ছোট্ট একটা পয়েন্ট টু-টু পিস্তল দু'হাতে বাগিয়ে ধরেছে মলি মন্টানা, বুটের উপর দিয়ে লক্ষ্যস্থির করছে।

'আইনের প্রতি ওদের শ্রদ্ধা নেই,' বললো সে। 'ফিরে আসছে ওরা। মোটরওয়ের রঙ সাইড ধরে।'

'এ-সব কি ?' শুরু করলো রানা।

'অস্ত্র বের করে ওদের গুলি করো,' হেসে উঠে বললো মলি।

'জলদি, মিঃ রানা, জলদি! মলি যা বলে শোনো!' বললো রোজিনা।

ছয়

বেণ্টলির লম্বা বনেটের ওপর দিয়ে রানা দেখলো, সিলভার রেনল্ট ওদের দিকে ফিরে আসছে। নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও স্লো লেন ধরে আসছে ওটা। রেনল্টের সামনে তিনটে গাড়ি দেখা গেল, একটা ট্রাক, ছটো কার। তিনজন ড্রাইভারই ব্যস্ততার সাথে চওড়া অটো-বানের আরেক পাশে সরে গেল ছুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে। রাস্তা আর রেনল্টের ওপর মনোযোগ রানার, এই মুহূর্তে চিন্তা করার সময় নেই কেন বা কিভাবে মলি মণ্টানার অস্ত্রটা ওর চোখ এড়িয়ে গেছে।

'টায়ারে!' মলি নিরুদ্বিগ্ন। 'টায়ারে গুলি করো!'

'তুমি করো!' খেঁকিয়ে উঠলো রানা, পরামর্শ দেয়ায় রেগে গেছে মলির ওপর। গাড়িটাকে থামাবার নিজস্ব পদ্ধতি আছে ওর। ইতিমধ্যে ওটা প্রায় ওদের ঘাড়ের ওপর চলে এসেছে।

গুলি করার আগের মুহূর্তে অনেকগুলো চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়। প্রথমে রেনল্টে ছিলো ছ'জন লোকের একটা দল। দ্বিতীয়-

বার যখন উদয় হলো, দেখা গেল লোক সংখ্যা বেড়ে তিনজন হয়েছে—উইনচেস্টার নিয়ে একজন পিছনে, ড্রাইভার, ও ড্রাইভারের পাশে বসা ব্যাক-আপ, যার হাতে একটা হাই-পাওয়ারড রিভলভার ছিলো বলে মনে হয়েছে। যেভাবেই হোক পিছনের লোকটা অদৃশ্য হয়েছে, সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে বসা লোকটার হাতে চলে এসেছে উইনচেস্টার।

ড্রাইভারের দিকে জানালাটা খোলা, উন্মত্ত ব্যস্ততার সাথে ড্রাইভারের ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পাশের লোকটা তৈরি হলো, মুলসেন টার্বোকে গুলি করবে।

সৈকতে উঠে আসা তিমির মতো রাস্তার শক্ত কাঁধ থেকে সরে এসেছে মুলসেন। স্থির টার্গেট, ওটার যে-কোনো ক্ষতি করা যায়।

এ. এস. পি.-তে গাটারস্নাইপ সাইটিং ব্যবহার করছে রানা, সাইটে টার্গেট এলেই লম্বা তিনটে উজ্জ্বল খাঁজ হলুদ ত্রিভুজ দেখিয়ে মার্কসম্যানকে অব্যর্থ লক্ষ্যস্থির করতে সাহায্য করে। এই মুহূর্তে রানার সাইটে টার্গেট রয়েছে—টায়ার নয়, পেট্রল ট্যাংক। এ. এস. পি. লোড করা হয়েছে গ্লেজার স্লাগ-এ, প্রিফ্র্যাগমেন্টেড বুলেট। একটা মাত্র গুলি অবিশ্বাস্য ক্ষতি করতে পারে। খুদে ইস্পাতের বলগুলো টার্গেটের ভেতর বিস্ফোরিত হবার আগে চামড়া, হাড়, টিস্যু বা ধাতব আবরণ অনায়াসে ভেদ করে যায়। কাছ থেকে গুলি করলে একজন মানুষকে মাঝখান থেকে দু'ভাগ করা সম্ভব, ছিঁড়ে আলাদা করে ফেলবে একটা পা বা হাত। পেট্রল ট্যাংকে আগুন ধরাতেও এই বুলেটের জুড়ি নেই।

এই প্রথম ট্রিগারে চাপ দিতে শুরু করলো রানা। রেনল্টের

একপাশ পুরোপুরি ওর সাইটে চলে আসতেই দুটো গুলি করলো ও। ওর বাঁ দিক থেকেও শব্দ হলো দুটো গুলির। রেনল্টের টায়ার লক্ষ্য করে ফায়ার করেছে মলি। এরপর যা কিছু ঘটলো, সবই অত্যন্ত দ্রুত।

সামনের চাকা দুটোর মধ্যে যেটা বেশি কাছে, চোখের পলকে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সেটা, বাতাসে ভেসে এলো পোড়া রাবারের গন্ধ। রানা ভাবলো, আরে, মেয়েটার ভাগ্য বটে! টায়ারের ভেতর দিকের অতোটা কাছাকাছি গুলি লাগানো সহজ কথা নয়।

একদিকে কাত হলো রেনল্ট, মনে হলো উল্টে যাবে, সেই সাথে আরেকদিকে ঘুরে যাচ্ছে। স্টিয়ারিং হুইল আর ব্রেকের সাথে যুদ্ধ করছে ড্রাইভার, কিভাবে যেন এখনো সরল রেখার ওপর ধরে রাখতে পারছে গাড়িটাকে। খুব জোরে ছুটে আসছে ওটা, আসছে রাস্তার শক্ত কাঁধ লক্ষ্য করে।

টায়ার বিস্ফোরিত হলো, একই সময়ে এ. এস. পি.-র বুলেট দুটো রেনল্টের শরীর ভেদ করে ঢুকে পড়লো পেট্রল ট্যাংকে।

সামনের দৃশ্যটা স্লো মোশন ছায়াছবির মতো। কর্কশ আওয়াজ তুলে প্রায় সরল পথে ছুটে আসছে রেনল্ট। মুহূর্তের জন্যে ওদের মনে হলো, বেণ্টলির সাথে ধাক্কা খাবে। তারপর, বেণ্টলিকে ছাড়িয়ে যাবার পরপরই, লম্বা একটা আগুনের শিখা, খানিকটা চওড়া, জ্বলন্ত গ্যাসের মতো লাফ দিয়ে উঠলো রেনল্টের পিছন থেকে। এমনকি শিখাটার রঙ যে খানিকটা নীলচে সেটা লক্ষ্য করারও সময় পাওয়া গেল। পরমুহূর্তে গাড়ির পিছনটা ঢাকা পড়ে গেল লাল আগুনে।

সারা গায়ে নৃত্যরত আগুন নিয়ে ওদের একশো মিটার পিছনে পাক খেতে শুরু করলো রেনল্ট। তারপর বিকট হুপ আর হিসহিস আওয়াজের সাথে বিস্ফোরিত হলো পেট্রল ট্যাংক, রাস্তা থেকে ছিটকে গিয়ে উঁচু ঢালের কিনারায় মাথা ঠুকছে বিধ্বস্ত রেনল্ট। ওখানেই স্থির হয়ে পুড়তে লাগলো সেটা।

এক সেকেণ্ড কেউ নড়লো না, তারপর রানারই প্রথম সংবিৎ ফিরলো। দুই কি তিনটে গাড়ি দৃশ্যটার দিকে এগিয়ে আসছে। এই পর্যায়ে পুলিসী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার কোনো ইচ্ছে ওর নেই।

'আমাদের অবস্থাটা কি?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'তুবড়েছি, গায়ে প্রচুর বুলেট হোল, তবে আমাদের চাকা বোধহয় ঠিকই আছে। এদিকটায় গভীর একটা লম্বা দাগ দেখতে পাচ্ছি।' গাড়ির আরেক দিকে রয়েছে মলি মণ্টানা। সাসপেণ্ডার বেল্ট থেকে স্কার্টটা মুক্ত করলো সে, পলকের জন্যে সাদা লেসের অংশবিশেষ দেখা গেল।

রোজিনাকে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'তোমার সব ঠিক আছে তো?'

'কাঁপছি, এখনো কাঁপছি আমি—তবে অক্ষত।'

'উঠে পড়ো, দু'জনেই,' তাগাদা দিলো রানা, খোলা দরজা দিয়ে ড্রাইভিং সিট লক্ষ্য করে ডাইভ দিলো ও। চোখের কোণ দিয়ে আগেই দেখে নিয়েছে, অন্তত একটা গাড়ি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগিয়ে আসছে জ্বলন্ত রেনল্টের দিকে, আরোহীদের গায়ে চেক শার্ট আর মাথায় সান হ্যাট। ইগনিশনে ঢুকিয়ে চাবিটা ঘোরালো

রানা, সাথে সাথে জ্যান্ত হলো এঞ্জিন। বাঁ হাত দিয়ে হ্যাণ্ড ব্রেক অফ করলো ও, গাড়ি ছেড়ে দিয়ে মুলসেনকে তুলে আনলো অটো-বানে।

রাস্তায় এখনো যানবাহন কম থাকায় গাড়িটা চেক করার একটা সুযোগ পেলো রানা। ফুয়েল, অয়েল বা হাইড্রলিক প্রেশার কমে নি। গিয়ার ঠিকমতো কাজ করছে। ব্রেক-এরও কোনো ক্ষতি হয়নি। বুলেটের গর্ত শুধু গায়েরই ক্ষতি করেছে, ভেতরের কোনো পার্টস নষ্ট করতে পারেনি।

পাঁচ মিনিট পর সন্তুষ্ট বোধ করলো রানা, বেণ্টলি মুলসেনের ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারে ও। তবে অস্ট্রিয়ান পুলিশ দেখতে পেলে একেবারে ছেঁকে ধরবে, সন্দেহ নেই। তাদের অটো-বান প্রায় নিরাপদই বলা চলে, সেখানে বন্দুকযুদ্ধ হলে তারা বর-দাস্ত করতে পারে না, বিশেষ করে যদি অংশগ্রহণকারীদের একটা দল জ্যান্ত পুড়ে মারা যায়।

তাড়াতাড়ি একটা টেলিফোনের কাছে পৌঁছুনো দরকার, ভাবলো রানা। লণ্ডনকে সতর্ক করে দেবে ও, ওরা ব্যবস্থা করবে অস্ট্রিয়ান পুলিস যাতে ঝামেলা না করে। অজয় মুখার্জির লোকদের ভাগ্য সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন রানা। নাকি নিহতরাই তার লোক, বিশ মিলিয়ন ডলারের লোভ সামলাতে না পেরে পাহারাদারের ভূমিকা ত্যাগ করেছিল ? রানার চোখের সামনে আরেকটা দৃশ্য ফুটে উঠলো— মলি মণ্টানার নধর ঊরু উন্মোচিত হয়ে আছে, দক্ষতার সাথে দু'-হাতে ধরে আছে পয়েণ্ট টু-টু পিস্তল।

'পিস্তলটা আমাকে দিলে ভালো করবে, মলি,' শান্ত সুরে বললো

রানা, মাথা প্রায় ঘোরালোই না।

'ওহ, নো, রানা। নো, রানা, নো, রানা, নো।' গেয়ে উঠলো মলি, সুরটা মন্দ না।

'মেয়েদের হাতে অস্ত্র, আমি পছন্দ করি না,' বললো রানা। 'বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে, আর এই গাড়ির ভেতর। আশ্চর্য, আমি ওটা পাইনি কেন বলো তো?'

'কারণ, হতে পারো তুমি একজন প্রফেশনাল, সেই সাথে তুমি একজন ভদ্রলোকও বটে, রানা। সার্চ করার সময় আমার উরুর ভেতর দিকটা হাতড়াতে ব্যর্থ হয়েছো তুমি।'

মলির সকৌতুক আচরণটা মনে পড়লো রানার, হাসিটাও ভোলেনি। 'তারমানে ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে আমাকে। দয়া করে বলবে, ওটা কি এই মুহূর্তে আমার খুলির পিছনে তাক করা?'

'আসলে ওটা আমার নিজের বাম হাঁটুর দিকে তাক করা রয়েছে, ফিরে গেছে আগের জায়গায়। ওখানে একটা অস্ত্র রাখা মোটেও আরামদায়ক নয়।' থামার পর আবার যোগ করলো, 'মানে, অন্তত এ-ধরনের একটা অস্ত্র আর কি।'

রাস্তার পাশে ছোট্ট সাইনবোর্ড দেখলো রানা। একটা পিকনিক স্পটের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। স্পীড কমিয়ে রাস্তা থেকে নেমে পড়লো, দু'পাশে গভীর বনভূমি, মাঝখানে চওড়া মেটো পথ। খানিক পর ফাঁকা একটা জায়গা দেখা গেল, মাঝখানে ভোঁতা চেহারার টেবিল আর বেঞ্চ। তবে লোকজন নেই। একধারে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে সাদা রঙ করা টেলিফোন বক্স।

ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় গাড়ি পার্ক করলো রানা, প্রয়োজনে

দ্রুত কেটে পড়া যাবে। এঞ্জিন বন্ধ করলো, সিটবেল্ট খুললো, তার-পর ঘাড় ফেরালো মলির দিকে। ডান হাতটা বাড়িয়ে তার মুখের সামনে পাতলো রানা। 'পিস্তলটা, মলি।'

'আমাদের তুমি ছেড়ে যাচ্ছো?' খুব যেন অবাক হয়েছে মলি মণ্টানা।

'জরুরী দুটো ফোন করতে হবে। কাজেই কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না। দাও পিস্তলটা।'

মিষ্টি করে হাসলো মলি, চোখে দুষ্টামির ঝিলিক। 'ওটা আমার কাছ থেকে তোমাকে নিতে হবে, রানা। কাজটা যতো সহজ বলে ভাবছো, আসলে ততোটা সহজ নয়।'

'তুমি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছো··· ।'

রানার ঠোঁটে একটা আঙুল ছোঁয়ালো মলি। 'শোনো, পিস্তলটা আমি তোমাকে সাহায্য করার কাজে ব্যবহার করেছি, ঠিক? রোজিনা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছে আমাকে, সেজন্যেই সহ-যোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি আমি। একটা কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি, রোজিনা যদি অন্য রকম নির্দেশ দিতো, তোমার সাথে দেখা হবার খানিক পরই ব্যাপারটা টের পেতে।'

'রোজিনা তোমাকে নির্দেশ দিয়েছে?' আকাশ থেকে পড়লো রানা।

'ও-ই তো আমার বস্। আপাততঃ আর কি। ওর কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েই যা করার করছি আমি, এবং··· ।'

রানার বাহুতে একটা হাত রাখলো রোজিনা টরটেলিনি। 'ব্যাখ্যাটা বোধহয় আমার দেয়া উচিত, রানা। মলি আসলেও আমার

স্কুল-ফ্রেণ্ড। ও মব-এরও প্রেসিডেন্ট।'

'মব? মব আবার কি?' রেগে উঠছে রানা।

'মলি ওভারসীজ বডিগার্ডস।'

'কি?'

'রক্ষী। দেহরক্ষী।' খিলখিল করে হেসে উঠলো মলি মণ্টানা।

'দেহরক্ষী?' অবিশ্বাসে রানা প্রায় হতভম্ব।

'দেহরক্ষী, টাকার বিনিময়ে যারা লোকজনকে পাহারা দেয়। প্রোটেকটরস্,' বললো মলি। 'শোনো তাহলে, মব হলো শুধু মেয়েদের একটা সংস্থা বিশেষ ধরনের ট্রেনিং পাওয়া মেয়েরাই শুধু কাজ করে এখানে। আমার মেয়েরা গুলি ছুঁড়তে জানে, কারাতে শিখেছে, কোনো মার্শাল আর্ট বাদ দেয়নি; ড্রাইভিং জানে, হেলি-কপ্টার বা প্লেন চালাতে পারে—যে-কোনও কাজের নাম বলো, সব আমরা পারি। বাড়িয়ে বলছি না, সত্যি আমরা দক্ষ। আমাদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক মক্কেল রয়েছে।'

'অনেক গুরুত্বপূর্ণ মক্কেলদের মধ্যে, বলতে চাইছো, রোজিনা টর-টেলিনিও একজন?'

'হ্যাঁ, তাই। রোজিনা আমার ছোটোবেলার বান্ধবী বলে কাজ-টায় আমি নিজেই আছি।'

'কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় বেলজিয়ামে তোমার লোকজন মোটেও দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয়নি,' বললো রানা বিদ্রূপের সুরে। 'ফিলিং স্টেশনে, নাকি জানোই না? আমার উচিত কমিশন দাবি করা।'

দীর্ঘশ্বাস চাপলো মলি। 'ওটা দুর্ভাগ্যজনক একটা ঘটনা

ছিলো ।'

'দোষ আমারও হয়েছে,' বললো রোজিনা। 'ওর ডেপুটিকে ছুটি না দিলেই নয়, তাই ব্রাসেলসে আমার দায়িত্ব নিতে চেয়েছিল মলি। আমিই ওকে বলি, কোনো বিপদ ছাড়াই বাড়ি ফিরতে পারবো। ওখানেই আমার ভুল হয়েছে।'

'ভুল তো তোর হয়েইছে। শোনো, রানা, তুমি সমস্যায় পড়েছো। সমস্যায় আছে রোজিনাও, প্রধান কারণ সে মাল্টি-মিলিওনিয়ার এবং বছরের বেশিরভাগ সময় রোমে কাটাতে চায়। গাছের ডালে বসা পাখির মতো সহজ টু-টু শিকার সে। আমার সমস্যা হলো, ওকে রক্ষা করা। কাজেই তিনজনই আমরা নিজে-দের চুলকানিতে পাগল হয়ে আছি, ঠিক ? ইচ্ছে করলে তিনজনের সমস্যা আমরা ভাগাভাগি করে নিতে পারি, তাতে অন্তত খানিক-টা করে লাঘব হবে বোঝা। সভ্য মানুষরা তাই করে। তুমি যদি নিজের সমস্যা গোপন রাখতে চাও,' কাঁধ ঝাঁকালো মলি, 'রাখো। তবে, টেলিফোন করতে যেতে পারো নির্ভয়ে। আমাদের বিশ্বাস করতে পারো নির্দ্বিধায়।'

অগত্যা গাড়ি থেকে নেমে দরজায় তালা দিলো রানা, আরো-হীদের প্রতিবাদ কানে তুললো না। বুট থেকে সি-সি-ফাইভ হান-ড্রেড বের করে এগোলো টেলিফোন বুদের দিকে। টেলিফোন সেটে স্ক্র্যাম্বলার ফিট করে ডায়াল করলো অপারেটরের মাধ্যমে ভিয়ে-নার বি. সি. আই. প্রতিনিধিকে।

ভিয়েনা প্রতিনিধি শুধু নিজের খবর জানাতে পারলো, রহস্যময় ব্যারিকেড চুরমার করে দিয়ে সবেমাত্র নড়াচড়ার জায়গা করে নিতে

পেরেছে সে, যদিও কমিউনিকেশন সিস্টেমে এখনো কিছু বাধা থাকায় ইউরোপের অন্যান্য প্রতিনিধি সম্পর্কে কোনো খবর সংগ্রহ করতে পারেনি। আলোচনা হলো সংক্ষিপ্ত। রানার নির্দেশ মতো অস্ট্রিয়ান পুলিসের সাথে একটা সমঝোতায় আসতে পারবে বলে কথা দিলো সে। জানালো, ওদের সাথে তার সম্পর্ক ভালো, পিকনিক স্পটে রানার সাথে টহল পুলিসের একটা দল দেখা করবে, যদি সম্ভব হয় দলের সাথে এমনকি রাঙার মা ও শায়লা কিডন্যাপিঙের তদন্তকারী অফিসারও থাকবে। 'চিন্তা করবেন না, মাসুদ ভাই,' রানাকে আশ্বস্ত করলো সে, 'এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলো রানা, আবার ডায়াল করলো অপারেটরের নম্বরে, তারপর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে লাইনে পেয়ে গেল বি. সি আই. লণ্ডন শাখার ডিউটি অফিসারকে।

'অজয় মুখার্জির লোকজন মারা গেছে,' গম্ভীর কণ্ঠে জানালো সে। 'একটা খাদে পাওয়া গেছে লাশগুলো, গুলি করা হয়েছে মাথার পিছনে। লাইনে থাকুন, মিঃ রানা। বস্ আপনার সাথে কথা বলবেন।'

এক মুহূর্ত পর মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের থমথমে কণ্ঠস্বর শুনলো রানা, 'পরিস্থিতি গুরুতর, রানা।'

'খুবই গুরুতর, স্যার। শুধু রাঙার মা নয়, শায়লাকেও ধরে নিয়ে গেছে ওরা।'

'হ্যাঁ, ওদের দাবিটাও অসম্ভব।'

'দাবি, স্যার?'

'কেউ তোমাকে বলেনি ?'

'কে বলবে ? কারো সাথে আমার দেখা হয়নি, স্যার। ইউরোপ জুড়ে নাকি আমাদের প্রতিনিধিদের সামনে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়েছে। ওদের কার কি অবস্থা, স্যার ?'

'এই মুহূর্তে এ-সব তোমার মাথাব্যথা নয়। তুমি শুধু নিজের কথা ভাবো, এটা আমার নির্দেশ।'

'কিন্তু, স্যার···।'

'তর্ক করো না!' ধমক দিলেন রাহাত খান। 'কিডন্যাপাররা কি দাবি করেছে জানো ? মাঙার মা আর শায়লাকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দেবে—তোমার বিনিময়ে।'

এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলো রানা। তারপর বললো, 'জানতাম এরকম একটা কিছু বলবে ওরা। অস্ট্রিয়ান পুলিস ব্যাপারটা জানে ?'

'বোধহয় সবই জানে।'

'ভিয়েনা প্রতিনিধির সাথে এইমাত্র কথা হয়েছে, স্যার। অস্ট্রিয়ান পুলিস দেখা করতে আসছে আমার সাথে, কিডন্যাপারদের দাবি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবো ওদের কাছে। আপনার সাথে অজয়ের যোগাযোগ হবে, স্যার ?'

'হতে পারে, কেন ?'

'যদি হয়, স্যার, ওকে বলবেন, সত্যি আমি দুঃখিত—আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজের দু'জন লোককে হারালো সে।'

এ-প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করলেন না রাহাত খান, ভারি গলায় বললেন, 'টেক কেয়ার, রানা। গুণ্ডা-বদমাশের দাবির কাছে মাথা

নত করবে না বি. সি. আই.। আমি চাই, নীতিটা তুমি রক্ষা করবে। কোনো রকম হিরোইজম নয়। মনে রেখো, প্রাণ হারানোর অনুমতি তোমাকে দেয়া হয়নি। ওদের দাবি তুমি মানবে না, আবার বলছি, মানবে না।'

'অন্য কোনো উপায় না-ও থাকতে পারে, স্যার,' ভয়ে ভয়ে বললো রানা।

'বিকল্প উপায় সব সময় থাকে। খুঁজে বের করো, এবং তাড়াতাড়ি।' রানাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন রাহাত খান।

সি-সি খুলে নিয়ে বুদ থেকে বেরিয়ে এলো রানা, ধীর পায়ে গাড়ির দিকে ফিরছে। ও জানে, রাঙার মা ও শায়লার জন্যে আত্মত্যাগ করতে হতে পারে ওকে। যদি অন্য কোনো উপায় না থাকে, বরণ করে নিতে হবে মৃত্যুকে। রানা আরো জানে, উভয়-সংকট থেকে মুক্তি পাবার জন্যে যে-কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত সে।

এক ঘণ্টা বিশ মিনিট পর একজোড়া পুলিস কার পৌঁছুলো। তার আগে, অপেক্ষা করার সময়, রানাকে মব-এর ইতিহাস শোনালো মলি মন্টানা।

পাঁচ বছরে লণ্ডন, প্যারিস, রোম, লস এঞ্জেলেস ও নিউ ইয়র্কে শাখা-অফিস গড়ে তুলেছে মলি, যদিও একবারও কোথাও কোনো বিজ্ঞাপন দেয়নি। 'বিজ্ঞাপন দিলে লোকে ধরে নিতো আমরা কলগার্ল,' বললো সে। 'মুখে-মুখে প্রচার পাই আমরা। এখনো ব্যাপারটা তাই আছে। উপরি পাওনা হলো, ফান। বলে

বোঝাতে পারবো না, কাজটায় কি রকম মজা পাই আমরা।'

সে বা বি. সি. আই. মব সম্পর্কে কিছু জানে না, এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার, ভাবলো রানা। যেন ওর ভাবনাটা ধরতে পেরেই মলি বললো, 'শুধু যারা অত্যন্ত ধনী, তাদের একটা মহল আমাদের সম্পর্কে জানে, রানা। বললেই যার-তার কাজ আমরা করি না। এমনকি আমাদেরকে চিনতে পারাও প্রায় অসম্ভব।'

'কি রকম?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'পুরুষ মক্কেলদের সাথে মব-এর মেয়েরা যায় বেশিরভাগ সময়, প্রেমিকা হিসেবে,' বললো মলি। 'আর যখন কোনো মেয়েকে প্রোটেকশন দিই, দু'জনের সাথেই যাতে নিরাপদ পুরুষ থাকে তার ব্যবস্থা করা হয়।' হাসলো সে। 'শুধু গেল বছরই বেচারা রোজিনাকে দুটো নাটকীয় লাভ অ্যাফেয়ারে জড়িয়ে পড়তে দেখেছি আমি।'

মুখ খুললো রোজিনা, মুখের দু'পাশ লালচে হয়ে উঠলো, চোখে ক্রোধ, কিন্তু কিছু বলা হলো না, কারণ পুলিসের গাড়ি দুটো এসে গেছে। ধুলোর ঝড় তুলে এলো ওগুলো, একটা গাড়িতে ইউনিফর্ম পরা চারজন লোক, দ্বিতীয়টায় ইউনিফর্ম পরা তিনজন, সিভিল ড্রেসে একজন।

সিভিলিয়ান লোকটা এমন ভঙ্গিতে নামলো, যেন ভাঁজ খুলে সিধে হলো শরীরটা। ঢ্যাঙা, তালগাছের কথা মনে পড়ে যায়। পরনে অত্যন্ত দামী স্যুট। স্যুটটা বানাতে যে দর্জি বেচারাকে হিমশিম খেতে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লোকটার আকৃতি ও কাঠামো এককথায় তালগোল পাকানো—কাঁধ দুটো অস্বাভাবিক উঁচু, উল্লুকসদৃশ্য হাত দুটো হাঁটু ছাড়িয়ে লম্বা, কব্জির

নিচে আঙুল আর হাতের তালু এতো ছোটো যে হাস্যকর লাগে, মুখটা সরু কাঁধের তুলনায় অসম্ভব বড়, মাথায় ঝাঁটার কাঠির মতো খাড়া চকচকে চুল, কান দুটো অ্যালুমিনিয়াম জগের হাতলের মতো, চোখ জোড়া সরু আর ঘোলাটে।

'ওহ্, মাই গড !' রুদ্ধশ্বাসে বললো মলি, প্রায় আঁতকে উঠলো সে। সাথে সাথে বেণ্টলির ভেতর একটা ভয় ছড়িয়ে পড়লো। 'হাত দেখাও !' চাপা কণ্ঠে বললো সে, প্রায় ধমকের সুরে। 'ওদের-কে তোমরা হাত দেখতে দাও !' তার বলার সুরে এমন কিছু ছিলো সাথে সাথে জানালার কিনারায় খালি হাত দুটো রাখলো রানা।

'তুমি ওকে চেনো ?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো ও।

'হার ট্রাইবেন !' বিড়বিড় করে বললো মলি, তার চোখে আতংক।

'হার ট্রাইবেন ! কে ও ?'

'দা হুক !' মলির ঠোঁট প্রায় নড়ছে না।

'ওর সম্পর্কে কি জানো তুমি ?' এবার ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'লোকটার নাম হার ট্রাইবেন,' যেন ধমক খেয়ে সংবিৎ ফিরে পেলো মলি। 'তবে অনেকদিন আগেই নামটা ভুলে গেছে মানুষ। সবাই ওকে দা হুক বলে চেনে।'

'হুক মানে ?'

'হুক মানে হুক, এটা-সেটা আটকানোর কাজে লাগে—ট্রাই-বেনের স্বভাব হলো মানুষকে আটকানো, তা সে ভালোই হোক

আর মন্দ। কারো ওপর একবার তার নেকনজর পড়লে আর রক্ষে নেই, এই মাটির পৃথিবীতেই তার নরকবাস নিশ্চিত। গোটা অস্ট্রিয়ায় তার মতো নিষ্ঠুর ও দুর্নীতিপরায়ণ পুলিস অফিসার আর একটিও নেই,' এখনো ফিসফিস করে, বিস্ফারিত চোখে কথা বলছে মলি। ইতিমধ্যে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে লোকটা। 'শোনা যায়, ঊর্ধ্বতন মহলের কেউ তাকে অবসরগ্রহণের কথা বলার সাহসও রাখে না, কারণ সবার সম্পর্কেই সব কথা জানে সে। নামকরণের আসল কারণটা হলো ।'

'তোমাকে চেনে ও?' লোকটার দিকে স্থির চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আগে কখনো সামনে থেকে দেখিনি। তবে ওর একটা ফাইল আছে আমাদের। গোঁড়া ন্যাশনাল সোশালিস্ট ছিলো লোকটা। কসাইদের হুক বা আঙটা দেখেছো তো? বন্দীদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায় ওই আঙটা দিয়ে। রানা, ফর গডস সেক, ওকে তুমি এক ফোঁটা বিশ্বাস করো না।'

বেন্টলির পাশে পৌঁছে, দু'পাশে ইউনিফর্ম পরা দু'জন পুলিসকে নিয়ে, রানার জানালার সামনে দাঁড়ালো হার ট্রাইবেন। সামনের দিকে ঝুঁকলো সে, ঠিক যেন কোমর থেকে দু'ভাঁজ হলো শরীরটা। জানালার বাইরে খুদে আঙুলগুলো নাচালো সে, যেন কোনো শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলো।

জানালাটা খুললো রানা।

'হের রানা?' সরু, প্রায় মেয়েলি কণ্ঠস্বর, ঝগড়াটে।

'হ্যাঁ। রানা। মাসুদ রানা।'

'শুভ। সালজবার্গ পর্যন্ত আপনাকে আমরা প্রোটেকশন দেবো, হের রানা। প্লিজ, একবার গাড়ি থেকে নেমে আসুন।'

দরজা খুললো রানা, নিচে নেমে লোকটার আপেলের মতো রাঙা ও চকচকে মুখের দিকে তাকালো। বাড়ানো হাতটা ধরলো ও, সব মিলিয়ে এতো ছোটো যে অশ্লীল লাগলো রানার, ঘিন ঘিন করে উঠলো গা। অনুভূতি হলো, যেন মুঠোর ভেতর একটা সাপের শুকনো চামড়া ধরেছে ও।

'কেসটার আমি তদন্তকারী অফিসার, হের রানা। 'এক জোড়া বিদেশিনীর অন্তর্ধান রহস্য'—রহস্যকাহিনীর উপযুক্ত নাম হতে পারে, কি বলেন?' চিকন গলায় হেসে উঠলো হার ট্রাইবেন।

তারপর নিস্তব্ধতা নামলো। রাঙার মা ও শায়লার বিপদ নিয়ে হাসাহাসি করার মানসিকতা রানার নেই।

'তো,' ইন্সপেক্টর আবার গম্ভীর হলো, 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আমার নাম ট্রাইবেন। হার ট্রাইবেন।' কথা শেষ হবার পরও গাল হাঁ করে থাকলো সে, ভেতরে হলুদের ওপর কালো ছোপ লাগা ভাঙাচোরা দাঁত দেখা গেল। 'কিছু লোক আমাকে অবশ্য আরেক নামে ডাকে, তারা দুর্মুখ। দা হুক। কেন ডাকে, বলতে পারবো না, তবে নামটা ভারি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সম্ভবত ক্রিমিনালদের আমি আটকাতে পারি, এটা তারই স্বীকৃতি। আমার ধারণা, হের রানা, সম্ভবত আপনাকেও আমি আটকাতে পারবো। আমরা দু'জন অনেকক্ষণ ধরে, অনেক বিষয়ে কথা বলবো। তাই বলছিলাম, আপনার গাড়িতে আমার জায়গা হওয়া দরকার, কথা বলার জন্যে। ভদ্রমহিলারা অন্য গাড়িতে

আসুন।'

'না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে উঠলো মলি।

'ওহ্, বাট ইয়েস!' বেণ্টলির পিছনের দরজার হাতল ধরে টান দিলো হার ট্রাইবেন, এরিমধ্যে ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিস প্রায় টেনে-হিঁচড়ে রোজিনাকে গাড়ি থেকে নামাতে শুরু করেছে।

রোজিনা ও মলি, ছ'জনকেই জোর-জার করে নিচে নামানো হলো। হাত-পা ছুঁড়ছে তারা, ধস্তাধস্তি করছে, কিন্তু এতোগুলো পুরুষের সাথে তারা পারবে কেন। মনে মনে প্রার্থনা করলো রানা, মলি যেন তার পিস্তলটা বের না করে। তারপর উপলব্ধি করলো এই পরিস্থিতিতে কি করবে মলি। চেঁচামেচি, প্রতিবাদ ইত্যাদির সাহায্যে যতোটুকু পারা যায় নিজের স্বাধীনতা আদায় করে নেবে সে।

পাকা আপেলে আবার ফাটল ধরলো, অর্থাৎ হাসলো ইন্সপেক্টর হার ট্রাইবেন। 'মেয়েদের ঘ্যানর ঘ্যানর থাকবে না, কথা বলে আরাম পাবো আমরা, কি বলেন, হের রানা? তাছাড়া, আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না যে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো ওরা শুনে ফেলুক?'

'অভিযোগ? আমার বিরুদ্ধে?'

'হ্যাঁ, হের রানা,' আত্মতৃপ্তির সাথে হাসলো ইন্সপেক্টর হার ট্রাইবেন। 'আপনার বিরুদ্ধে। শুধু কিডন্যাপিঙে সহায়তা নয়, আপনার বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগও আছে, হের রানা।'

সাত

শুরু হয়েছে আগেই, তবে টের পেলো রানা হঠাৎ, কপালের দু'-পাশ ব্যথা করছে। এতো সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে যে কাঁধ দুটো আড়ষ্ট হয়ে আছে ওর। পাশের সিটের বিপজ্জনক লোকটা হিংস্র পশুর উপস্থিতি নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সারাক্ষণ, যেন ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সামান্যতম প্ররোচনার অপেক্ষায় রয়েছে সে। কর্মবহুল জীবনে খোদ শয়তানের উপস্থিতি আগেও অনেকবার টের পেয়েছে রানা, তবে আগে কখনো এরকম আড়ষ্টবোধ করেনি ও। বেঢপ আকৃতির ইন্সপেক্টরের গা কিংবা চুল থেকে একটা গন্ধ আসছে, সেটা চিনতে না পেরে অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল ওর। তারপর হঠাৎ করে চিনতে পারলো—মাথা ভর্তি সজারুর কাঁটায় প্রচুর ব্রিল ক্রীম ঢেলেছে সে।

কয়েক কিলোমিটার পেরিয়ে আসার পর নিস্তব্ধতা ভাঙলো হার ট্রাইবেন। 'কি সাংঘাতিক!' চোখ পাকালো সে। 'শুধু কিডন্যাপিং নয়, তার সাথে আবার মার্ডারও!'

'রেপ ? রেপটা বাদ গেল কেন ?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আর কিছু লাগে না, মার্ডার ও কিডন্যাপিঙই যথেষ্ট,' কালচে হলুদ দাঁত বের করে হাসলো ট্রাইবেন।

'আপনি তাহলে আমার বিরুদ্ধে মার্ডার আর কিডন্যাপিঙের অভিযোগ আনতে যাচ্ছেন ?' হালকা সুরে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'শুধু মার্ডার কেসেই আপনাকে আমি ঝুলিয়ে দিতে পারি।' জিভ আর টাকরা সহযোগে ব্যাঙের ডাক ছাড়লো ট্রাইবেন।

'আমার ধারণা, সে-ধরনের কিছু করার আগে আপনার উচিত হবে কর্মকর্তাদের কারো সাথে পরামর্শ করে নেয়া। বিশেষ করে সিকিউরিটি অ্যাণ্ড ইন্টেলিজেন্স-এর কারো সাথে।'

'ওদের আমি পীপিং টম বলি, অন্য মানুষের প্রাইভেসিতে চোখ দেয়, নাক গলায়,' ঘৃণার সাথে বললো ইন্সপেক্টর। 'আপনার জন্যে দুঃসংবাদ, হের রানা, আমার ওপর ওদের তেমন কোনো প্রভাব নেই। আমার রাজ্যে আমি স্বাধীন।'

'আপনি নিজেই আইন, ইন্সপেক্টর ?'

বড় করে নিঃশ্বাস ফেললো ট্রাইবেন। তারপর বললো, 'অন্তত এই কেসে আমিই আইন। দু'জন সুন্দরী ভদ্রমহিলা একটা ক্লি-নিক থেকে নিখোঁজ হয়েছে, দু'জনের সাথেই আপনার সম্পর্ক ছিলো··· ।'

'একজন বৃদ্ধা, ইন্সপেক্টর।'

জাপানী পুতুলের আঙুল তুলে নাচালো ট্রাইবেন। 'অসুবিধে নেই, বুড়িরাও সুন্দরী হতে পারে।' খিক খিক করে হাসলো সে।

'আপনিই তো রহস্যের একমাত্র চাবিকাঠি। গুরুতর একটা ঘটনার একমাত্র লিঙ্ক। দ্য ম্যান হু নিউ বোথ ভিকটিম। কাজেই, এটা খুব স্বাভাবিক নয় কি যে আপনাকে আমি ইন্টারোগেট করার জন্যে আটক করবো? কিডন্যাপিং সম্পর্কে তথ্য আদায়ের জন্যে?' হে-হে-হে করে হাসলো সে।

'ওদের কিডন্যাপিং সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য এখনো আমার জানা হয়নি। ভদ্রমহিলাদের মধ্যে একজন আমার হাউজকীপার ।'

'অল্পবয়েসী, সুন্দরী মেয়েটা?' প্রশ্নটা অশ্লীল ভঙ্গিতে করা হলো।

রানা ঠিক করেছে, মাথা ঠাণ্ডা রাখবে, উত্তেজিত হবে না। 'না, ইন্সপেক্টর। বয়স্কা ভদ্রমহিলা। তিনি আমার সাথে অনেক বছর ধরে আছেন। আর মেয়েটি আমার কলিগ। আপনি বরং যতো তাড়াতাড়ি পারেন আপনার কর্তাদের কারো সাথে যোগাযোগ করুন। কথা দিচ্ছি, তিনি আপনাকে ইন্টারোগেশন করার কথা ভুলে যেতে বলবেন।'

'আরো অনেক ব্যাপার আছে—দেশে অস্ত্র নিয়ে আসা, অটো-বানে বন্দুকযুদ্ধ, যার পরিণতিতে তিনজন লোক মারা গেছে, ফলে হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল নিরীহ বহু অস্ট্রিয়ানের মূলবান প্রাণ···।'

'সবিনয়ে বলতে চাই, ওরা তিনজন আমাকে এবং আমার সঙ্গিনীদের খুন করার চেষ্টা করছিল।'

'দেখা যাবে, দেখা যাবে!' প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো ইন্সপেক্টর। 'কে কাকে খুন করার চেষ্টা করছিল দেখা যাবে। মারের চোটে ভূত পর্যন্ত জব্দ হয়, আর আমার প্রতিপক্ষ তো শুধু রক্ত-

মাংসের একটা এশীয় কালপ্রিট। সালজবার্গে পৌছুই আগে, তারপর দেখা যাবে।'

হুক নামে কুখ্যাত লোকটা সাবলীল ভঙ্গিতে কাত হলো; আঙুলগুলো কিলবিল করছে কেঁচোর মতো, লম্বা করলো হাতটা। ইন্সপেক্টর শুধু যে অত্যন্ত অভিজ্ঞ তাই নয়, ভাবলো রানা, তার ইনটিউইশন-ও প্রখর। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এঃ এস. পি. ও ব্যাটন, দুটোকেই ওগুলোর হোলস্টার থেকে তুলে নিলো সে। 'কারো কাছে অস্ত্র থাকলে আমার অ্যালার্জি মতো হয়।' আপেল রাঙা গাল ফুলে উঠলো, চকচকে লাল হাসি উপহার দিলো সে রানাকে।

'মানিব্যাগ খুললে দেখতে পাবেন, আগ্নেয়াস্ত্র বহন করার জন্যে ইণ্টারন্যাশনাল লাইসেন্স আছে আমার,' বললো রানা, হুইলের ওপর শক্ত হলো মুঠো জোড়া।

'দেখবো,' আবার বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো হার ট্রাই-বেন। 'সালজবার্গে পৌছে আমরা সব দেখবো।'

শহরে পৌছুতে সন্ধ্যে পার হয়ে গেল। প্রতিবার সময়ের আগেই দিক নির্দেশনা দিলো ট্রাইবেন রানাকে—বাম দিকে, তারপর ডান দিকে, আবার ডান দিকে। মুহূর্তের জন্যে একবার সালজাখ নদী আর নদীর ওপর ব্রিজটাকে দেখতে পেলো রানা। ওর পিছনে হোহেনসালজবার্গ দুর্গ, এককালে প্রিন্স-আর্চবিশপদের শক্ত ঘাঁটি ছিলো, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো শহরের দিকটায়, ফ্লাড-লাইটের আলোয় ভাসছে।

নতুন শহরের দিকে যাচ্ছে ওরা। রানা আশা করলো, পুলিস

হেডকোয়ার্টারের দিকেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের। খানিক পর নিঃসন্দেহ হলো—না। গলির পর গলি, প্রায় গোলকধাঁধার মতো, ইন্সপেক্টর ট্রাইবেনের দিক নির্দেশনায় পেরিয়ে এলো ও। তারপর আধুনিক এক জোড়া অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক ছাড়িয়ে এসে ঢুকলো বিশাল আণ্ডারগ্রাউণ্ড কার পার্ক-এ। গাড়ি থামিয়ে রানা দেখলো, অপর গাড়ি দুটো অপেক্ষা করছে একধারে। নতুন শহরে ঢোকার মুখে ওগুলোকে হারিয়ে ফেলেছিল ও। একটায় রোজিনা বসে রয়েছে, অপরটায় মলি।

কপালের ব্যথাটা কমা তো দূরের কথা বরং বেড়েছে। সেই সাথে হঠাৎ করে বাড়লো অস্বস্তি। বি. সি. আই. ভিয়েনা ওকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, পুলিস ওকে নিরাপদে সালজবার্গে পৌঁছে দেবে। তার বদলে কুখ্যাত দুর্নীতিপরায়ণ পুলিস অফিসারের খপ্পরে পড়তে হয়েছে ওকে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, এখানে ওদেরকে নিয়ে আসার প্ল্যান আগে থেকেই করা ছিলো। প্ল্যানটা অবশ্যই ইন্সপেক্টর ট্রাইবেনের ব্যক্তিগত, ওদেরকে খালি কোনো বাড়িতে অর্থাৎ লোক-চক্ষুর আড়ালে আটকে রাখার মতলব।

'আমার দিকের জানালাটা খুলুন,' শান্ত সুরে বললো ট্রাইবেন।

পুলিসদের একজন ট্রাইবেনের দিকে, বেণ্টলির পাশে দাঁড়িয়েছে। আরেকজন গাড়িটার সামনে। দ্বিতীয় লোকটা নিতম্বের কাছে ধরে আছে একটা মেশিন-পিস্তল, মাজলের কালো গর্তটা লোলুপ দৃষ্টিতে সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে আছে।

খোলা জানালা দিয়ে জার্মান ভাষায় কয়েকটা নির্দেশ দিলো ট্রাই-বেন, নিচু গলায়। মাত্র কয়েকটা শব্দ শুনতে পেলো রানা। 'মেয়ে-

গুলোকে আগে,' এরপর ফিসফিসে আওয়াজ, তারপর, 'আলাদা কামরায়···প্রতি মুহূর্ত পাহারা থাকবে·· সমস্ত দেনা পাওনা না মেটা পর্যন্ত··· ।' ট্রাইবেনের শেষ কথাটা প্রশ্নবোধক, শুনতে পেলো না রানা। তবে উত্তরটা পরিষ্কার।

'যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে টেলিফোন করতে হবে, হের ট্রাইবেন।'

বেঢপ মাথাটা ঘন ঘন ঝাঁকালো ট্রাইবেন, গাড়ির পিছনে ঝুলে থাকা পুতুলের মতো। ইউনিফর্ম পরা পুলিসটাকে নিজের কাজে যেতে বললো সে। মেশিন পিস্তল হাতে দ্বিতীয় লোকটা নড়লো না।

'কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকবো আমরা,' মাথাটা ঘুরিয়ে রানার দিকে আপেল রাঙা হাসি ছুঁড়ে দিলো ট্রাইবেন।

'আপনি ইঙ্গিত দিয়েছেন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হতে পারে, তাই ভিয়েনায় আমাদের এমব্যাসীর সাথে কথা বলতে হবে আমাকে,' বললো রানা, সুরটা অনুরোধ বা প্রার্থনা সূচক নয়, সিদ্ধান্ত সূচক, যেন প্যারেড গ্রাউণ্ডে কমাণ্ড করছে।

'সময় হোক। ফরমালিটিজ আছে না।' হার ট্রাইবেন ভয়ানক শান্ত, স্থির হয়ে আছে সে, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা, ভাবটা যেন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

'ফরমালিটি ? কিসের ফরমালিটি ?' বাঘের মতো গর্জে উঠলো রানা। 'এ-দেশে কি মানুষের কোনো অধিকার নেই ? আপনি জানেন, ইন্সপেক্টর, এখানে আমি একটা অফিশিয়াল অ্যাসাইন-মেন্টে রয়েছি ? আই ডিমাণ্ড···।'

গাড়ির সামনে দাঁড়ানো পুলিসটার দিকে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো ট্রাইবেন। 'আপনি কিছুই দাবি করতে পারেন না, হের রানা। ওকে দেখুন। বুঝতে পারছেন না? পরদেশে আপনি একজন অচেনা আগন্তুক। মূল কথাটা হলো, আমি আইনের প্রতিনিধিত্ব করছি। আর বাস্তব পরিস্থিতি হলো, আপনার দিকে একটা উজি তাক করা রয়েছে। এ-থেকেই কি বুঝতে পারছেন না, অধিকার ইত্যাদি কেড়ে নেয়া হয়েছে আপনার?'

রানা দেখলো, রোজিনা আর মলিকে টেনে-হিঁচড়ে গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছে। দু'জনের মাঝখানে অনেকটা দূরত্ব। চেহারাই বলে দেয় খুব ভয় পেয়েছে তারা। রোজিনা এমনকি বেন্টলির দিকে একবার তাকালোও না। তবে মলি তাকালো, তার দৃষ্টিতে স্পষ্ট একটা মেসেজ রয়েছে, পড়তে অসুবিধে হলো না রানার। অস্ত্রটা এখনো রয়েছে তার কাছে, এবং যতোটা পারা যায় ওদের সময় নষ্ট করছে সে। কঠিন মেয়ে, ভাবলো রানা। শুধু কঠিন নয়, অত্যন্ত আকর্ষণীয়াও বটে।

মেয়ে দুটো রানার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল, এক মুহূর্ত পর ওর এ. এস. পি. দিয়েই পাঁজরে খোঁচা মারলো ইন্সপেক্টর ট্রাই-বেন। 'গাড়ির চাবি গাড়িতেই থাকবে, হের রানা। সকালের আগে গাড়িটা এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। স্রেফ বেরিয়ে যান, হাত দুটো যেন দেখা যায়। বলে দেয়ার দরকার আছে কি, উজি হাতে আমার ওই অফিসার একটু নার্ভাস টাইপের?'

নির্দেশ পালন করলো রানা। প্রায় নির্জন আণ্ডারগ্রাউণ্ড কার পার্কের ভেতরটা ঠাণ্ডা, কেমন যেন একটা গুমোট ভাবের সাথে

মিশে আছে গ্যাসোলিন, রাবার আর তেলের গন্ধ।

মেশিন-পিস্তল নেড়ে জোড়া পুলিস কারের মাঝখানের ফাঁকটা দেখিয়ে দিলো গার্ড। খানিক সামনে একটা দরজা তারপর ছোট্ট প্যাসেজ, প্যাসেজের ত্ব'পাশে বা সামনে কোনো ফাঁক বা দরজা নেই, শুধুই ইঁটের দেয়াল। সামান্য নড়লো কি নড়লো না ট্রাইবেন, ভোজবাজির মতো তার বাম হাতে একটা রিমোট কণ্ট্রোল বেরিয়ে এলো। দরজার আকৃতি নিয়ে নিঃশব্দে খুলে গেল ইঁটের দেয়াল, ভেতর দিকে পিছিয়ে গিয়ে সরে গেল একপাশে, সামনে দেখা গেল এলিভেটরের চকচকে স্টীলডোর। কার পার্কের কোথাও থেকে একটা এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠলো, ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল আওয়াজটা।

ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ তুলে পৌঁছুলো এলিভেটর, ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতে বলা হলো রানাকে। লিফটের খাঁচা নিঃশব্দে ওপর দিকে রওনা হলো, বিনা বাক্যব্যয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা তিনজন। এলিভেটর থামলো, একপাশে সরে গেল দরজা, আবার ইঙ্গিতে সামনে এগোতে বলা হলো রানাকে।

লম্বা একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এলো রানা, ত্ব'পাশের দেয়ালে ঝুলছে আধুনিক প্রিন্টস। এক মুহূর্ত পর বিলাসবহুল একটা অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলো ওরা। অত্যন্ত দামী টার্কিশ কার্পেট। কাঠ, ইস্পাত, গ্লাস আর অত্যন্ত মূল্যবান ফ্যাব্রিক্স-এর তৈরি ফার্ণিচার। দেয়ালে পাইপার, সাদারল্যাণ্ড, বোনার্ড, গ্রস আর হকনি-র আঁকা পেইন্টিং ও ড্রইং। বিশাল কামরাটা আশ্চর্য খোলামেলাভাবে তৈরি করা হয়েছে, প্লেট-গ্লাস উইণ্ডো পথে চওড়া ঝুল-বারান্দায় যাওয়া

যায়। বাঁ দিকে খিলান, খিলানের সামনে ডাইনিং হল আর কিচেন। আরো দুটো খিলান দেখা গেল, একজোড়া প্যাসেজের মুখে, প্যাসেজ দুটোর দু'পাশে চকচকে দরজা। প্যাসেজের জোড়া মুখে দু'জন পুলিস অফিসার দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন পাহারা দিচ্ছে। ট্রাইবেন জানালার পর্দা টেনে দিতে বলার আগে হোহেনসালজ-বার্গের আলো দেখে নিয়েছে রানা। হালকা নীল ভেলভেটের পর্দা নিঃশব্দে ঢেকে দিলো জানালাগুলোকে।

'একজন পুলিস ইন্সপেক্টরের বাড়ি এতো সুন্দর?'

'হবে, হের রানা, আমারও এরকম প্রাসাদ হবে। এটা আজকের জন্যে ভাড়া করা হয়েছে।'

'আমার ব্যাপারটা, ইন্সপেক্টর,' হাসিমুখে বললো রানা, জানে চোটপাট দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। 'আপনি নেহাতই ভদ্রলোক, তাই আমার বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ আনা হতে পারে তা আগে-ভাগেই জানিয়ে দিয়েছেন। সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে হয়।'

'আপনার আন্তরিক ধন্যবাদ সাদরে গ্রহণ করা হলো,' জবাবে ট্রাইবেনও কৃত্রিম বিনয়ে বিগলিত হয়ে হাসলো।

'আপনি তো জানেনই, ভিয়েনা দূতাবাস এবং আমি যে ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিত্ব করছি, তাঁরা অস্ট্রিয়া কর্তৃপক্ষকে আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন, সে অনুরোধ রক্ষা করারও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তারমানে আমার কোনো অধিকার নেই বা আমি কিছু দাবি করতে পারি না বলে আপনি মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছেন। আমি জানি, ভুলটা

আপনি সংশোধন করতে চান।'

রানার দিকে ঘোলাটে চোখে দুই সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো হার ট্রাইবেন, তারপর জিভ আর টাকরা সহযোগে ব্যাঙের ডাক ছাড়লো। 'একটু ভুল হয়েছে, সত্যি, হের রানা। অধিকার দাবি করে জীবিত মানুষ।' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রানার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখলো সে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু আপনি কি জীবিত-দের মধ্যে একজন, হের রানা?'

'মানে?' রানার চোখে প্রশ্ন ও কৌতূহল।

'কিংবা আমি?' আবার জিজ্ঞেস করলো ট্রাইবেন।

'ঠিক কি বলতে চাইছেন, ইন্সপেক্টর?' রানার গলায় সন্দেহ।

'আপনার দাবি ও অধিকার মেটানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো, হের রানা। আমি মানুষের অধিকারে বিশ্বাসী, বিশ্বাস করুন চাই না-ই করুন। কিন্তু আমি একজন মৃত লোক হয়ে আরেক মৃত লোকের দাবি কিভাবে মেটাতে পারি, আপনিই বলুন?'

'আমরা মারা গেছি, আপনি ঠিক জানেন?'

'দুর্ভাগ্যজনক হলেও, কথাটা সত্যি।'

ট্রাইবেন আসলে কি বলতে চাইছে, বুঝতে চেষ্টা করছে রানা। 'আমি জানি, আপনার কাছে আমাদের মৃত্যুর প্রমাণ ইত্যাদিও আছে।'

'নেই মানে। তবে সমস্যাটা আসলে আপনার। আপনি সত্যি মারা গেছেন। কিন্তু আমি দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করার জন্যে আবার একবার বেঁচে উঠবো।'

'পুরনো কৌশল, তবে ভালো কাজ দেয়,' বলে মাথা ঝাঁকালো

রানা।

মুচকি হেসে নিজের চারদিকে তাকালো ট্রাইবেন। 'এ-ধরনের বিলাসবহুল প্রাসাদে শিগগিরই বসবাস শুরু করবো আমি, হের রানা। একটা ভূতের জন্যে জায়গাটা মন্দ না, কি বলেন?'

'আর আমার ভূতটা কোথায় বসবাস করবে, ইন্সপেক্টর?'

মানবিক গুণাবলীর সমস্ত চিহ্ন নিঃশেষে মুছে গেল ট্রাইবেনের চেহারা থেকে। তার মুখের পেশী পাথুরে হয়ে উঠলো। 'আপনি বাস করবেন কবরে, হের রানা। কবরটা কেউ কোনো দিন খুঁজে পাবে না। তায়মানে কোথাও আপনি থাকবেন না। আপনার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।' ঝট্ করে বাম হাতটা চোখের সামনে তুলে হাতঘড়ি দেখলো সে। মেশিন পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে নির্দেশ দিলো, 'টিভি খোলো। খবর পড়ার সময় হয়েছে। আমার মৃত্যু সংবাদ এতোক্ষণে পৌঁছে গেছে টিভি ভবনে।' রানার দিকে ফিরলো সে। 'সম্ভবত আপনার মৃত্যু সংবাদটাও একই সাথে প্রচার করা হবে। বসুন, হের রানা, আরাম করে বসে নিজের সর্বশেষ সংবাদটা শুনুন। একেবারে অল্প সময়ের ভেতর সমস্ত আয়োজন করতে হয়েছে, আমার প্রতিভার স্বীকৃতি দেবেন না?'

ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়লো রানা, একদিকে চিন্তা করছে ট্রাইবেন আর তার সঙ্গীদের কিভাবে কাবু করা যায়, আরেক দিকে ভাবছে ইন্সপেক্টরের প্ল্যানটা কি বা তার উদ্দেশ্যই বা কি?

টিভির রঙিন পর্দায় বিজ্ঞাপন, সুন্দরী অস্ট্রিয়ান তরুণী পাহাড়

ঘেরা সবুজ উপত্যকায় দাঁড়িয়ে সান ক্রীমের গুণাগুণ বর্ণনা করছে। আকাশ থেকে নামলো সুদর্শন এক যুবক, বললো, প্রাকৃতিক দৃশ্য-টা সুন্দর, তবে আরো সুন্দর হতে পারে তুমি যদি বিশেষ একটা ক্যামেরার সাহায্যে দৃশ্যটাকে বন্দী করতে পারো।

শুরু হলো খবর পড়া। থমথমে চেহারার এক স্বর্ণকেশী প্রথমেই এ-টুয়েলভ অটোবানে দুর্ঘটনার খবর দিলো। একটা গাড়িতে ট্যুরিস্ট ছিলো, গাড়িটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়, ফলে আগুন লেগে বিধ্বস্ত হয় সেটা। পর্দায় সিলভার রেনল্টটাকে দেখানো হলো, পুলিস কার আর অ্যাম্বুলেন্স ঘিরে রেখেছে। স্বর্ণকেশী আরো গম্ভীর চেহারা নিয়ে ফিরে এলো পর্দায়। অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানালো সে, অকুস্থল অর্থাৎ সালজবার্গের দিকে যাওয়ার পথে পাঁচজন পুলিস সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। একটা পুলিস কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরেকটার ওপর চড়াও হয়। দুটো গাড়িই রাস্তা থেকে খাদে পড়ে যায়, তারপর আগুন ধরে।

ইন্সপেক্টর হার ট্রাইবেনের সাদা-কালো অফিশিয়াল ফটোগ্রাফ দেখানো হলো। খবর পাঠিকা বিষণ্ন সুরে জানালো, অস্ট্রিয়া তার একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞ পুলিস অফিসারকে হারিয়েছে। অফি-সার দ্বিতীয় গাড়িটিতে ছিলেন, তিনি আগুনে পুড়ে মারা গেছেন।

এরপর রানা ওর নিজের ফটো দেখলো, দেখলো বেণ্টলি মুল-সেন টার্বোর নাম্বার প্লেট। ওর সম্পর্কে বলা হলো, ও একজন বাংলাদেশী ডিপ্লোম্যাট, অস্ট্রিয়ায় এসেছিল ব্যক্তিগত কারণে, সম্ভবত দুই তরুণীকে সাথে নিয়ে। তরুণীদের পরিচয় সম্পর্কে এখনো কিছু জানা সম্ভব হয়নি। অটোবানে বন্দুকযুদ্ধের সাথে

জড়িত থাকার সন্দেহে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে খোঁজা হচ্ছে ওকে। বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে বলা হয়েছে, মাসুদ রানা সাহায্য চেয়ে টেলিফোন করেছিলেন, তাই তারা ভয় করছেন এটা তাঁকে হত্যা করার একটা চক্রান্ত হতে পারে। খবর পাঠিকা জানালো, গাড়ি সহ ডিপ্লোম্যাট ও তার সঙ্গিনীরা এখন পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পুলিসী তদন্ত ও তল্লাশি পুরোদমে চলছে। তবে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে, পাহাড়ী রাস্তা থেকে যদি খাদে পড়ে গিয়ে থাকে গাড়িটা, লাশগুলো খুঁজে বের করতে কয়েক হপ্তা লেগে যেতে পারে।

মেয়েলি সুরে হাসতে লাগলো হার ট্রাইবেন। 'দেখতেই পাচ্ছেন, পানির মতো সহজ, হের রানা। কাল কোনো এক সময় খাদের তলায় আপনার বিধ্বস্ত গাড়িটা পাবার পর তল্লাশি শেষ হবে। ভেতরে থাকবে কাটা-ছেঁড়া তিনটে লাশ।'

ইন্সপেক্টর প্ল্যানটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারলো রানা। 'আমার লাশে অবশ্যই কোনো মাথা থাকবে না, ধারণা করি?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো ও।

'ঠিক ধরেছেন,' চোখ মটকে বললো হার ট্রাইবেন। 'মনে হচ্ছে, কি ঘটছে আপনি ভালোই বুঝতে পারছেন।'

'ধরে নিচ্ছি, যেভাবেই হোক নিজের পাঁচজন কলিগকে আপনি খুন করেছেন··।'

খুদে হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিলো ইন্সপেক্টর। 'না! না! ভুল করছেন, আমার কলিগ নয়! ওরা সবাই সমাজের অবাঞ্ছিত

কীট—গুণ্ডা, জুয়াড়ি, ড্রাগ অ্যাডিক্ট। আপনি তো জানেনই, এক-জন পুলিস অফিসারের অন্যতম দায়িত্ব হলো সমাজটাকে পরিচ্ছন্ন রাখা।'

'ওদেরকে দুটো অতিরিক্ত পুলিস কারে তোলা হয়েছিল?'

'ওদেরকে দুটো জেনুইন পুলিস কারে তোলা হয়েছিল। গ্যারেজে যেগুলো রয়েছে, ওগুলো ভুয়া। নাম্বার প্লেট ইত্যাদি অনেক দিন ধরে বানিয়ে রেখেছিলাম, জানতাম একদিন না একদিন কাজে লাগবে। সত্যি লেগে গেল! সুযোগটা এলো হঠাৎ করে।'

'কাল?'

'যখন আমি বুঝলাম আপনার হাউজকীপার আর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে আসলে কি কারণে কিডন্যাপ করা হয়েছে। বিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, এতো বড় পুরস্কার কি হাতছাড়া করা চলে? হ্যাঁ, কাল। লোকজনের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ আর পদ্ধতি জানা আছে আমার। দুই মহিলাকে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে কি চাওয়া হয়েছে জানার পর আমি চারদিকে খবর নিতে শুরু করি, তারপর জানতে পারি...।'

'হেড হান্ট প্রতিযোগিতা সম্পর্কে?'

'ঠিক তাই। আপনি দেখছি সবই জানেন। পুরস্কারের ঘোষকরা আমাকে ধারণা দিয়েছিলেন, এখনো আপনি অন্ধকারে আছেন...।'

'প্রতিযোগিতায় দেরিতে নেমেও,' বললো রানা, 'আপনি দেখছি বেশ এগিয়ে গেছেন, ইন্সপেক্টর!'

'এর মধ্যে বিস্মিত হবার মতো আসলে কিছু নেই, হের রানা। আপনি আমাকে ভালো একজন আয়োজক বলতে পারেন। অনে-

কের হাতেই অনেক কিছু থাকে, সেগুলো ব্যবহার করতে জানে ক'জন? আমার বন্ধু আছে, ট্র্যান্সপোর্ট আছে, কানেকশন আছে, কাগজ আছে, আর আছে উৎসাহ ও উদ্যম।'

নিজের ওপর আস্থার কোনো অভাব নেই ইন্সপেক্টরের। না থাকারই কথা কারণ রানাকে সে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে। সালজবার্গ তার নিজের এলাকা।

'পুরস্কারের লোভটা সামলাতে পারলেন না, এর মানে কি পুরস্কার আরো কম হলে আপনি...?'

'সত্যি কথা বলতে কি, নিজেকে আমি লোভী বলতে রাজি নই। আমি আসলে উচ্চাভিলাষী।' নিজের ওপর এতোই আস্থা ইন্সপেক্টরের, সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন বোধ করছে না। 'জানতাম, সত্যিকার ধনী হওয়ার সুযোগ ব্ল্যাকমেইল অথবা কিডন্যাপিঙের মাধ্যমেই আসবে। ছোটোখাটো অপরাধীরা আমার খাই মেটাতে পারেনি, আমি বড় শিকার ধরার সুযোগ খুঁজছিলাম। জীবনের শেষ বছরগুলো আরামে থাকার জন্যে অনেক টাকা দরকার। কিন্তু আমার কোলের ওপর ঝপ করে টাকার পাহাড় এসে পড়বে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'আর আপনার সঙ্গী-সাথীরাও আপনাকে সাহায্য করলো, কাজটা অন্যায় জেনেও?'

'করলো।' আত্মতৃপ্তির হাসির সাথে বললো ইন্সপেক্টর।

'তারমানে কি, অস্ট্রিয়ার সব পুলিসই আপনার মতো দুর্নীতিপরায়ণ?'

'কে বললো, ওরা পুলিস? ওরা আমার ইনফর্মার বাহিনীর

সদস্য, হের রানা। ওদের অনেক ছোটোখাটো অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিয়েছি, ওরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ, এদের কেউ কেউ প্রয়োজনে আমার জন্যে প্রাণও দিতে পারে…।'

'অথবা টাকার লোভে আপনাকে খুনও করতে পারে,' বাঁকা হেসে বললো রানা।

ছোট করে হাসলো ট্রাইবেন। 'আমার লোকদের মধ্যে লোভ জাগাবার চেষ্টা করছেন, হের রানা? কিন্তু তাতে আপনি কিভাবে লাভবান হবেন?' আবার হাসলো সে। 'ওরা আমাকে চেনে, হের রানা। ওদের আমি নিয়মিত বখরা দিয়ে আসছি। এই কাজটায় যে বখরা পাবে, তাতে ওরা প্রত্যেকে সারা জীবন বসে খেতে পারবে, তাই না?'

'কিন্তু এবারের কাজটায় টাকার অংক যে বিশ মিলিয়ন ডলার। এতো টাকার লোভ সামলানো সহজ কথা নয়, সবার চেয়ে আপনি সেটা ভালো করে জানেন!'

'আমি আরো একটা ব্যাপার জানি,' সহাস্যে বললো ইন্সপেক্টর। 'আমি ছাড়া পুরস্কারের টাকাটা আর কেউ আদায় করতে পারবে না। কারণ যারা পুরস্কার দেবে তাদের সাথে একা শুধু আমার যোগাযোগ হয়েছে। ওরা কি এতোই বোকা যে আমাকে খুন করে নিজেদের বখরা হারাবে?'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা, কিছু বললো না।

'জরুরী একটা ফোন করতে হবে,' বলে ঘুরলো ট্রাইবেন, একটা প্যাসেজের দিকে এগোলো।

'ইন্সপেক্টর!' পিছন থেকে ডাকলো রানা। 'একটা উপকার

চাই। মেয়ে দুটো এখানে আছে কি?'

'আছে।'

'ওদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমার সাথে দু'-জনেরই রাস্তায় পরিচয়। আমার অনুরোধ, ওদেরকে আপনি ছেড়ে দিন।'

ঘুরে দাঁড়ালো ট্রাইবেন, বিড়বিড় করে বললো, 'অসম্ভব!' প্যাসেজ ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

আট

রানার দিকে উজি মেশিন পিস্তল তাক করে অটল দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, ব্যারেলের ওপর দিয়ে বিদ্রূপের হাসি ছুঁড়ে দিলো সে। দুই প্যাসেজের মুখে দাঁড়ানো অফিসাররাও নিঃশব্দে হাসতে লাগলো।

'আমাদের প্রিয় হুক ভারি বুদ্ধিমান, তাই না, হের রানা?' পিস্তলধারী লোকটা বললো রানাকে। 'কয়েক বছর ধরে তিনি আমাদেরকে বলে আসছেন, বড় একটা দাঁও মারার সুযোগ একদিন না একদিন পাবো আমরা, ব্যস, তারপর সবাই আমরা বিরাট ধনী হয়ে যাবো। দেখুন, তাঁর কথা কেমন অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। আমরা বড়লোক হয়ে গেছি, নাকি আপনার কোনো সন্দেহ আছে?'

ধনী হতে হবে না, ভাবলো রানা, তোমাদের চারজনকে ইন্সপেক্টর ট্রাইবেন সময়মতো ঠিকই ওষুধ দেবে—খাদের নিচে বা কোনো নালার তলায় পাওয়া যাবে তোমাদের লাশ পুরস্কারের

টাকা হাতে আসার আগেই, আদৌ যদি শেষ পর্যন্ত পুরস্কারটা পায় সে। জার্মান ভাষায় রানা জিজ্ঞেস করলো, 'এতো তাড়াতাড়ি সব তোমরা গুছিয়ে আনলে কিভাবে?'

গুডবাই ক্লিনিক থেকে দুই মহিলা কিডন্যাপ হয়, কেসটার ওপর কাজ করছিল হার ট্রাইবেনের টিম। চারদিক থেকে টেলিফোন কল আসছিল। হঠাৎ করে এক ঘণ্টার জন্যে গায়েব হয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর। ফিরে এলেন উল্লসিত হয়ে। তিনি তাঁর গোটা টিম নিয়ে এই অ্যাপার্টমেন্টে চলে এলেন, ব্যাখ্যা করলেন পরিস্থিতি। মাসুদ রানা নামে এক লোককে শুধু ধরতে হবে। দুর্ঘটনাটা সাজাতে তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি। ইন্সপেক্টর ওদেরকে বললেন, রানাকে হাতে পাবার পর কিডন্যাপিং কেসের সমাধান হয়ে যাবে, সেই সাথে সবাই ওরা মোটা বোনাস পাবে। এই অ্যাপার্টমেন্টের যারা মালিক তারাই নিজ দায়িত্বে মেয়ে দুটোকে ফেরত পাঠাবে ক্লিনিকে, আর রানার মাথার বিনিময়ে বিরাট অংকের টাকা দেবে।

'আমাদের হুক খানিক পর পর হেডকোয়ার্টারে টেলিফোন করছিলেন,' বলে চললো পিস্তলধারী। 'আপনি কোথায় আছেন, জানার চেষ্টা করছিলেন তিনি। খবরটা পাবার সাথে সাথে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম আমরা। পথে থাকতেই রেডিওতে খবর পেলাম, এ-এইটের সামনে কোথাও আপনারা অপেক্ষা করছেন। অটোবানে বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে, বিধ্বস্ত হয়েছে একটা গাড়ি। এক পলকে বুদ্ধি খেলে গেল ইন্সপেক্টরের মাথায়। শহরের বস্তি এলাকা থেকে পাঁচজন মাতালকে গাড়িতে তুলে নিলাম আমরা, ওদের

নিয়ে যেখানে পৌঁছুলাম সেখানে আমাদের বাকি গাড়িগুলো অপেক্ষা করছিল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি। গাড়িতে ইউনিফর্ম ছিলো, মাতালগুলোকে অজ্ঞান করতেও কোনো অসুবিধে হয়নি। এরপর আমরা আপনাকে গাড়িতে তুলে নিই।' এরপর কি ঘটবে সে-সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই তার, তবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তার বস্ পুরস্কারের টাকা ঠিকই পেয়ে যাবেন।

কামরায় ফিরে এলো ইন্সপেক্টর ট্রাইবেন। 'কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেল, হের রানা।' নোংরা দাঁত বের করে একগাল হাসলো সে। 'আপনাকে উপলক্ষ্য করে সাত রাজার ধন ঘরে তুলছি, কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো! এক অর্থে, জানেন, আপনাকে আমি ঈর্ষা করি। শালার মাথা বটে একখানা। বিশ মিলিয়ন ডলার দাম, বিশ্বাসই হতে চায় না!'

'কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল মানে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ওদের দু'জনের মতো, হের রানা, আপনাকেও একটা ঘরে আটকে রাখতে হবে,' জবাব না দিয়ে বললো ট্রাইবেন। 'তবে, মাত্র এক কি দু'ঘণ্টার জন্যে। একজন আমার সাথে দেখা করতে আসছেন। তিনি চলে যাবার পর, আপনাকে আমরা আপনার সর্বশেষ যাত্রায় নিয়ে যাবো। বেশিদূর যেতে হবে না, কাছাকাছি পাহাড়ে কোথাও একটা জায়গা খুঁজে বের করবো—ওখানে আপনি চির-নিদ্রায় শুয়ে থাকবেন। ব্যস, হেড হান্ট প্রতিযোগিতার ইতি ঘটবে।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। মনে মনে ভাবলো, তা হতে পারে না। কথায় বলে, যতোক্ষণ শ্বাস ততোক্ষণ আশ। প্রাণে বাঁচার কোনো না কোনো উপায় নিশ্চয়ই আছে। শুধু যদি কপালের ব্যথাটা একটু কমতো, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে সুবিধে হতো ওর। যেভাবেই হোক এখন ওকে হুকের হাত থেকে সবাইকে নিয়ে মুক্ত হবার একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

এ. এস. পি. নেড়ে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ইন্সপেক্টর, ডান-দিকের প্যাসেজে ঢুকতে বলছে ওকে। খিলানের দিকে এক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ও। 'দুটো প্রশ্ন, ইন্সপেক্টর। বলতে পারেন, শেষ অনুরোধ··· ।'

'মেয়ে দুটোকে মরতে হবে,' শান্তভাবে জানিয়ে দিলো ট্রাইবেন। 'আমি কোনো সাক্ষী রাখতে পারি না।'

'আপনার জায়গায় আমি হলেও তাই করতাম। ব্যাপারটা আমি বুঝি। না, প্রশ্নগুলো আমার নিজের স্বস্তির জন্যে করতে চাইছি। প্রথমে জানতে চাই, রেনল্টের লোকগুলো কারা ছিলো? বোঝাই যায়, ওরাও আমার মাথা কেটে নেয়ার তালে ছিলো। ওদের পরি-চয় জানতে ইচ্ছে করে।'

'মোসাড, যতোটুকু জানতে পেরেছি।' খুব ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছে ইন্সপেক্টর, উদ্বিগ্ন ও অস্থির, যেন তার সাথে দেখা করার জন্যে যে-কোনো মুহূর্তে পৌঁছে যাবে লোকটা। 'আর কি জানতে চান? তাড়াতাড়ি বলুন।'

'আমার হাউজকীপার আর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কি হয়েছে?'

'কি হয়েছে মানে? ওদেরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে!'

'হ্যাঁ, কিন্তু কিভাবে কিডন্যাপ করা হয় ?'

অস্বস্তি আর উদ্বেগের সাথে লম্বা হাত দুটো নাড়লো ট্রাইবেন। 'সব ঘটনার ফিরিস্তি দেয়ার সময় নেই আমার। ওদেরকে কিড-ন্যাপ করা হয়েছে, এটুকু জেনেই সান্ত্বনা দিন মনকে।' রানাকে মৃদু ধাক্কা দিলো সে, ঠেলে দিলো প্যাসেজের ভেতর। ডান দিকের তৃতীয় দরজার সামনে থামলো সে, তালা খুললো, প্রায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকালো রানাকে। দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনলো রানা, আওয়াজ হলো তালা লাগানোর।

উজ্জ্বল একটা বেডরুমে রয়েছে রানা, দেয়ালে দামী প্রিন্টস্। ফার্নিচার বলতে একটা আর্মচেয়ার, ড্রেসিং টেবিল ও ওয়ার্ডরোব। একটাই জানালা, ঘিয়ে রঙের পর্দা ঝুলছে।

দেরি করলো না রানা। প্রথমে জানালাটা পরীক্ষা করলো। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিতে বিল্ডিঙের ধারে, একটা ঝুল-বারান্দা দেখতে পেলো, প্রধান টেরেসের অংশ হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা। কাঁচটা মোটা, ভাঙা কঠিন, আর তালাগুলো অত্যন্ত মজবুত, খুলতে বা সরাতে সময় লাগবে। দরজা ভাঙারও প্রশ্ন ওঠে না। ওর সাথে লুকানো অস্ত্র একটা আছে বটে, কিন্তু সেটা একেবারেই ছোটো। খাটাখাটনি করলে জানালাটা হয়তো খোলা যায়, কিন্তু লাভ কি তাতে? অন্তত ছয়তলা ওপরে রয়েছে ও। নিরস্ত্র। সাথে দড়িদড়াও নেই।

ওয়ার্ডরোব আর ড্রেসিং টেবিলটা পরীক্ষা করলো রানা। প্রতিটি দেরাজ আর কাবার্ড খালি। কাজ করছে ও, এই সময় একটা ডোর-বেল বেজে উঠলো। অনেকটা দূর থেকে ভেসে এলো আওয়াজটা,

বোধহয় অ্যাপার্টমেন্টের সদর দরজা থেকে। সম্ভবত যার আসার কথা ছিলো সে-ই এসেছে। কে হতে পারে লোকটা ?

পিয়েরে দ্য মালিনের দূত ? হ্যাঁ, তাই মনে হয়। হামিসের কোনো লোক হওয়ারই সম্ভাবনা। সময় বয়ে চলেছে। প্রতিটি সেকেণ্ডও এখন মূল্যবান। ওই জানালাটাই খুলতে হবে।

একজন পুলিস হয়ে কাজটা ভুলই করে গেছে ট্রাইবেন, রানার বেল্টটা নিয়ে যায়নি সে। চামড়ার মোটা স্তরগুলোর মাঝখানে লুকানো রয়েছে লম্বা, সরু মাল্টি-পারপাস টুল, সরু সুইস আর্মি ছুরির মতো দেখতে, পোক্ত ইস্পাতের তৈরি। জিনিসটাকে 'একের ভেতর বহু' বলা যেতে পারে। স্ক্রু-ড্রাইভার, পিকলক, খুদে ব্যাটারি-সহ কানেকটরস ইত্যাদি রয়েছে, কানেকটরগুলো বেল্টের আরেক জায়গায় লুকিয়ে রাখা নখ আকৃতির তিনটে এক্সপ্লোসিভ চার্জের সাথে সংযুক্ত করা যায়।

টুলকিটটা বি. সি. আই. হেডকোয়ার্টার ঢাকায় তৈরি করা হয়েছে, বিদেশ থেকে মাল-মশলা যোগাড় করে। নিঃশব্দে কাজ শুরু করে মনে মনে প্রাক্তন সিঁধেল চোর গিলটি মিয়াকে ধন্যবাদ দিলো রানা, কারণ এটা তৈরি করার পিছনে তার অবদানই সব-চেয়ে বেশি। দুটো তালা, দুটোই জানালার ফ্রেমের সাথে স্ক্রু দিয়ে শক্তভাবে আটকানো। আরেকটা হাতলের সাথে। প্রথমটা খুল-তেই দশ মিনিট পেরিয়ে গেল। এই যদি কাজের গতি হয়, আরো বিশ মিনিট লাগবে। রানা ধারণা করলো, অতোটা সময় পাবে না ও।

তবু হাত থেমে নেই, যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় দ্বিতীয়

তালাটা খোলার চেষ্টা করছে। ভাবলো, নাকি দরজার তালাটা খুলতে চেষ্টা করবে ? না, ওটা খোলা সম্ভব নয়, তবে বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়া যায়। বোকার মতো চিন্তা করছে সে। বোমা ফাটিয়ে দরজা ভেঙে লাভ কি ? প্যাসেজে বেরুবার সাথে সাথে কচুকাটা করে ফেলবে না ওকে !

মাঝে-মধ্যে থামলো রানা, কান পেতে শুনলো। একটু অবাকই হলো ও, অ্যাপার্টমেন্টের কোথাও কোনো শব্দ নেই।

দ্বিতীয় তালাটা খোলা হলো। বাকি থাকলো শুধু হাতলের তালাটা। কাজ মাত্র শুরু করেছে, এই সময় বাইরে আলো জ্বলে উঠলো। কেউ একজন ঝুল-বারান্দা ও সংলগ্ন দেয়ালের আলো দুটো জ্বেলে দিয়েছে। দেয়ালের আলোটা জানালার ঠিক নিচে।

তারপরও কোনো শব্দ পেলো না রানা। ওর সন্দেহ হলো, দেয়ালগুলোয় শব্দ-নিরোধক কিছু আছে। জানালাটাও মোটা কাঁচ দিয়ে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে ছোটোখাটো শব্দ ভেতরে ঢুকতে পারে না।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে উজ্জ্বল আলোটা সয়ে এলো চোখে, আবার কাজ শুরু করলো রানা। পাঁচ মিনিট লাগলো একটা স্ক্রু খুলতে। দেয়ালে হেলান দিলো ও, সিদ্ধান্ত নিলো, সরাসরি লক মেকানিজমের ওপর কাজ করা দরকার, ক্যাচ আর হ্যাণ্ডেলটাকে ওটাই ধরে রেখেছে। তিনটে আলাদা পিকলক দিয়ে চেষ্টা করার পর ক্লিক শব্দের সাথে পিছিয়ে গেল বার। হাতঘড়ির ওপর চট করে একবার চোখ বুলাতে সময়ের হিসেবটা বেরিয়ে এলো, পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছে। আর হয়তো বেশি সময় নেই হাতে, অথচ আশা-

প্রদ কোনো প্ল্যান এখনো তৈরি হয়নি ওর মাথায়।

নিঃশব্দে হাতলটা তুললো রানা, নিজের দিকে টানলো কবাট জোড়া। ক্যাচ ক্যাচ না করেই খুলে গেল ওগুলো, ঠাণ্ডা বাতাস লাগলো মুখে। জোরে জোরে শ্বাস টানলো কয়েকবার, ভাবলো, এবার বোধহয় কপালের ব্যথাটা সেরে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে মাথা। স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, কান খাড়া। ওর ডান দিকের কোণে মেইন টেরেস।

কোথাও কোনো শব্দ নেই। কেন?

অস্বস্তিবোধ করছে রানা। সঙ্গত কারণও আছে। হার ট্রাইবেনের হাতে সময় খুব বেশি থাকার কথা নয়। অনেক আগে থেকেই একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা গেছে যে প্রতিযোগীদের একজন সবার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে, মোক্ষম মুহূর্তটিতে আঘাত হানার জন্যে অপেক্ষা করছে, নিজের পথ থেকে এক এক করে সরিয়ে দিচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বীদের। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে মঞ্চে আগমন ঘটলো ইন্সপেক্টর হার ট্রাইবেনের। সবচেয়ে মজার তাস সে, জোকার—বহিরাগত, তবে অকস্মাৎ হার্মিসের সমস্যা সমাধান করে দিলো। এখন শুধু পুরস্কার নিয়ে কেটে পড়ার পালা তার। কিন্তু পুরস্কার পেতে হলে তাড়াহুড়ো করতে হবে। দেরি করার সময় নেই তার। কিন্তু ঠিক তাই করছে সে। অস্বাভাবিক দেরি করছে।

কারণ?

তার সাথে দেখা করার জন্যে একজনের আসার কথা। কে সে?

সাবধানে, এতোটুকু শব্দ না করে, জানালা গলে বাইরে বেরুলো রানা, দেয়ালে পিঠ সেঁটে স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো। এখনো কোনো

শব্দ হচ্ছে না। বিল্ডিঙের কোণের দিকে মাথা বাড়ালো ও, উঁকি দিয়ে তাকালো চওড়া টেরেসে।

টেরেসটা ল্যাম্প, প্রকাণ্ড আকারের টব, সাদা রঙ করা গার্ডেন ফার্নিচার দিয়ে সাজানো। টবে ফুল ফুটেছে নানা রঙের। সালজ-বার্গের মাথার ওপর মৃদুমন্দ বাতাসে দুলছে ফুলগুলো। দৃশ্যটা এমনই অবিশ্বাস্য যে শুধু যে আঁতকে উঠলো রানা তাই নয়, কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে দম বন্ধ হয়ে গেল ওর। ল্যাম্পগুলো জ্বলছে, পিছনে নতুন আর পুরনো শহরের আলোকমালা পিট পিট করছে। টেরেসের ফার্নিচারগুলো নিখুঁতভাবে সাজানো, একইভাবে লাশ-গুলোও।

সাদা লোহার চেয়ারগুলোয় বসে আছে হার ট্রাইবেনের চার সহকারী। সম্পূর্ণ লাশ বলা চলে না, কারণ একটারও মাথা নেই—মস্তকহীন ধড়। দেয়াল বেয়ে, ফার্নিচার বেয়ে, ঝুল-বারান্দার পাকা মেঝেতে এখনো রক্ত গড়াচ্ছে।

টেরেস থেকে কামরায় যাবার জোড়া দরজার সামনে, সিলিং থেকে হুকের সাথে ঝুলছে প্রকাণ্ড কয়েকটা টব, টবের কিনারা থেকে উঁকি দিচ্ছে টকটকে লাল জিরেইনিয়াম। টবগুলোর একটা সরিয়ে হুকের সাথে ঝোলানো হয়েছে লুপসহ একটা রশি। লম্বা তীক্ষ্ণ ইস্পাতের একটা হুক লুপের ভেতর দিয়ে নেমে এসেছে, সাধারণত এ-ধরনের হুক কসাইরা ব্যবহার করে। হুকটার সাথে ঝুলছে হার ট্রাইবেন।

রানা ভেবে পেলো না এমন বীভৎস দৃশ্য শেষবার কবে দেখেছে ও। পুলিস অফিসারের হাত ও পা এক করে বাঁধা হয়েছে, হুকের

ডগা ঢোকানো হয়েছে তার গলায়। হুকটা যথেষ্ট লম্বা, মুখের ভেতর দিকের তালু ভেদ করে গেছে অনায়াসে, তারপর বেরিয়ে এসেছে বাঁ চোখ দিয়ে। হত্যাকাণ্ডের জন্যে যে-ই দায়ী হোক, হার ট্রাইবেনকে ধীরে ধীরে, কষ্ট দিয়ে মারার জন্যে অনেক পরিশ্রম স্বীকার করেছে সে।

নয়

চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে সময় দরকার রানার, কিন্তু লাশ আর রক্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব নয়। জানালা থেকে টেরেসে নেমেছে এক মিনিটও হয়নি, অসুস্থবোধ করছে ও। রোলেক্সের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তিনটে বাজে। নিচে, রাস্তার উল্টোদিকের কোনো বাড়িতে মোৎসার্ট-এর কনসার্ট বাজছে, চার-দিকে আর কোনো শব্দ নেই। গোটা সালজবার্গ গভীর ঘুমে অচে-তন। গাঢ় নীল আকাশের গায়ে কালো আকৃতি নিয়ে পাহাড়-গুলোও যেন ঝিমুচ্ছে।

মেইন রুমে ঢুকলো রানা, আলোগুলো এখনো জ্বলছে। হার ট্রাইবেন আর তার সঙ্গীদের যারাই খুন করে থাকুক, কাজটা তারা অত্যন্ত দ্রুত দক্ষতার সাথে সেরেছে। পাঁচজন লোককে খুন করা সহজ কথা নয়, তার মধ্যে চারজনকে জবাই করা আরো ঝামেলার ব্যাপার, নিশ্চয়ই তারাও সংখ্যায় কম ছিলো না। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, খুনীদের একজনকে অন্তত হার ট্রাইবেন বিশ্বাস করতো,

পরিচিত। দুটো প্যাসেজের দেয়ালেই রক্ত দেখলো রানা, কার্পেটেও জমাট বেঁধে আছে। একটা টেবিলে ওর এ. এস. পি. আর ব্যাটনটা পড়ে রয়েছে, একেবারে চোখের সামনে। আগ্নেয়াস্ত্রটা চেক করলো রানা—আগের মতোই লোড করা, একটা গুলিও ছোড়া হয়নি। সেটা হোলস্টারে ভরে ব্যাটনটা তুলে ওজন পরীক্ষা করলো ও, তারপর বেল্টে আটকানো সিলিণ্ডার আকৃতির হোল্ডারে গুঁজে রাখলো।

ফিরে এসে টেরেসের জোড়া দরজা বন্ধ করলো রানা। তারপর লক্ষ্য করলো, হার ট্রাইবেনের লাশটা দরজার কাঁচে বাড়ি খাচ্ছে। সুইচটা খুঁজে বের করলো, চাপ দিতেই জোড়া দরজা ঢাকা পড়ে গেল মোটা পর্দায়।

এ. এস. পি.-টা বের করে তল্লাশি শুরু করলো রানা। পুলিসদের যারাই খুন করে থাকুক, অ্যাপার্টমেন্টে এখনো তারা লুকিয়ে থাকতে পারে। এলিভেটরের দিকে যাবার দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ, বন্ধ আরো তিনটে কামরা। তার মধ্যে একটা গেস্টরুম, যেটা থেকে বেরিয়ে এসেছে ও। বাকি, দুটোয়, ধারণা করলো, রোজিনা ও মলি আছে। নক করলো ও, দুটোতেই, কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তল্লাশি চালিয়ে কোথাও কোনো চাবিও পেলো না রানা।

চিন্তা করতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেছে ও। দুটো ব্যাপার ওর মাথায় ঢুকছে না। খুনীদের আচরণ কোনোভাবেই মেলাতে পারছে না। তাদের শিকার মাসুদ রানা এই অ্যাপার্টমেন্টের একটা ঘরের ভেতর বন্দী ছিলো, তবু কেন তারা ওকে খুন করার চেষ্টা করেনি?

এমন সুবর্ণ সুযোগ কেন তারা হেলায় হারালো ?

প্রতিযোগীদের কেউ একজন রহস্যময় আচরণ করছে, অন্য যে-কোনো প্রতিযোগী পুরস্কারের কাছাকাছি পৌঁছুলেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিচ্ছে তাকে। কার দ্বারা এ ধরনের হস্তক্ষেপ সম্ভব ? অবিশ্বাস্য ঝুঁকি নিয়ে কে এমন নিষ্ঠুর রসিকতা করতে পারে ?

বার বার হার্মিসের নামটাই উঠে এলো রানার মনে। হার্মিসের স্টাইলই আলাদা, বিশেষ করে ওরা যখন কারো ওপর প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে তখন গোটা ব্যাপারটার মধ্যে নিষ্ঠুর রসিকতার একটা ভাব থেকেই যায়। শিকারের মাথার একটা দাম উচ্চারণ করলো, ডাক দিলো প্রতিযোগিতার, তারপর শেষ মুহূর্তে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করার জন্যে আরেক চাল চাললো। সন্দেহ নেই, অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, এটা হার্মিসের স্টাইল।

তাই যদি হয়, প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দেয়ার পিছনে যদি হার্মিসেরই হাত থাকে, এখনো তাকে ওরা বাঁচিয়ে রেখেছে কেন ? অন্তত মারার চেষ্টা কেন করেনি ? নাকি ওকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে হার্মিস, এক এক করে খতম করছে শত্রুদের, সবশেষে রানাকে মারার চেষ্টা করবে ?

আরো একটা সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করলো রানা। ওর কোনো শুভানুধ্যায়ী কাজটা করছে না তো ? আড়াল থেকে কড়া নজর রাখছে ওর ওপর, প্রতিযোগীরা কেউ কাছাকাছি এসে পড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে ? কিন্তু এমন নিঃস্বার্থ শুভানুধ্যায়ী কে হতে পারে ? অনেক চেষ্টা করেও তেমন দু'একজনের নাম স্মরণ করতে পারলো না রানা। সাধারণ পরিস্থিতিতে অনেককেই বিশ্বাস করতে পারে

ও কিন্তু যেখানে ওর মাথার দাম ধরা হয়েছে বিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, সেখানে কারো ওপর বিশ্বাস রাখা সম্ভব বলে মনে হলো না। এক হতে পারে ওর নিজের লোকজন—বি. সি. আই. বা রানা এজেন্সির এজেন্টরা। কিন্তু তারাই যদি হয়, নিজেদের পরিচয় ওর কাছে গোপন রাখবে কেন? চারপাশে আরো শত্রু এখনো রয়েছে, তাদেরকে সতর্ক করতে চায় না বলে? কিন্তু না, একটা ব্যাপার অন্তত মেলে না। বি. সি. আই. বা রানা এজেন্সির এজেন্টরা এমন নৃশংসভাবে কাউকে খুন করবে না। মাথা কেটে নেয়ার ঝামেলায় না গিয়ে তারা বরং একটা করে বুলেট ব্যবহার করবে। উহুঁ, ওদের কাজের ধরন এরকম হতে পারে না।

এই মুহূর্তে জরুরী অনেক সমস্যা রয়েছে। কামরাগুলো পরীক্ষা করা দরকার জানা দরকার কোথায় কি অবস্থায় আছে। রোজিনা আর মলি। তারপর চেষ্টা করতে হবে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাবার। পরিবহন সমস্যাটাও ছোটো করে দেখছে না রানা। বেণ্টলি মুলসেন টার্বো এখন আর মোটেও নিরাপদ বাহন হতে পারবে না। গাড়িসহ মাসুদ রানাকে খোঁজা হচ্ছে, অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে বেরিয়ে আধ কিলোমিটার যাবার আগেই ধরা পড়ে যাবে।

ঝুলতে থাকা হার ট্রাইবেনের শরীরটা সার্চ করা প্রীতিকর কোনো অভিজ্ঞতা নয়, তবে তাতে লাভ হলো এই যে গাড়ির চাবিটা পাওয়া গেল। কিন্তু এলিভেটর থেকে বেরুবার বা গেস্টরুমের চাবিগুলো কোথায়?

ভাগ্যই বলতে হবে যে টেলিফোনটা এখনো কাজ করছে। কিন্তু কাকে ফোন করবে রানা? কাকে বিশ্বাস করবে? বিশ্বস্ত কাউকে

ফোন করাও কি উচিত হবে, শত্রুরা যদি শুনে ফেলে কলটা? ভেবে-চিন্তে বি. সি. আই. ভিয়েনা প্রতিনিধিকে ফোন করার সিদ্ধান্ত নিলো রানা। সাতবার রিঙ হবার পর ঘুমজড়ানো একটা গলা ভেসে এলো অপরপ্রান্ত থেকে।

'আমি ঢাকার সেই ছেলেটা,' বাংলায় বললো রানা, জানে এই সতর্কতাও হয়তো কোনো কাজে আসবে না। যারা ওর পিছনে লেগেছে তাদের আয়োজনে কোনো ত্রুটি থাকার কথা নয়, বাংলা মেসেজ তরজমা করার জন্যে নিশ্চয়ই লোক আছে দলে। 'সব কথা খুলে বলতে হবে, কেউ শুনলেও কিছু করার নেই।'

'এতো রাতে, মাসুদ ভাই? কোথায় আপনি? চারদিকে মহা হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে। অস্ট্রিয়ার সিনিয়র এক পুলিস অফি-সার··· ।'

'এবং তার চারজন সহকারী মারা গেছে,' বাধা দিয়ে বললো রানা।

'ওরা আপনাকে খুঁজছে, মাসুদ ভাই···আপনি জানলেন কিভাবে তিনি মারা গেছেন?'

'কারণ সে মারা যায়নি··· ।'

'হোয়াট!'

'বাস্টার্ড ট্রাইবেন দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করছিল। গোটা ব্যাপারটা তার সাজানো।'

'আপনি কোথায়, মাসুদ ভাই?' ভিয়েনা প্রতিনিধি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

'নতুন শহরের কোথাও, বলতে পারো প্রাসাদতুল্য একটা

অ্যাপার্টমেন্টে, সাথে পাঁচটা লাশ, এবং সম্ভবত আমার দুই সঙ্গিনী। ঠিকানা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই, তবে তোমাকে একটা টেলিফোন নম্বর দিতে পারি।' হ্যাণ্ডসেটের নম্বর-টা জানালো রানা।

'এতেই হবে, মাসুদ ভাই। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে যতো তাড়াতাড়ি পারি আপনাকে ফোন করবো আমি। তবে জানি, আপনাকে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।'

'সে দেখা যাবে,' বললো রানা। 'তুমি আগে এখান থেকে আমাকে বের করে ক্লিনিকে পৌঁছুনোর একটা ব্যবস্থা করে দাও। যতো তাড়াতাড়ি পারো।'

যোগাযোগ কেটে দিলো রানা। বন্ধ দুটো দরজার একটার কবাটে দুম-দাম ঘুসি মারলো ও। এবার মনে হলো, অস্পষ্ট আও-য়াজ আসছে ভেতর থেকে। শব্দ হয় হোক, তালা ভাঙতে হবে।

কিচেনে পাওয়া গেল মাংস কাটার ভারি একটা ছোরা, তালার চারপাশে দরজার খানিকটা ভেঙে ফেললো রানা। বিছানায় শুয়ে রয়েছে রোজিনা টরটেলিনি, হাত-পা খাটের সাথে বাঁধা, মুখে কাপড়, পরনে আণ্ডারঅয়্যার ছাড়া কোনো কাপড় নেই।

'ওরা আমার কাপড় কেড়ে নিয়েছে!' মুখের পট্টি খুলে দিতেই অভিযোগ করলো রোজিনা।

'হ্যাঁ,' হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে বললো রানা, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' মুচকি হাসি লেগে রয়েছে ওর ঠোঁটে, দেখলো তাড়াহুড়োর সাথে চাদরটা গায়ে টেনে নিলো রোজিনা।

পাশের কামরার দরজা ভাঙতে আরো কম সময় লাগলো। একই

অবস্থা মলি মন্টানারও, রোজিনার সাথে তার পার্থক্য শুধু এইটুকু যে রানার আড়ষ্ট ভাবটুকু উপভোগ করলো সে, রানা তার দিকে চোরা চোখে তাকায় কিনা পরীক্ষা করার জন্যে গায়ে চাদর টেনে নগ্ন শরীরটা ঢাকতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিলো। কাপড় খুলে নিয়ে গেছে বলে তার কোনো অভিযোগ নেই, সে চিৎকার করে বললো, 'দেখো, রানা, দেখো—হোলস্টারসহ ওরা আমার সাসপেণ্ডার বেল্টটা নিয়ে গেছে!'

রানা কিছু বলার আগেই ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠলো টেলিফোনটা। রিসিভার তুললো রানা, 'দেশী।'

'অত্যন্ত সিনিয়র একজন অফিসার টিম নিয়ে পথে রয়েছেন,' ভিয়েনা প্রতিনিধি জানালো। 'মাসুদ ভাই, সাবধানে কথা বলবেন, নিতান্ত দরকার না হলে কিছুই জানাবেন না। তারপর যতো তাড়াতাড়ি পারেন ভিয়েনায় চলে আসুন। আপনার প্রতি এটা বসের নির্দেশ।'

'ওদের বলো, সাথে করে যেন মেয়েদের কাপড়চোপড় নিয়ে আসে,' বললো রানা, আনুমানিক মাপও জানিয়ে দিলো।

রিসিভার নামিয়ে রাখার পর বাথরুমে মেয়েদের উল্লাসধ্বনি শুনতে পেলো রানা, একটা কাবার্ডের ভেতর নিজেদের কাপড়চোপড় পেয়ে গেছে ওরা। কাপড় পরে, সেজেগুজে বেরিয়ে এলো রোজিনা; কিন্তু চেহারায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে সদ্য ফিরে পাওয়া সাসপেণ্ডার বেল্টে মোজা গুঁজতে গুঁজতে বেরুলো মলি, বেল্টে এখনো হোলস্টার ও পিস্তলটা রয়েছে।

'গুমোট লাগছে না?' জিজ্ঞেস করলো সে, জোড়া দরজার দিকে

পা্য বাড়ালো। 'ঝুল-বারান্দার দরজা খুলে দিলেই বাতাস আসবে।'

তাড়াতাড়ি তার সামনে চলে এসে বাধা দিলো রানা, বললো, পর্দা সরানো উচিত হবে না। কারণটাও ব্যাখ্যা করলো ও। ওদেরকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে বলে পর্দার ভেতর ঢুকলো রানা, দরজা খুলে ফিরে এলো কামরার মাঝখানে, পর্দাটা আগের মতোই ঝুলছে।

সবাইকে ভীষণভাবে চমকে দিয়ে বেজে উঠলো কলিংবেল। চিৎকার করে পরিচয় ইত্যাদি বিনিময়ের পর জার্মান ভাষায় রানা ব্যাখ্যা করলো, ভেতর থেকে দরজাটা খুলতে পারছে না সে। চাবির আওয়াজ শুনে বুঝলো, বাইরে থেকে খোলার চেষ্টা করছে ওরা। কয়েকটা চাবি কী-হোলে ঢুকলো, কিন্তু ঘুরলো না। সাতবারের বার ক্লিক করে শব্দ হলো। দড়াম করে খুলে গেল কবাট জোড়া, হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকলো যেন সালজবার্গের গোটা পুলিস বাহিনী। তাদের সামনে কাঁচা-পাকা চুল ও চেহারায় রাশভারি ভাব নিয়ে এক ভদ্রলোক, সবাই তাঁকে সমীহ করছে। নিজের পরিচয় দিলেন, কমিশার বার্ক। টেরেসে তাদের কাজ শুরু করলো ইনভেস্টিগেটিভ টিম, কথা বলার জন্যে রানাকে একপাশে টেনে নিয়ে এলেন বার্ক। সাদা পোশাক পরা দু'দল লোক রোজিনা আর মলিকে সরিয়ে নিয়ে গেল, ওদেরকে আলাদাভাবে জেরা করা হবে।

কমিশার বার্কের নাকটা টিয়া পাখির মতো লম্বা, চোখে কোমল দৃষ্টি। ওপর মহল থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়া হয়েছে তাঁকে, কাজেই কোনো ভূমিকা না করে কাজের কথা পাড়লেন। 'আমাদের

করেন মিনিস্ট্রি ও সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট সব জানিয়েছে আমাকে,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন। 'যতোটুকু বুঝেছি, আপনি যে এজেন্সিতে আছেন, তার হেড যোগাযোগ করেছিলেন। আপনার কাছ থেকে আমি শুধু বিস্তারিত একটা স্টেটমেন্ট চাইবো। তারপর আপনি চলে যেতে পারবেন। তবে, মিঃ রানা, আমি আপনাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে বলতে চাই যে নিজের ভালো চাইলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অস্ট্রিয়া ত্যাগ করুন আপনি।'

'এটা কি অফিশিয়াল, হের বার্ক?'

মাথা নাড়লেন বার্ক। 'না, অফিশিয়াল নয়। স্রেফ আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ। এবার, মিঃ রানা, শুরু করুন। শুরু করুন প্রথম থেকে।'

গল্পটা বলে গেল রানা, হামিসের হেড হাণ্ট প্রতিযোগিতা ও কর্নেল পিয়েরে দ্য মালিন প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে। অটোধানের বন্দুকযুদ্ধ-টাকে 'পেশাগত ঝামেলা' বলে এড়িয়ে গেল ও। 'যে পেশায় আছি, বুঝতেই পারছেন, এ-ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে।'

'আপনার স্ট্যাটাস নিয়ে সংকোচ বোধ করার কোনো কারণ নেই, মিঃ রানা,' আপনজনের হাসি দেখা গেল কমিশার বার্কের মুখে। 'পুলিসী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অস্ট্রিয়ায় আমাদেরকে বিচিত্র সব বিদেশী লোকদের সংস্পর্শে আসতে হয়—আমেরিকান, ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, ভারতীয়, বাংলাদেশী, রাশিয়ান, জার্মান। বলতে পারেন, অস্ট্রিয়া হলো স্পাইদের ট্রানজিট পয়েন্ট। তবে, আমি জানি, আপনারা কেউ স্পাই শব্দটা ব্যবহার করতে চান না।'

'আমরা এখন অনেকটা পুরনো হ্যাটের মতো।' রানাও হাসলো। 'এমন বহু লোক পাওয়া যাবে যারা আমাদেরকে বাতিল বলে রায়

দিতে চায়। আমাদের প্রচুর কাজ স্যাটেলাইট আর কমপিউটরই করে দিচ্ছে।'

'আমাদের সম্পর্কেও একই কথা,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে পুলিস অফিসার বললেন। 'তবে টহল পুলিসের যেমন বিকল্প এখনো বেরোয়নি, তেমনি আপনাদের পেশায়ও গ্রাউণ্ডে কাজ করার লোকের প্রয়োজন কোনোদিন ফুরোবে না। যুদ্ধের বেলাতেও কথাটা খাটে। দিগন্তে যতো ট্যাকটিকাল আর স্ট্র্যাটেজিক মিসাইলই উদয় হোক, ফিল্ডে জ্যান্ত শরীরের দরকার হবে।'

হাসির সাথে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো রানা।

এরপর গোয়েন্দাসুলভ কৌতূহল নিয়ে কমিশার বার্ক প্রশ্ন করলেন, 'হার ট্রাইবেন ওরফে দা হুকের মোটিভটা কি ছিলো?'

ট্রাইবেনের সাথে যা যা কথা হয়েছে, সব তাকে শোনালো রানা, এবারও হেড হাণ্ট প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কিছু বললো না। সবশেষে বললো, 'লোকটা নিজের আখের গোছাবার মতলবে ছিলো। ভেবেছিল ভালো একটা দাঁও মেরে কেটে পড়বে।'

থমথমে চেহারা নিয়ে বার্ক বললেন, 'আমি মোটেও অবাক হচ্ছি না। ওপরমহলের কিছু অফিসারের ওপর ট্রাইবেনের অদ্ভুত প্রভাব ছিলো। আপনি নিশ্চয়ই নিও নাৎসীদের সম্পর্কে শুনেছেন, মিঃ রানা? ট্রাইবেন ওদের একজন নেতা ছিলো। তার এই বীভৎস পরিণতির জন্যে যে-ই দায়ী হোক, তিনি আসলে আমাদের একটা মস্ত উপকার করেছেন। কিন্তু, বলতে পারেন, কেন এই দুই ভদ্রমহিলার জন্যে মুক্তিপণের টাকা এতো বেশি দাবি করা হয়েছে?'

চেহারায় নিরীহ ভালোমানুষের ভাব ফুটিয়ে রানা বললো,

'মুক্তিপণ সম্পর্কে আসলে আমার কিছু জানা নেই, কমিশার। এমনকি কিডন্যাপিং সম্পর্কেও এখনো সবটুকু আমি জানি না।'

দুষ্ট স্কুলছাত্রকে শাসন করার ভঙ্গিতে হাত তুলে ঘন ঘন একটা আঙুল নাড়লেন অফিসার। 'আমার বিশ্বাস মুক্তিপণ, শর্ত ইত্যাদি সম্পর্কে সবই আপনি জানেন। ট্রাইবেনের মরার খবর ছড়াবার পরও বেশ কিছুক্ষণ তার সাথে ছিলেন আপনি। কেসটা আমার হাতে এসেছে কাল রাতে। মুক্তিপণ আপনি, মিঃ রানা। আপনি তা জানেনও। ছোট্ট আরো একটা ব্যাপার আছে, বিশ মিলিয়ন ডলারের—আপনার মাথার বিনিময়ে হার ।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বললো, 'হ্যাঁ, তাই—আমাকে পাবার জন্যে ওদেরকে জিম্মি রাখা হয়েছে, আপনার কলিগ পুরস্কারের ব্যাপার-টা জেনে ফেলে...।'

'তার মৃত্যুর জন্যে আপনি যদি দায়ীও হন,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন কমিশার বার্ক, 'আমার মনে হয় না এখানকার বা ভিয়েনার খুব বেশি পুলিস অফিসার আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে চাইবেন—বিশেষ করে হার ট্রাইবেনকে যারা চেনেন।' ধারালো চোখে, ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'সত্যি আপনি তাকে খুন করেননি?'

'আমি আপনাকে সত্যি কথা বলেছি। কাজটা আমার নয়। তবে আন্দাজ করতে পারি কার।'

'কিডন্যাপিং সম্পর্কে বিস্তারিত না জানা সত্ত্বেও?' সুরটা নরম, তবে ঢংটা জেরার।

'হ্যাঁ, রাণ্ডার মা—আমার হাউজকীপার—ও মিস শায়লাকে

টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আপনি যেমন বললেন, ওরা আমাকে চায়। ওরা জানে এই তুই মহিলাকে উদ্ধার করার জন্যে সব কিছু করবো আমি, যে-কোনো ঝুঁকি নেবো, এমনকি শেষ পর্যন্ত নিজেকে ওদের হাতে তুলে দিতেও দ্বিধা করবো না।'

'আপনি বয়স্কা চাকরাণী ও নগণ্য এক কেরানী মেয়ের জন্যে নিজের জীবন দান করতে রাজি আছেন?' কমিশার বার্ক হাসবেন কিনা ঠিক বুঝতে পারলেন না।

'ওরা আমার কাছে শুধু চাকরাণী বা শুধু কলিগ নয়, হের বার্ক,' মৃত্থ হাসির সাথে বললো রানা। 'হ্যাঁ রাজি। তবে, কাজটা আমি নিজের মাথা না খুইয়ে করতে চাই।'

'আপনার সম্পর্কে শুনেছি, মিঃ রানা, আপনি নাকি বহুবার মাথা খোয়ানোর ঝুঁকি নিয়েছেন, শুধু··· ।'

'শুধু অবলাদের জন্যে?' আবার মৃত্থ হাসলো রানা।

'অবলা, মিঃ রানা? আমি ঠিক বুঝলাম না?'

'অবলা মানে তুর্বল, হের বার্ক। মেয়েদের আপনি তুর্বল বলবেন না?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আচ্ছা। বুঝতে পেরেছি। আমাদের রেকর্ড বলছে, বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েদের রক্ষার জন্যে যে-কোনো ঝুঁকি নিতে আপনি পরোয়া করেন না। তা সে যাই হোক, এই কেসটায় সত্যি আপনি বিপাকে পড়েছেন। আমি বলি কি··· ।'

বাধা দিলো রানা, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ, 'আসলে কি ঘটেছিল আমাকে বলবেন? কিডন্যাপিংটা হলো কিভাবে?'

সাদা পোশাক পরা অফিসারদের একজন কামরায় ঢুকলো, কমি-

শার বার্কের সাথে নিচু গলার কথা বললো সে। ভদ্রমহিলাদের জেরা করা শেষ। অফিসারকে ওদের সাথে আরো কিছুক্ষণ থাকার জন্যে বললেন কমিশার। টেরেসেও তাদের কাজ শেষ করে এনেছে টিমটা।

'হার ট্রাইবেনের যে নোট পেয়েছি, সবই ভারি অস্পষ্ট,' রানাকে বললেন কমিশার। 'তবে কয়েকজনের জবানবন্দী থেকে কিছু বর্ণনা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাদের মধ্যে গুডবাই ক্লিনিকের হের ডক্টর হ্যাগেনবাচও আছেন।'

'হুঁ-হুঁ।'

'জানা গেছে আপনার কলিগ, মিস শায়লা, রোগিণীকে দেখার জন্যে দু'বার ক্লিনিকে যান। দ্বিতীয় বার দেখা করার পর তিনি হের হ্যাগেনবাচকে টেলিফোন করেন, রোগিণীকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে। কোথায় যেন বাংলাদেশী খাবারের প্রদর্শনী হবে, মন ভালো করার জন্যে রোগিণীর সেখানে যাওয়া দরকার। গাড়িতে আসা-যাওয়া, শরীরের ওপর অত্যাচার হওয়ার কথা নয়, কাজেই হের হ্যাগেনবাচ অনুমতি দেন।'

'উচিত হয়নি,' মন্তব্য করলো রানা।

'কথামতো মিস শায়লা একটা গাড়ি নিয়ে হাজির হন, সাথে শোফার ছাড়াও আরো একজন লোক ছিলো।'

'বর্ণনা পাওয়া গেছে?'

'একটা বি-এম-ডব্লিউ।'

'লোকটার?'

'গাড়িটা সিলভার বি-এম-ডব্লিউ, সিরিজ সাত। ইউনিফর্ম

ছিলো শোফারের পরনে। মিস শায়লার সাথে অপর লোকটা ক্লিনিকে ঢোকে। স্টাফদের বর্ণনা অনুসারে তার বয়স হবে ত্রিশ-বত্রিশ, মাথায় হালকা চুল, লম্বা, শক্ত-সমর্থ শরীর, পরনের স্যুটটা ছিলো অত্যন্ত দামী।'

'ইউরোপিয়ান?'

'শ্বেতাঙ্গ।'

'মিস শায়লার আচরণ কি রকম ছিলো?'

'খানিকটা অস্থির, খানিকটা যেন নার্ভাস। তবে রোগিণী ছিলেন হাসিখুশি। একজন নার্স বলেছে, মিস শায়লা রোগিণীর সাথে অত্যন্ত কোমল ব্যবহার করেছেন। নার্সের মনে হয়েছে, আপনার মিস শায়লার যেন নার্সিঙের ওপর ট্রেনিং নেয়া আছে। তার আরো মনে হয়েছে, ওষুধ-পত্র সম্পর্কে লোকটাও যেন অভিজ্ঞ। প্রতিটি মুহূর্ত রোগিণীর একেবারে গা ঘেঁষে ছিলো সে।' বিরতি নিয়ে দাঁতের ফাঁক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়লেন বার্ক। 'বি-এম-ডব্লিউ বাইরে অপেক্ষা করছিল, সেটায় চড়ে চলে গেলেন ওঁরা। চার ঘণ্টা পর হের ডক্টর হ্যাগেনবাচ একটা টেলিফোন কল পেলেন, তাঁকে জানানো হলো মিস শায়লা ও রোগিণীকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। বাকিটুকু আপনি জানেন।'

'জানি কি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আপনাকে বলা হয়েছে। আপনি সালজবার্গের পথে রওনা হন। পথে বন্দুকযুদ্ধ হয়, তারপর আপনি দা হুকের খপ্পরে পড়েন।'

'গাড়িটার কি হলো? বি-এম-ডব্লিউ?'

'গাড়িটা পাওয়া যায়নি। এর মানে হতে পারে খুব তাড়াতাড়ি

নাম্বার প্লেট বদলে অস্ট্রিয়া থেকে বেরিয়ে গেছে সেটা, নয়তো পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হবার অপেক্ষায় কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। রাস্তায় বা প্রকাশ্যে কোথাও থাকলে আমরা ওটা খুঁজে বের করে ফেলতাম।'

'আর কিছু জানা যায়নি?' রানার মনে হলো, কি যেন একটা গোপন করে যাচ্ছেন কমিশার, রানাকে ব্যাপারটা জানানো উচিত হবে কিনা ভেবে দ্বিধায় ভুগছেন।

ঘাড় ফিরিয়ে টেরেসে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন কমিশার, উদ্দেশ্য যেন মুখ লুকানো।

প্রশ্নটা আবার করলো রানা।

'হ্যাঁ। হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার আছে। তথ্যটা ইন্সপেক্টর ট্রাইবেনের নোটবুক থেকে নয়, পাওয়া গেছে হেডকোয়ার্টারের জেনারেল ফাইল থেকে।'

ভদ্রলোককে ইতস্তত করতে দেখে রানা বললো, 'বলুন। কি পেয়েছেন ফাইলে?'

'যেদিন ওরা কিডন্যাপ হলেন সেদিন বিকেল পাঁচটা দশের ঘটনা, অর্থাৎ কিডন্যাপ হবার প্রায় তিন ঘণ্টা আগে—গুডবাই ক্লিনিক থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তে অস্ট্রিয়ান এয়ারলাইন্সের টিকেট বুক করা হয় টেলিফোনে। ক্লিনিক থেকে বলা হয়, দু'জন অসুস্থ রোগিণীকে ফ্রাঙ্কফুর্টে স্থানান্তর করতে হবে। একটা ফ্লাইট ছিলো ফ্রাঙ্কফুর্টে পৌছুবে দুটো পনেরোয়। সেদিন সন্ধ্যায় আরোহী কম থাকায় বুকিং গ্রহণ করা হয়।'

'ফ্লাইটে রোগিণীরা ছিলো?'

'ফার্স্ট' ক্লাসে। স্ট্রেচারে করে প্লেনে তোলা হয় তাদের। দু'জনেই অজ্ঞান ছিলো, মুখ ঢাকা ছিলো ব্যাণ্ডেজে।'

পদ্ধতিটা কে. জি. বি.-র, রানা জানে। বহু বছর ধরে এই একই পদ্ধতি ব্যবহার করছে ওরা।

'ওদের সাথে দু'জন নার্স আর একজন ডাক্তার ছিলো,' বলে চলেছেন বার্ক। 'ডাক্তার বয়সে তরুণ, লম্বা, সুদর্শন, মাথায় সোনালি চুল।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'তারপর তদন্ত করে দেখেছেন, ফোনটা গুডবাই ক্লিনিক থেকে করা হয়নি।'

'ঠিক তাই।' ভুরু জোড়া কপালে তুললেন কমিশার। 'আমাদের এক লোক নিজের উৎসাহে ফ্লাইটটার ওপর চোখ রাখার ব্যবস্থা করে। ইন্সপেক্টর ট্রাইবেন অবশ্যই তাকে এ-ব্যাপারে কোনো নির্দেশ দেয়নি।'

'তারপর?'

'সত্যিকার একটা অ্যাম্বুলেন্স টিম ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। আরেকটা ফ্লাইটে ট্রান্সফার করা হয় রোগিণীদের, সেটা প্যারিসে পৌঁছায় সাড়ে তিনটের দিকে। এয়ার ফ্রান্সের সাতশো উনপঞ্চাশ নম্বর ফ্লাইট ছিলো সেটা।'

'তারপর, প্যারিসে?'

প্যারিসে কি ঘটছে আমরা জানি না। তবে গুডবাই ক্লিনিকে ফোনটা আসে তিনটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। তারমানে ভিকটিমদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেয়ার সাথে সাথে কিডন্যাপিঙের কৃতিত্ব দাবি করে ওরা।'

'প্যারিসে।' আপনমনে বিড়বিড় করলো রানা। 'প্যারিসে কেন?'

যেন ওর উত্তরেই বেজে উঠলো টেলিফোনটা। কমিশনার বার্ক রিসিভার তুললেন, তবে কোনো কথা বললেন না, অপরপ্রান্ত থেকে পরিচয় পাবার অপেক্ষায় থাকলেন। চোরা চোখে রানার দিকে বারকয়েক তাকালেন তিনি, তাঁর উদ্বেগ ধরা পড়ে গেল।

রানা কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবে, এই সময়, 'আপনার,' বলে রিসিভারটা তিনি বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'হের ডক্টর হ্যাগেনবাচ।'

নিজের পরিচয় দিলো রানা। ডাক্তার হ্যাগেনবাচের গলার আওয়াজ এখনো আগের মতোই বিকট, তবে তিনি যে ভীষণ ভয় পেয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হাঁপাচ্ছেন ভদ্রলোক, তাঁর ঢোক গেলার শব্দও পেলো রানা। প্রতিটি শব্দ থেমে থেমে উচ্চারণ করলেন তিনি, যেন কেউ তাঁকে শিখিয়ে দিচ্ছে। 'হের রানা,' শুরু করলেন তিনি এভাবে, 'হের রানা, অস্ত্র আমাকে, আমাকে অস্ত্র···মানে ওদের অস্ত্র···মানে একটা অস্ত্র আমার কানে···এবং ওরা বলছে, মেসেজটা যদি ঠিকমতো আপনাকে না দিই, তাহলে কানের ভেতর গুলি করবে।'

'বলে যান,' শান্তভাবে বললো রানা।

'ওরা জানে আপনার সাথে পুলিস আছে। আপনাকে ভিয়েনায় যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা-ও ওরা জানে। এই কথাগুলো প্রথমে আপনাকে জানাতে বলছে ওরা।'

তারমানে, ভাবলো রানা, টেলিফোনে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করা

ছিলো, ভিয়েনা প্রতিনিধির সাথে ওর কথাবার্তা সব ওরা শুনে ফেলেছে।

কাঁপা কাঁপা গলায় বলে যাচ্ছেন ডক্টর হ্যাগেনবাচ, 'আপনার গতিবিধি সম্পর্কে পুলিসকে আপনি কিছুই জানাতে পারবেন না।'

'না। ঠিক আছে। কি করতে হবে আমাকে?'

'ওরা বলছে, ওরা আপনার জন্যে গোল্ডেনার লৎস্-এ একটা কামরা রিজার্ভ করেছে...।'

'তা সম্ভব নয়। ওখানে কয়েক মাস আগে রুম বুক করতে হয়...।

হ্যাগেনবাচ আরো দ্রুত হাঁপাতে শুরু করলেন। 'আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, হের রানা, ওদের জন্যে অসম্ভব বলে কিছু নেই। ওরা জানে আপনার সাথে দুই তরুণী আছেন। বলছে, তাদের জন্যেও একটা কামরা বুক করা হয়েছে। এরপর...জন্যে ওদের কোনো দোষ নেই, মানে দুটো শব্দ আমি ঠিক পড়তে পারছি না, হের রানা।...জন্যে ওদের কোনো...জড়িয়ে পড়ার জন্যে, হ্যাঁ—জড়িয়ে পড়ার জন্যে ওদের কোনো দোষ নেই। আপাততঃ ওদেরকে গোল্ডেন লৎস্-এ রাখা হবে, হের রানা। সব বুঝতে পারছেন তো?'

'পারছি।'

'যেখানে আছেন সেখানেই আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। পুলিসকে আপনি বলবেন, তারা যেন আপনার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। কোনো অবস্থাতেই আপনি আপনাদের লণ্ডন শাখা, ভিয়েনা শাখা বা ইউরোপের অন্য কোনো শাখার সাথে যোগা-

যোগ করতে পারবেন না। আমাকে জিজ্ঞেস করতে বলা হচ্ছে, আপনি সব বুঝতে পারছেন তো ?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি।'

'ওরা বলছে, ভালো, কারণ আপনি বুঝতে না পারলে আমার রোগিণী ও তার বান্ধবীকে এমন এক জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হবে যেখান থেকে কেউ কোনো দিন ফিরে আসে না।'

'বুঝতে পেরেছি।' রিসিভারে চিৎকার করলো রানা।

এক মুহূর্ত নিস্তব্ধতার পর ডাক্তার হ্যাগেনবাচ বললেন, 'ওরা আপনাকে একটা টেপ বাজিয়ে শোনাতে চাইছেন। আপনি তৈরি ?'

'হ্যাঁ।'

অপরপ্রান্তে ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। পরমুহূর্তে রাঙার মা'র গলা শুনলো রানা। বুড়ি চাকরাণী, এখনো পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেনি, দেশ বা বিদেশ সম্পর্কে যার কোনো পরিষ্কার ধারণাই নেই, জানে না কেন কি ঘটছে, তার পক্ষে খেই হারিয়ে ফেলা খুবই স্বাভাবিক। হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠবে সে, এটাই ধরে নিয়েছে রানা। কিন্তু ওকে তাজ্জব করে দিয়ে রাঙার মা কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বললো, 'আব্বা ? আমি ভালো আছি। এনারা লোক খুব খারাপ, আপনি ধরা দেবেন না। যাই ঘটুকগে, এনাদের কথা আপনি শুনবেন না, আব্বা।' আচমকা চড় কষার জোরালো একটা শব্দ হলো, মনে হলো কেউ যেন রাঙার মা'র মুখ চেপে ধরেছে। পরমুহূর্তে শায়লার গলা পেলো রানা, আতংকিত, বাষ্প-রুদ্ধ। 'মাসুদ ভাই, ওহ্ খোদা! মাসুদ ভাই, আপনি…।'

অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারে রানার কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার অবস্থা হলো। নারীকণ্ঠের আর্তনাদ, সম্ভবত শায়লার ওপর নির্যাতন চলছে। এক নিমেষে শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে গেল রানার। রাঙার মা আর শায়লাকে যারা বন্দী করে রেখেছে তাদের হাতে নিজেকে তুলে দেয়ার জন্যে এইটুকুই যথেষ্ট। বি. সি. আই. থেকে ট্রেনিং পাওয়া মেয়ে শায়লা, তাকে আতংকিত করা সহজ কথা নয়। ভয়ংকর একটা কিছু ব্যবহার করছে ওরা। ওদের নির্দেশ মতো অবধারিত মৃত্যু জেনেও ধরা দিতে রাজি আছে রানা।

মুখ তুললো ও। ওর দিকে তাকিয়ে আছেন কমিশার বার্ক। 'ফর গড্স সেক, কমিশার, আমাদের কথাবার্তা কিছুই আপনি শোনেননি!'

'কি কথা?' কমিশারের চেহারা আগের মতোই ভাবলেশহীন।

দশ

সালজবার্গ লোকে লোকারণ্য। প্রচুর আমেরিকান নাগরিক মারা যাবার আগে অন্তত একটি বার ইউরোপে বেড়াতে আসতে চায়, আর ইউরোপে এলে ঘুরে যেতে চায় সালজবার্গ। ইউরোপিয়ান-দের জন্যেও সালজবার্গ একটা আকর্ষণ।

হোটেল গোল্ডেনার লৎস্-এর আতিথেয়তার তুলনা হয়তো আরো অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু এটার মতো ঐতিহ্য মেলা ভার। গত আটশো বছরে অনেক বদলেছে হোটেলটা, আর বেড়েছে সুখ্যাতি।

অনেকটা দূরে কার পার্কে গাড়ি থেকে লাগেজ নিয়ে নামতে হলো ওদেরকে, বাকি পথটুকু হেঁটে পৌঁছুতে হলো। পুরনো শহরের মাঝখানে, যানবাহনমুক্ত এলাকায় হোটেলটা। কাছাকাছি অনেক-গুলো মার্কেট ও সুপারমার্কেট রয়েছে, কাজেই আশপাশে ভিড়ের

কোনো কমতি নেই।

'সেন্ট মিখায়েলের দিব্যি, রানা, গোল্ডেনার লৎস্‌-এ তুমি কামরা পেলে কিভাবে?' প্রশ্নটা মলি মন্টানার।

'প্রভাব,' মৃদুকণ্ঠে বললো রানা। 'সেন্ট মিখাইল কেন?'

'জানো না, মিখাইল প্রথম শ্রেণীর দেবদূত? রক্ষক আর দেহরক্ষীদের দেবতা তিনি।'

মনে মনে রানা ভাবলো, আসমানী সমস্ত সাহায্য দরকার তার। আল্লাহই জানে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর কি নির্দেশ দেয়া হবে ওকে, নির্দেশটা ছুরি নাকি বুলেটের আকৃতি নিয়ে আসবে তা-ও জানার কোনো উপায় নেই।

বেন্টলি থেকে নামার আগে, খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করলো মলি। 'রানা,' আহত কণ্ঠে শুরু করলো সে, 'খানিক আগে তুমি একটা কথা বলেছো। রোজিনার কাছে আপত্তিকর বলে মনে হয়েছে। অন্তত, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে বেচারি ভয়ানক আঘাত পেয়েছে মনে। সত্যি কথা বলতে কি, আমিও তোমার ওপর খুশি হতে পারিনি।'

'কি কথা?'

'তুমি নাকি বলেছো, আমরা আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা তোমার সঙ্গ পাবো।'

'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি।'

'না! না, সত্যি নয়! আমরা মানি না!'

'দুর্ঘটনাবশত, বাধ্য হয়ে, তোমাদেরকে আমি ভয়ংকর এক পরিস্থিতির সাথে জড়িয়ে ফেলেছি। এর মধ্যে তোমাদেরকে টেনে না

এনে আমার কোনো উপায় ছিলো না। হু'জনেই তোমরা অত্যন্ত সাহসিকতায় পরিচয় দিয়েছো, যথেষ্ট সাহায্যও করেছো আমাকে। ব্যাপারটা হাসি-ঠাট্টার পর্যায়ে ছিলো না, এখনো নেই। কথাটা আবারও বলছি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই বিপদ থেকে তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে।'

'মুক্তি আমরা চাই না রানা,' অস্বাভাবিক শান্তসুরে বললো মলি মণ্টানা।

'আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ভারি রোমাঞ্চকর,' শুরু করলো রোজিনা। 'বিপদের ভয় আছে বলেই না। সবচেয়ে বড় কথা, রানা, আমরা তোমার বন্ধু। বলতে পারো, পরীক্ষিত বন্ধু। বিপদ-টা যখন তোমার, আমরা পিছন ফিরে দাঁড়াতে পারি না…।'

'রোজিনা আমাকে তোমার সাথে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। ওর কথা আমাকে শুনতে হবে। আমার দায়িত্ব বিপদে তোমাকে সাহায্য করা। আমি আমার দায়িত্ব পালনে অটল থাকবো। আর রোজিনাও আমাদের সাথে থাকবে, কারণ রোজিনার নিরাপত্তার দিকটাও দেখতে হবে আমাকে।'

'তা সম্ভব নয়,' পালা করে মেয়ে দুটোর দিকে তাকালো রানা, ওর পরিষ্কার কালো চোখে কঠিন কর্তৃত্বসুলভ দৃষ্টি।

'আমরা সম্ভব করবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' বললো রোজিনা, তার চোখেও কঠিন জেদ।

'দেখো, রোজিনা, আমাকে হয়তো শক্তিশালী একটা অপরাধী চক্রের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। তারা দাবি করতে পারে, তোমা-দের আমি যেন বিদায় করে দিই।'

'কে কাকে বিদায় দেয়?' ঝাঁঝের সাথে বললো মলি। 'আমরা স্বেচ্ছায় তোমার সাথে এসেছি, যদি বিদায় নিতে হয় নিজেদের ইচ্ছেয় নেবো। বন্ধু না চাইলেও বিপদে তার উপকার করা পবিত্র দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, এটুকু সুশিক্ষা আমরা পেয়েছি, জনাব মাসুদ রানা।'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। সময়ে দেখা যাবে। এমনও হতে পারে যে ওকে হয়তো নির্দেশ দেয়া হবে, মেয়ে দুটোকে সাথে রাখো, জিম্মি হিসেবে। তা না হলে, চুপচাপ ওদেরকে ফেলে কেটে পড়ার সুযোগ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আবার এমনও হতে পারে যে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজন বা সুযোগ কোনোটাই হবে না, এই গোল্ডেনার লৎস্ হোটেলেই যবনিকাপাত ঘটবে নাটকের।

'আমার কিছু স্ট্যাম্প লাগতে পারে,' শান্তভাবে রোজিনাকে বললো রানা, ইতিমধ্যে হোটেলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। 'লণ্ডনে একটা প্যাকেট পাঠানোর কথা ভাবছি। উপকারটা করবে? পোর্টারকে দিয়ে কিছু পোস্টকার্ড কিনবে, যাতে কেউ কিছু সন্দেহ না করে। সেই সাথে কিছু স্ট্যাম্প।'

'অবশ্যই, রানা,' সাদা মুক্তো ছড়িয়ে হাসলো রোজিনা। 'তোমাকে সাহায্য করার জন্যে একপায়ে খাড়া আমি।'

লোকে বলে, সালজবার্গের সেরা হোটেল গোল্ডেনার লৎস্। পটে আঁকা ছবির মতো সুন্দর, পরিচ্ছন্ন; পরিবেশে ভাবগম্ভীর আভিজাত্য। স্টাফরা প্রায় সবাই বয়স্ক, সদ্য ভাঁজ খোলা ইউনিফর্ম পরে আছে। কামরাগুলোয় প্রচুর পেইন্টিং, সবগুলোই অস্ট্রিয়ান ইতিহাসের মহিমা প্রচার করছে। প্রতিটি কামরায় মোৎসার্টের অন্তত

একটা করে ছবি।

পোর্টার বিদায় নিতেই আস্তে করে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো রানা, সেই সাথে আবার ডাক্তার হ্যাগেনবাচের নির্দেশ পরিষ্কার শুনতে পেলো ও, 'যেখানে আছেন সেখানেই আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। পুলিসকে বলবেন তারা যেন আপনার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। আপনি আপনাদের···বা ইউরোপের অন্য কোনো শাখার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন না।' কাজেই, অন্তত আপাততঃ, ভিয়েনা বা লণ্ডনে রিপোর্ট করাটা বোকামি হবে। কামরাগুলো যে-ই রিজার্ভ করে থাকুক, সে নিশ্চয়ই হোটেলের বাইরে কোথাও ফোনের লাইনে আড়িপাতার ব্যবস্থাও করেছে। ইচ্ছে করলে সি-সি ব্যবহার করতে পারে বটে রানা, কিন্তু তাতেও শত্রুপক্ষ জানবে যে বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ করছে ও। তবে ওর বস্ রাহাত খানকে রিপোর্ট না করলেও নয়।

দ্বিতীয় ব্রিফকেসটা থেকে অত্যন্ত খুদে একজোড়া টেপ রেকর্ডার বের করলো রানা, ব্যাটারির শক্তি পরীক্ষা করার পর ওগুলোকে ভয়েস অ্যাকটিভেশন-এ সেট করলো। দুটো টেপই খুলে নিলো ও, তারপর ছোট্ট গম আকৃতির সাকার মাইক্রোফোনসহ একটা মেশিন টেলিফোনের সাথে জোড়া লাগালো। দ্বিতীয়টা সযত্নে রাখলো চোখের সামনে, মিনিবার-এর মাথায়।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রানা। কথা হয়েছে, বান্ধবীদের সাথে ডিনা-রের সময় বার-এ দেখা করবে ও, সন্ধ্যার খানিক পর, ছ'টার দিকে। তার আগে পর্যন্ত বিশ্রাম নিতে রাজি হয়েছে তিনজনই। রুম-সার্ভিসকে ফোনে ডেকে কালো কফি আর এক প্লেট স্ক্র্যাম্বলড

এগ চাইলো রানা। অপেক্ষার সময়টার কামরা আর জানালাহীন বাথরুমটা পরীক্ষা করলো।

বাথরুমটা ছোটো। শক্ত, নিরেট চেহারার কাঁচের দরজা, এক-পাশে সরে যায়, তার ভেতরে শাওয়ার। পছন্দ হলো রানার, ঠিক করলো পরে গোসল করবে। কোট খুলে ওয়ারড্রোবে ঝুলিয়ে রাখছে, এই সময় ওয়েটার এলো।

খাওয়া শেষ করে এ. এস. পি.-টা হাতের কাছে রাখলো রানা, দরজায় বোর্ড টাঙালো, তাতে লেখা, 'ব্যস্ত আছি, বিরক্ত করো না'। একটা আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিলো ও। চোখ বুজতে না বুজতে ঘুম এসে গেল।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের জগতে চলে গেল রানা। একটা কন্টিনেন্টাল কাফেতে ওয়েটারের কাজ করেছে ও, পরিবেশন করছে রাহাত খান, কর্নেল পিয়েরে দ্য মালিন, আলডো বেলি এবং রোজিনা ও মলিকে। ঘুম ভাঙার সামান্য আগে রোজিনা আর মলির জন্যে চা নিয়ে এলো ও, সাথে বিশাল ক্রীম কেক। কেকটা ওরা কাটতে চেষ্টা করতেই, গুঁড়ো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ব্যাপারটা দু'জনের একজনকেও ক্ষুণ্ণ করেনি, দু'জনেই ওদের বিল মেটালো, যাবার সময় টিপস হিসেবে দিয়ে গেল দামী একজোড়া অলংকার। সোনার একটা ব্রেসলেট পড়ে যাওয়ায় তোলার জন্যে ঝুঁকলো রানা, পা পিছলে একটা প্লেটের ওপর দড়াম করে আছাড় খেলো ও।

আঁতকে উঠে চোখ মেললো রানা, ধরে নিয়েছে শব্দটা বাস্তব, যদিও জানালা গলে ভেসে আসা রাস্তার পরিচিত আওয়াজ ছাড়া

কিছুই শুনতে পেলো না।

আড়মোড়া ভাঙলো রানা। বিশ্রাম পাবার পর শরীরটা তাজা লাগছে, তবে চেয়ারে বসে ঘুমানোয় আড়ষ্ট হয়ে গেছে হাত-পা। স্টেনলেস স্টীল রোলেক্সের ওপর চোখ বুলালো একবার। বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছে দেখে অবাক হয়ে গেল ও। এরইমধ্যে বিকেল সাড়ে চারটে বাজে।

ঘুম থেকে ওঠা ভারি চোখ নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো রানা। আলো জ্বেলে শাওয়ারের লম্বা দরজাটা খুললো। প্রথমে গরম, তারপর হিম শীতল পানিতে শাওয়ার সারবে। দাড়ি কামিয়ে কাপড় পরলেই আড়ষ্ট ভাবটুকু কাটিয়ে উঠবে ও।

নব ঘুরিয়ে শাওয়ারটা ছেড়ে দিলো রানা। দরজা বন্ধ করে কাপড় খুলতে শুরু করলো। একবার মনে হলো, নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে বলে একটু বেশি সময় নিচ্ছে প্রতিপক্ষ। ও যদি এই কিডন্যাপের হোতা হতো, ওর শিকার হোটেলে নাম লেখাবার পরপরই ছোবল মারতো, দেরি করতো না। ওকে চারদেয়ালের ভেতর ঢুকতে দেয়া উচিত হয়নি শত্রুপক্ষের, উচিত হয়নি বিশ্রাম নেয়ার সময় দেয়া।

ও একা, কাজেই গায়ে বা কোমরে কিছু না জড়িয়েই বেডরুমে ফিরে এলো রানা, এ. এস. পি. আর ব্যাটনটা নেরে। শাওয়ারের ঠিক বাইরে, একজোড়া ছোটো তোয়ালের নিচে, মেঝেতে রাখলো ওগুলো। তারপর পানির উষ্ণতা পরীক্ষা করে শাওয়ারের নিচে দাঁড়ালো। স্লাইডিং ডোর বন্ধ করে দিয়েছে আগেই, কর্কশ ফ্ল্যানেল দিয়ে ঘষে গায়ের ঘাম আর ময়লা সাফ করছে।

গরম পানিতে কিছুক্ষণ ভেজার পর পরিচ্ছন্ন অনুভূতিটা ফিরে এলো রানার; এবার নব ঘুরিয়ে প্রায় বরফের মতো ঠাণ্ডা পানি নিলো গায়ে। ছ্যাঁৎ করে উঠলো গোটা শরীর, তারপর শীতল একটা সুখানুভূতির সাথে সতেজ একটা ভাব ছড়িয়ে পড়লো দেহ-মনে। শাওয়ার বন্ধ করে শরীরটাকে কুকুরের মতো ঝাঁকালো রানা, হাত বাড়ালো স্লাইডিং ডোর খোলার জন্যে।

আচমকা সতর্ক হয়ে উঠলো রানা। কিভাবে যেন টের পেয়ে গেছে কাছাকাছি ওত পেতে রয়েছে বিপদ। দরজার হাতল স্পর্শ করার আগের মুহূর্তে নিভে গেল আলো, এক সেকেণ্ডের জন্যে দিশেহারা করে রাখলো ওকে, আর ওই এক সেকেণ্ডে দরজার হাতলটা ধরতে ব্যর্থ হলো ও, যদিও পরিষ্কার শুনতে পেলো এক-পাশে সামান্য একটু সরে গিয়ে পরমুহূর্তে আবার ক্লিক করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। রানা জানে, বাথরুমের ভেতর এখন আর একা নয় ও। ভেতরে ওর সাথে আরো কি যেন একটা আছে, লেজ না কি যেন একটা ওর নগ্ন ঘাড় ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল, পিচ্ছিল ও মসৃণ, আশ্চর্যরকম জ্যান্ত বলে মনে হলো।

কোমল একটা শব্দের সাথে শাওয়ারের গায়ে কিংবা মেঝেতে পড়লো জিনিসটা, তারপর ফোঁস ফোঁস শব্দ উঠলো। পাগলের মতো এক হাতে দরজা খোলার চেষ্টা করলো রানা, অপর হাতে ধরা ফ্ল্যানেলটা শরীরের সামনে দ্রুত, ঘন ঘন নাড়লো; অদৃশ্য আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার হাস্যকর চেষ্টা। হাতলটা পেয়ে গেল ও, কিন্তু ঘুরিয়ে টান দিতেও দরজা খুললো না। ফোঁস ফোঁস শব্দটা ক্রমশ কাছে সরে আসছে। রানার মনে হলো, ওটা যেন

মাথা তুলছে। শব্দটা মেঝে থেকেই আসছিল, এখন সেটা আরো ওপর থেকে আসছে। জিনিসটা কি বুঝতে পেরে গায়ের রক্ত পানি হয়ে গেল রানার। 'বাবারে, বাঁচাও!' বলে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হলো ওর। শব্দটা এখন মেঝে থেকে প্রায় তিন ফুট ওপরে হচ্ছে। ফণা তোলা একটা বিষধর সাপের ছবি ভেসে উঠলো রানার মনের চোখে।

সচেতনভাবে নয়, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিবশে লাফ দিলো রানা, পরমুহূর্তে ফেলে আসা জায়গায়, মেঝেতে, থ্যাচ করে একটা আওয়াজ হলো। বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় পড়ছে, আতংকে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছে রানা। ছোট্ট বাথরুম, ভেতরে গাঢ় অন্ধকার, সাপের ক্ষিপ্র ছোবল থেকে নগ্ন একটা শরীরকে কতোক্ষণ রক্ষা করা সম্ভব? নিয়তির নির্মম কৌতুক, সাপটাকে দেখতে পাচ্ছে না ও। শব্দটা আবার মাথাচাড়া দিলো। সেই তিন ফুট উঁচুতে উঠে পড়লো উৎসমুখ। লাফ দিলো রানা; ইলেকট্রিক শক-এর মতো সর্বশরীর ঝাঁকি দিয়ে গেল দ্বিতীয় ছোবলের আওয়াজটা—থ্যাচ!

খেপে উঠেছে সাপটা। দুই ছোবলের মাঝখানে সময়ের যে ব্যবধান ছিলো তা কমে গেল, তৃতীয় ছোবলটা এলো আরো একটু তাড়াতাড়ি। কোথায় লাফ দিচ্ছে দেখতে পায়নি, বাথরুমের দেয়ালে মাথা ঠুকে গেছে রানার। অক্সিজেনের অভাবে ছটফট করছে ফুসফুস, ভয়ে জোরে বা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না ও, শব্দটা তাহলে শুনতে পাবে না।

পাঁচবার লাফ দিলো রানা, শেষবার থ্যাচ করে আওয়াজ হতেই আওয়াজটা লক্ষ্য করে বিদ্যুৎগতিতে আবার ঘুরে গিয়ে ডান পা-

টা হাতুড়ির মতো সজোরে মেঝেতে নামিয়ে এনেছে। মেঝেতে ছোবল মেরে সাপটা তখনো মাথা তোলার সময় পায়নি, রানার পা সেটার ওপর পড়লে থেঁতলে যেতো। কিন্তু লাগেনি, মাথার কিনারায় লেগে পিছলে গেছে গোড়ালি।

হয় ভয় পেয়েছে, নয়তো সামান্য হলেও আহত হয়েছে সাপ। হিস হিস করে উঠলো আবার সেটা. কিন্তু মেঝে থেকে খুব একটা ওপরে তোলেনি ফণা। এই সময় রোজিনার গলা শুনতে পেলো রানা। গলার আওয়াজটা দূর থেকে ভেসে এলো, সতেজ, প্রায় সকৌতুক।

'রানা? গেলে কোথায় তুমি?'

'এখানে! বাথরুমে। গেট মি আউট, ফর গডস্ সেক!'

এক সেকেণ্ড পর আলোটা আবার জ্বলে উঠলো। বাথরুমের ভেতর, তবে শাওয়ারের বাইরে, একটা ছায়ার উপস্থিতি টের পেলো রানা, সম্ভবত রোজিনার; সেদিকে তাকাবার বা মনোযোগ দেয়ার সময় নেই রানার। ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে মেঝেতে, যেখানে ধীরে ধীরে মাথা তুলছে গোক্ষুরটা।

দুই ফুটের মতো উঁচু হলো মাথাটা, এদিক-ওদিক দুলছে চওড়া ফণা, স্থির, অপলক, ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'শাওয়ারের দরজাটা খোলো!' রানার গলা চিরে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো।

একপাশে সরে যেতে শুরু করলো স্লাইডিং ডোর।

'বেরিয়ে যাও, রোজিনা! বাথরুম থেকে বেরিয়ে যাও!' রানা থেমেছে কি থামেনি, ঝট করে সাড়ে তিনফুট লম্বা হয়ে গেল সাপ-

টা, পরমুহূর্তে ছোবল মারলো রানার নগ্ন পাঁজর লক্ষ্য করে।

বিদ্যুৎবেগে সরে গেল রানা, লক্ষ্যভ্রষ্ট ছোবলটা বাথরুমের দেয়ালে লাগলো, প্রায় একই সাথে রানার একটা পা পড়লো গোক্ষুরের মাথার ওপর। ছোবলটা কোথায় লাগাতে পারে আগেই আন্দাজ করেছিল ও, বিদ্যুৎবেগে ঘুরে ঠিক সেখানটাতে পা দিয়ে আঘাত করেছে। কি হলো দেখার জন্যে অপেক্ষা করলো না রানা, লাফ দিয়ে শাওয়ারের দরজা টপকালো, এক হাতে দরজাটা ঠেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তোয়ালের নিচে লুকানো অস্ত্রগুলোর দিকে

ব্যাটনটা নিয়ে সিধে হলো রানা। যথেষ্ট ক্ষিপ্র হতে পারেনি ও, ওর সাথেই বাথরুমে বেরিয়ে এসেছে সাপ। খালি পায়ের তলা দিয়ে আঘাত করলেও, মাথাটার প্রায় কোনো ক্ষতিই হয়নি। তবে ফণা তুলে ছোবল মারতে এবার অনেক দেরি করছে ওটা, সম্ভবত দুর্বল হয়ে পড়েছে। ব্যাটনটা বাগিয়ে ধরে তৈরি থাকলো রানা। চিৎকার করে আরেকবার সাবধান করলো রোজিনাকে, দরজা বন্ধ করে সে যেন বেডরুমে অপেক্ষা করে।

চরম ও শেষ আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছে গোক্ষুর। ধীরে ধীরে, ফণাটা এ-পাশ ও-পাশ দোলাতে দোলাতে উঁচু হলো। এক চুল নড়ছে না রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ফণাটার দিকে। বোতাম টিপে ব্যাটনটা লম্বা করে নিয়েছে, তবে সাপটা ছোবল না মারা পর্যন্ত সেটা ব্যবহার করতে রাজি নয় ও, আগ বাড়িয়ে কিছু করতে গেলে হাতে কামড় খাবার ভয় আছে। আঘাত করতে হবে ফণাটা যখন মেঝের কাছাকাছি থাকবে।

ফণায় গরুর খুরের দাগ নিয়ে প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা সাপটা,

সরু লকলকে জিভ বের করছে ঘন ঘন, শেষবার লাফ দিলো লেজের ওপর খাড়া হয়ে। সাাং করে ব্যাটনটা ঘোরালো রানা, ফণার গায়ে সজোরে আঘাত করলো সেটা, যেন হ্যাচকা টান খেয়ে বাথরুমের দেয়ালে আছড়ে পড়লো লম্বা শরীরটা। ঝুঁকলো রানা, দেয়াল থেকে মেঝেতে পড়তে দিলো সাপটাকে, তারপর ব্যাটনের ঘন ঘন আঘাত ফণাসহ মাথাটা ছাতু বানিয়ে ফেললো।

এতোক্ষণে হাঁপাতে শুরু করলো রানা। ঘামে ওর সারা শরীর ভিজে গেছে। প্রথম কয়েক মুহূর্ত বিশ্বাসই হতে চাইলো না যে এখনো বেঁচে আছে ও।

ব্যাটনটা শাওয়ারের নিচে ফেলে নব ঘোরালো রানা, তারপর দরজা খুলে চলে এলো বেডরুমে। ফার্স্ট এইড কিটে ডিজইন-ফেক্ট্যান্ট আছে, পায়ের তলায় লাগানো দরকার।

পরনে কাপড় নেই, কিন্তু সেদিকে খেয়ালই নেই ওর।

'ঠিক আছে, সবই দেখা হয়েছে আমার। এবার সাবধান।' একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছে রোজিনা টরটেলিনি, হাসছে না। তাকে নয়, সবার আগে তার হাতে ধরা পিস্তলটা লক্ষ্য করলো রানা। ঠিক এ-ধরনের একটা পিস্তলই দেখেছিল মলির হাতে।

পিস্তলটা সরাসরি রানার তলপেট লক্ষ্য করে ধরে আছে রোজিনা।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

আলোচনা

শহিদুল

শ্রীরামপুর (কালীগঞ্জ), নলডাঙ্গা, ঝিনাইদহ।

চাই সাম্রাজ্য-১, ২ পড়লাম। ভালই লেগেছে। তার আগে বাংলাদেশের পটভূমিকায় লেখা কুচক্র, এবং গিলটি মিঞার উপস্থিতি খুবই আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু সব আনন্দ মাটি করে দিচ্ছে রানা সিরিজ থেকে আলোচনা বিভাগটা অন্তর্ধান হয়ে যাওয়ায়। আলোচনা বিভাগ ছিল আমাদের কাছে বোনাস আনন্দের মত।

কৌতুক ঃ

গণক ঃ আপনি কমসেকম আশি বৎসর বাঁচবেন। এ-বাঁচা আপনার কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ভক্ত ঃ কিন্তু, যদি না বাঁচি ?

গণক ঃ তাহলে এসে আমার দুই গালে দু'টো থাপ্পড় মেরে যাবেন।

সংগ্রাহক ঃ মমতাজ

দর্শনা সরকারী কলেজ, চুয়াডাঙ্গা।

বিশ্বজিৎ

পূর্বদাশড়া, মানিকগঞ্জ।

আমাদের প্রিয় মাসুদ রানাকে পরবর্তী কোন বই-এ একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে দেখতে পেলে খুবই আনন্দিত হবো।

মানস কুমার দাস

জেলা সদর রোড, আকুরটাকুর পাড়া, টাংগাইল।

মাসুদ রানা সিরিজের দুটো দিক আছে। একটা ভালো দিক, অন্যটা খারাপ দিক। ভালোটা হলো এটা পড়ে আমরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জিনিস সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য পেয়ে থাকি। জানতে পারি মানব মনের বিভিন্ন জটিলতা, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, মানুষের মনের নানাবিধ দুর্বলতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি সম্বন্ধে—এবং এসবের বিপরীতে থাকে সততা, নীতিবোধ, উদারতা, সাহস এবং দেশপ্রেম; যা তরুণদের জন্য অনিবার্যভাবে অনুকরণীয় এবং শুধুমাত্র যা আপনার লেখায় সার্থকভাবে ফুটে ওঠে। খারাপ দিকটা হলো—আপনার বর্ণনামাধুর্য, ভাষার প্রাঞ্জলতা, কাহিনী-বিন্যাস এতই আকর্ষণীয়, এতই প্রাণবন্ত যে এর রস আস্বাদন করার পর আমরা শুধু এতেই নিবিষ্ট থাকি। তখন অন্য কোন লেখকের বই সহজে ভালোই লাগতে চায় না। এটা কি একটা খারাপ দিক হলো না?

সায়িদ আহমদ, সুমন

মাগুরা সরকারী কুট গুদাম, মাগুরা।

আমার সাথে মাসুদ রানা সিরিজের পরিচয় ১৯৮৯-এর এপ্রিল মাসে। আমার রানার বই-এর মধ্যে প্রথম পড়া 'পিশাচ দ্বীপ'। রানা যে এত সুন্দর সিরিজ তা তখন টের পেলাম। নতুন পাঠক বলে হয়তো দাম দেবেন না। কিন্তু একবার কি ভেবেছেন আমি রানা পড়ে ফেলেছি প্রায় শ'খানেক? বিশ্বাস করুন, আপনি যদি রানাকে কোন রকমে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনাকে আস্ত রাখব না।

কাজী তারিকুল হক (টিটো)

টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, লেনিনগ্রাদ, সোভিয়েত ইউনিয়ন।

একজন প্রিয় রোমাঞ্চ-উপন্যাস রচয়িতার পাঠক হিসেবে যদিও অনেক আগেই আপনাকে প্রচুর ধন্যবাদ সহ চিঠি লেখা উচিত ছিল। কিন্তু কেন জানি লেখা হয়ে ওঠেনি। যদিও তাতে করে সেবা'র সাথে যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আর সদ্ভাব গড়ে উঠেছিল সেই ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে, তা নষ্ট হয়নি। তবে ইদানীং, অর্থাৎ বৎসর দুই হলো প্রিয় প্রকাশনীর সাথে একেবারে কোনরকমের যোগাযোগ নেই বললেই চলে। ১৯৮৭ সালে সরকারী স্কলারশিপ নিয়ে বরফের দেশে পাড়ি জমিয়েছিলাম উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে। আর তখন থেকেই সেবা'র সাথে যোগাযোগ প্রায় বন্ধ। ১৯৮৭ তে দেশ থেকে আসার সময় হাতের কাছে যে কয়টি বই ছিল সবগুলি সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এখানকার অধ্যয়নরত বাঙালী ভাইদের বই-তৃষ্ণা মেটাতে তার দুটি বাদে আর সবগুলিই হাত ছাড়া।

আজ দু'দিন হলো তৃতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা শেষ করেছি। হাতে কয়েকদিনের জন্যে প্রচুর অবসর সময়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেবা'র মত কোন প্রিয় অবসরের সঙ্গী কাছে নেই। তাই লেনিনগ্রাদ-১, ২ নিয়েই বসে গেলাম। সেই স্বাদ, সেই তৃপ্তি এবারও পেলাম। যদিও দেশে থাকতেই এই বই পড়েছিলাম।

সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিনগ্রাদ শহরে সেবা'র বই পাওয়া সম্ভব কি? অর্থাৎ এখান থেকে সেবা'র গ্রাহক হওয়া সম্ভব কি? জানাবেন।

* আপনার ঠিকানায়, নিয়মাবলী পাঠানো হলো।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানিঅর্ডার যোগে ১০০·০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক বা অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

কিশোর থ্রিলার-৪৩

তিন গোয়েন্দার ঊনচল্লিশতম রহস্যোপন্যাস

কানা বেড়াল

রচনা: রকিব হাসান

প্রকাশের তারিখ: ২১-৪-৯০

বিষয়: কানা বেড়াল আবশ্যক। বাচ্চাদের খেলাঘরের জন্যে বেড়াল চাই। লাল-কালো ডোরাকাটা, শরীরটা কিম্ভুত বাঁকা, এক চোখ কানা, গলায় লাল কলার। প্রতিটি বেড়ালের জন্যে ১০০ ডলার।...সন্ধানে নেমে পড়লো তিন গোয়েন্দা।